ভূমিকা

রাজপুতের পবিত্র জন্মভূমি চিতোর। চিতোরের জন্য যে কত রাজপুত বীর জীবন উৎসর্গ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। চিতোর যেমন রাজপুতের প্রাণকেন্দ্র, তেমনি চিতোরের গৌরব রক্ষার জন্য কত রাজপুত বীর ও বীরাঙ্গনার জীবন রক্তরঞ্জিত ও অগ্নিদগ্ধ হয়েছে—ইতিহাস যুগে যুগে তার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। চিতোরের সিংহাসনে আরোহন করতে হলে জীবনকে রক্তের হোলি খেলায় উৎসর্গ করতে হবে জেনেও সিংহাসনের জন্য রাজপুত বীরের হৃদয় নৃত্য করে উঠত, সিংহাসনের মায়া তাদের বিভিন্ন পথে উদ্বুদ্ধ করে তুলত।

এখানেও রাণা রায়মলের জীবদ্দশায় সিংহাসনের লালসা তাঁর পুত্রদের মধ্যে যে কতখানি প্রবল হয়ে উঠেছিল, আমি তারই কাহিনী পঞ্চাঙ্ক নাটকে অঙ্কিত করতে গিয়ে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ঐতিহাসিক পটভূমিকা বজায় রেখে নাট্যরসে লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছি।

নাট্যামোদী বন্ধুগণের পূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেলেই নিজেকে ধন্য মনে করব।

ইতি—

গ্রন্থকার।

যাদের নিয়ে নাটক

—পুরুষ—

রায়মল	....	....	চিতোরের রাণা।
সুরজমল	....	..	ঐ ভ্রাতা।
সঙ্গ	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র।
পৃথ্বীরাজ	...	....	ঐ মধ্যম পুত্র।
জয়মল	....	....	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
সুরতান সিং	...	....	টোডা রাজ্যের সামন্তরাজ।
বিজয়	....	....	ঐ পুত্র।
সারংদেব	....	...	সুরজগড়ের সামন্ত।
ভূপতি রায়	....	...	শিরোহীর রাজা।
প্রজাপতি	....	....	ঘটক।
মীনা রায়	....	....	মীনাদের সর্দার।
সনা রায়	...	...	ঐ ভ্রাতা।
ভজুয়া	....	...	ঐ সহচর।

—স্ত্রী—

মায়া	....	....	যোগিনী।
তারাবাঈ	...	...	সুরতান সিংহের কন্যা।
কমলাবাঈ	....	....	শিরোহীর রাণী।
তরলা	....	....	তারাবাঈয়ের দাসী।

রক্তের হোলি

সূচনা।

নাহারা মোংরা পাহাড়—চারণী দেবীর মন্দির।

পৃথ্বীরাজ ও জয়মলের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। না—না, কোন কথা নয়, চিতোরের সিংহাসন আমার চাই।

জয়মল। চাইলেই কি পাবার আশা আছে ভেবেছ?

পৃথ্বীরাজ। কেন পাব না?

জয়মল। সিংহাসনটা যে বড়দার দিকে তাকিয়ে আছে।

পৃথ্বীরাজ। মানবো না এ পক্ষপাতিত্ব বিচার।

জয়মল। আমিও তো তাই বলি, কিন্তু উপায়টা কি তাই বল?

পৃথ্বীরাজ। দেখা যাক, আজ যোগিনী কি গণনাটা করেন।

জয়মল। যদি বলেন সিংহাসনটা বড়দার অদৃষ্টেই আছে?

পৃথ্বীরাজ। যাচাই করে দেখে নেব অদৃষ্টের ক্ষমতা কতদূর।

জয়মল। সবাই যদি সেই অদৃষ্টকে বিশ্বাস করে?

পৃথ্বীরাজ। আমি তাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবো—সে অদৃষ্ট মিথ্যা, একমাত্র সত্য বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

জয়মল। সাবাস মেজদা! আমিও তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু যোগিনী তো নেই দেখছি, এখন বসা যায় কোথায় বল?

পৃথ্বীরাজ। আপাতত যোগিনীর এই ভাঙা খাটিয়াই আমাদের সম্বল দেখছি। [খাটিয়ার উপর উভয়ের উপবেশন]

সঙ্গ ও সুরজমলের প্রবেশ।

সঙ্গ। তার চেয়ে মাতাজী যখন নেই, আজ না হয় ফিরে যাই চল।

পৃথ্বীরাজ। নাঃ, এসেছি যখন সমাধান না করে ফিরে যাব না।

সুরজ। এ ছাড়া যে অন্য কোন উপায় দেখছিনে। যদি না আসেন।

জয়মল। আসবে না মানে? যাবে কোন চুলোয়?

সঙ্গ। আঃ, তিনি চারণী দেবীর সেবিকা, আমাদের কাছে পূজনীয়া।

সুরজ। কারও অবর্ত্তমানে তাঁর অসম্মান করার দরকার নেই।

জয়মল। নাঃ, যোগিনী ভিখারিণীকে আবার ফুল-জল দিয়ে পূজো করব?

পৃথ্বীরাজ। সে যাই হোক, আজ একটা সমাধানে আসতেই হবে।

সুরজ। তবে একটু বসাই যাক, কিন্তু—

সঙ্গ। কিন্তুর কিছু নেই কাকা, আশ্রমের পবিত্র মাটির ওপরে এই ব্যাঘ্রচর্ম্মই উপযুক্ত। [সুরজমল ও সঙ্গ পাশাপাশি বসিল]

পৃথ্বীরাজ। তা বলে রাজকীয় মর্যাদা—

সঙ্গ। জলাঞ্জলি দিচ্ছিনে ভাই, অক্ষুণ্ণই রেখেছি।

[পৃথ্বীরাজ ও জয়মলের পরস্পর চোখাচোখি
হইয়া বিদ্রূপের হাসি]

জয়মল। বসবার কি উপযুক্ত জায়গা? একে জংলা পাহাড়, তাতে আবার ঘুরপথের অন্ত নেই।

পৃথ্বীরাজ। তা বলে অতখানি নিম্নস্তরে নেমে যেতে হবে?
[জয়মল সহ পুনঃ বিদ্রূপের হাসি]

গীতকণ্ঠে মায়ার প্রবেশ।

মায়া।— গীত।

ওরে পথিক, সমঝে চল্, সামনে যে তোর ফাঁক।
আসবে নেমে আঁধার চোখে পড়লে পথের বাঁক॥

সুরজ। কিন্তু বিধিলিপি যদি থাকে?

মায়া।— পূর্ব গীতাংশ।

বিধি যারে ঘুরায় পথে মিছে তার বাহুবল।
বুদ্ধি বিবেক তলিয়ে যাবে, থাকবে কেবল পশুবল।
ছুটবে যতই দর্প করে,
পড়বে ততই অন্ধকারে,
পতঙ্গেরই পালক হলে আগুনে হয় খাক॥

জয়মল। আপনারই জন্য আমরা অনেকক্ষণ এসে বসে আছি।

পৃথ্বীরাজ। আমাদের ভাগ্যফল এখনই গণনা করে বলে দিতে হবে।

মায়া। মায়ের পূজোর সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আগে সন্ধ্যা-পূজোটা সেরে নিই।

পৃথ্বীরাজ। আমরা আর কতক্ষণ বসে থাকব?

সঙ্গ। আচ্ছা, আমরা অপেক্ষা করে আছি। আপনি মায়ের পূজোটা নিশ্চিন্ত মনে শেষ করুন।

জয়মল। [ঈষৎ উষ্মাস্বরে] কত আর সময় যাবে? আমাদের বিদেয় করে দিয়েই তো পূজো করতে পারেন।

মায়া। মায়ের অনুমতি না হলে কি করে বলি? মায়ের নির্মাল্যের সঙ্গেই ফলাফল বলা যাবে। অস্থির হবার কি আছে? পূজোটা সেরে আসি।

[প্রস্থান।

জয়মল। পূজো না ছাই! ও একটা বুজরুকি মাত্র।

সঙ্গ। দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস না থাকলেই বুজরুকি বলা যাবে। আর বিশ্বাস থাকলেই তাঁর দেবিত্বের মহিমা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারব। চারণী দেবী সাক্ষাৎ দেবী, আমাদের পূর্বপুরুষরা চিরদিনই তাঁকে বিশ্বাস করে এসেছেন, তাঁকে অশ্রদ্ধাও আমরা করতে পারিনে।

[নেপথ্য হইতে ঘণ্টার শব্দ আসিল, সঙ্গ ও সুরজমল করজোড়ে চক্ষু মুদিত করিলেন।]

জয়মল। যাক, একটা যে কোন সমাধানে এলেই নিশ্চিন্ত।

মায়ার পুনঃ প্রবেশ।

মায়া। [নির্মাল্য বিতরণান্তে] এখন কি হেতু রাজকুমারদের আগমন?

পৃথ্বীরাজ। আমাদের মধ্যে কার অদৃষ্টে রাজ-সিংহাসন আছে গণনা করে এখনই বলে দিতে হবে।

মায়া। কি আর বলব?

জয়মল। কেন?

মায়া। রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্যে বড় কে, এই নিয়ে একদিন তাঁরা বিচার আপত্তি করেছিলেন।

পৃথ্বীরাজ। সে আমাদের জানাই আছে, এখন আমাদের কর্মটাই বলুন।

জয়মল। আর আপনিও রাজা বিক্রমাদিত্য নন, যোগিনী মাত্র।

মায়া। তাহলে আমিও এখানে দেখতে পাচ্ছি, রাজকুমারেরা নিজেদের বিচার নিষ্পত্তি করে বসে আছেন।

পৃথ্বীরাজ। কি রকম?

মায়া। এই যে সঙ্গ মাটিতে ব্যাঘ্রচর্মের ওপর বসে আছেন, দেখতে পাচ্ছি মাটিতেই তাঁর অধিকার, আবার ব্যাঘ্রচর্মাসনে উপবেশনই বীরত্বের লক্ষণ। রাজসিংহাসন ওরই অদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে। সুরজমল তাঁর কাছাকাছি অর্ধেক মাটিতেই বসে আছেন। কাজেই তিনি থাকবেন হয় সামন্তরাজ কিংবা মন্ত্রী সেনাপতি হয়ে।

পৃথ্বীরাজ। হুঁ।

জয়মল। তাহলে আমাদের?

মায়া। আপনারা বসে আছেন সন্ন্যাসিনীর ভাঙা খাটে ছেঁড়া কাঁথার উপরে। সুতরাং—

পৃথ্বীরাজ ও জয়মল। সুতরাং?

মায়া। আপনাদের অদৃষ্টে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।

জয়মল। তাহলে সোজা কথা—

মায়া। সিংহাসন প্রাপ্তির কোন লক্ষণ সঙ্গ ছাড়া আর কারো অদৃষ্টে দেখতে পাচ্ছিনে।

পৃথ্বীরাজ। বেশ, তাহলে আজই এইখানে অদৃষ্টের ফলাফল ঠিক হয়ে যাক: [অসি কোষমুক্ত করিয়া সঙ্গকে আক্রমণ]

সঙ্গ। [বাধা দিয়া] এখানে নয় পৃথ্বীরাজ!

জয়মল। না-না, এই দেবী-মন্দিরেই চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে। [পুনঃ আক্রমণ]

সুরজ। ভাইয়ে-ভাইয়ে দ্বন্দ্ব এখানে নয়। তোমরা নিরস্ত হও। [বাধ'দান]

মায়া। মায়ের মন্দির পরস্পর ভ্রাতৃরক্তে কলুষিত করা উচিত নয়।

সঙ্গ। ক্ষান্ত হও ভাই পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। ভাই নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু।

[যুদ্ধ করিতে করিতে মায়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মায়া। ওঃ, সিংহাসনের এত লোভ! তাই চায় ভাইয়ের রক্তে স্নান করতে?

[পূর্ব গীত অনুসরণ করিয়া প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ভোজালী শানাইতে শানাইতে মীনারায়ের প্রবেশ।

মীনা। ভজুয়া! ভজুয়া। হোই ভজুয়া—! শালা গেল কোই?

সনারায়ের প্রবেশ।

সনা। কী হইয়েছে দাদা? এতো চিল্লাইছো কেনো?

মীনা। সনা! আনন্দ কর—আনন্দ কর, কাড়া-নাকাড়ায় ঘা দে, সবকোইকো জড়ো কর। সবকো জ্যাদা আনন্দ করতে বোল। দেওতা আসিয়েছে রে—দেওতা আসিয়েছে।

সনা। দেওতা আসিয়েছে?

মীনা। হাঁ রে, হামারে মুল্লুকে আভি দেওতা আসিয়েছে।

সনা। কোই দেওতা? হামি তো কুছু বুঝতে পারছে না।

মীনা। তুরা কুছু বুঝতে পারবে না। লেকিন পলক পরে সবভি মালুম হোবে। হামিলোক যে খোয়াবসে দেখিয়েছে।

সনা। তব তো আসমানকি চাঁদভি মিলিয়ে যাবে।

মীনা। যাবে—যাবে, সবভি মিলিয়ে যাবে, আগাড়ি সবকো জড়ো কর। দেওতাকো নজরানা দিতে হোবে না?

সনা। [নেপথ্যের দিকে] হো মীনা আদমি! ছুটকে আও—ছুটকে আও। মুল্লুকসে দেওতা আসিয়েছে, আসমানকি চাঁদ মিলিয়েছে।

ভজুয়ার প্রবেশ।

ভজুয়া। সর্দারজী, সর্দারজী!

মীনা। কি রে ভজুয়া? কি হইয়েছে? এত্তো হাঁফাচ্ছিস কেনো?

ভজুয়া। একঠো দুষমন আসিয়েছে সর্দার!

মীনা ও সনা। দুষমন! বলিস কি রে!

ভজুয়া। হাঁ সর্দার। ঘোড়েপর সওয়ারী করিয়ে হামারে মুল্লুকে ঢুকিয়েছিল। হামিলোক শয়তানকো হাতে পায়ে বাঁধিয়ে ফেলিয়েছে।

মীনা। তু যা। শয়তানকো লিয়ে আয়। দেওতাকি আগে কোই দুষমনকো হামারে মুল্লুকে ঢুকতেভি দিবে না, আউর মেরে দেওতাকি সাথ উকে মুকাবিলা ভি করতে দিবে না।

ভজুয়া। যো হুকুম সর্দার!

[প্রস্থান।

মীনা। উ তো বড়া খেরাপি হইয়ে গেল সনা ভাই!

সনা। কেনো, খেরাপি কি হইয়েছে?

মীনা। কোই খোয়াবকি দেওতা আগাড়ি মিলিয়ে যাবে, নেহি তো শালা দুষমনই মিলিয়ে গেল। ছোঃ-ছোঃ-ছোঃ!

সনা। আফশোষ করোগে তো ঝুটা মিলিয়ে যাবে। তুহি তো সর্দার আছিস। দেওতা আউর দুষমন যদি একসাথ মিলিয়ে যায় তো, এক হাতে দেওতাকো পেরনাম দিবি, আউর দুসরে হাতে দুষমনকো খতম করিয়ে দিবি।

মীনা। হাঁ—হাঁ, ঠিক বলিয়েছিস। হামিলোক কোই দুষমনকো পরোয়া করবে নেহি।

বন্দী সঙ্গকে লইয়া ভজুয়ার পুনঃ প্রবেশ।

ভজুয়া। ছাখ, ছাখ সর্দার! ওহি শালা তুষমন খোব জবর জোয়ান আছে।

মীনা। তুই কে রে?

সঙ্গ। আমি ভাই তোমাদেরই মত মানুষ।

মীনা। সে তো হামি বুঝিয়েছে যে তুহিলোক জানোয়ার না আছে। লেকিন, হামারে মুল্লুকে কেনো?

সঙ্গ। তোমাদের মুল্লুক সে তো আমার জানা নেই ভাই! সত্যই যদি এটা তোমাদের মুল্লুক হয়, জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছি তোমাদের জঙ্গলে। পড়েছি তোমাদের হাতে। ইচ্ছা হয় তোমরা বাঁচাতে পার, আর হত্যাও করতে পার।

মীনা। তুকে মোরা বাঁচিয়ে রাখবে? কেনো বল তো?

সঙ্গ। তোমাদের ভাই বলে।

মীনা। ভাই? হোঃ-হোঃ-হোঃ!

ভজুয়া। শালালোকক। বাত শুনিয়েছিস সর্দার?

সনা। ভারি মিঠে মাফিক লাগিয়েছে দাদা!

মীনা। হুঁ—তা লাগিয়েছে।

ভজুয়া। মিঠে? বিলকুল ঝুট। ওহি মিঠের মধ্যি শয়তান লুকিয়ে আছে, বুঝিয়েছিস? এই, তু কুথাকার লোক আছিস?

সঙ্গ। চিতোরের।

সকলে। চিত্তোড়?

মীনা। তু কার লেড়কা আছিস?

সঙ্গ। চিতোরের স্বনামধন্য রাণা রায়মল আমার বাবা।

মীনা। রায়মোল তুহার বাবা আছে?

ভজুয়া। তব্‌ তো ভালা হইয়েছে সর্দার, চিত্তোড়কে রেজা হামার বাপকো মারিয়েছে, তুহার ভি বাপকো মারিয়েছে। উহার আঁখ তোড় লে, কলিজাটা ফেড়ে দে সর্দার!

মীনা। হাঁ-হাঁ, মনে পড়িয়েছে, সবভি মনে পড়িয়েছে।

সঙ্গ। তোমরা তার জন্য যদি প্রতিশোধ নিতে চাও সর্দার, আমি মাথা পেতে দিচ্ছি, প্রতিশোধ নাও।

মীনা। তুহার ডর মালুম হচ্ছে না?

সঙ্গ। কিসের ভয়?

মীনা। জানের।

সঙ্গ। না, আপন সহোদর ভাই যেখানে শত্রু, সে জীবনের কি দাম আছে সর্দার? তোমারও তো ভাই আছে। আমি জানি ভাইয়ের চেয়ে বান্ধব কেউ নেই। সেই ভাই যদি শত্রু হয়, ঘরের ভেতরে যদি শত্রুর ভয় থাকে, তবে তোমাদের মত বাইরের শত্রুর কাছে আমার জীবনের কোন দাম নেই।

মীনা। আরে যা-যাঃ, তুরা ভদ্দোর আছিস, মিঠে কথায় তুরা দীল ভজাতে ভি উস্তাদ আছিস।

সঙ্গ। কিন্তু প্রাণের জন্য নয় সর্দার!

মীনা। তব কিসিকী লেগে বল?

সঙ্গ। ভ্রাতৃত্বের জন্য। তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ; তুমি আমি যে পরস্পর ভাই ভাই।

মীনা। তু ভদ্দোর আদমি আছিস. আউর হামরা ছোটাজাত আছে।

সঙ্গ। তাতে তোমাতে আমাতে কি তফাৎ আছে সর্দার?

মীনা। তব আগাড়ি বোল, তুরা হামাদের মাথা তুলতে দিসনি

কেনো? বোনে জোঙ্গলে ঘর করিয়েছি, গাছের ফল হামরা খাই, বেশী ভুখ লাগলে পশু-পাখীর মাস আগুনে ঝলসিয়ে খাই; লেকিন বোল ভদ্দোর, তুহারা হামাদের মাফিক গরীব আদমিকো কেনো শত্তুর করিয়ে রাখিয়েছিস?

সঙ্গ। অপরাধ কারও একার নয় সর্দার, শুধু একটা হাতে তালি লাগে না, আর এটাও সত্য যে, তোমাদের অশিক্ষিত গরীবদের ঘৃণা করাও তাদের কম অপরাধ নয়। আমি যদি কোনদিন রাজা হতে পারি, সেদিন তোমাদের আমি বুকেই স্থান দেবো সর্দার!

ভজুয়া। আরে যা-যা। উসব ভদ্দোর আদমিকী বাত বিলকুল ঝুটা আছে।

মীনা। ভজুয়া! লেকিন কোই ভদ্দোর আদমি, এইসা বাত ভি বোলে নেহি।

ভজুয়া। থাম সর্দার, আপদ পড়লেহি সব আদমি ভাগোয়ানজীকো তলব দেয়। সাধে কি বাপ কোয়?

সঙ্গ। [উত্তপ্তে] সর্দার!

ভজুয়া। তোদের ভদ্দোর আদমিদের সবকো হামাদের জানা আছে। জান বাঁচাতি লেগে সবকোই উরকম করিয়ে মিঠি মিঠি কোয়, জানিস?

সঙ্গ। বিশ্বাস যদি না করো সর্দার, তবে হাতিয়ার তোল, এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি। মরণে আমার ভয় নেই।

ভজুয়া। লে-লে সর্দার, ভল্ল লে; তোর বাপকে আউর মোর বাপকে উরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খতম করিয়ে দেছে।

মীনা। হাঁ-হাঁ ভজুয়া! তু ঠিক বলিয়েছিস, দে—দে, ভল্ল দে, দুষমনকো শেষ হামি রাখবো না। [ভল্ল গ্রহণ]

সনা। দাদা! তু ভুলিয়ে গেলি, যো আদমি মরণকো ভয় করবে না, ওহিকে তো হামরা মারবে না?

ভজুয়া। উরা যে হামাদের দুষমন করিয়ে রাখিয়েছে, তু স্মরণ রাখিস?

মীনা। হাঁ, ভজুয়া যো বলিয়েছে ওহি ঠিক। জয় মা কালী। [হত্যায় উদ্যত]

সনা। [বাধা দিয়া] উহার হাতে কোই হাতিয়ার নেহি দাদা। হাত পা ভি আলগা নেহি। তু ধরম করম সব ভুলিয়ে গেলি?

মীনা। ও, তুই ঠিক বলিয়েছিস। ভজুয়া—

ভজুয়া। সর্দার!

মীনা। উকে আলগা করিয়ে দে, উহার হাতে ভি হাতিয়ার তুলিয়ে দে, হামি উকে লড়াই করিয়ে মারবে।

ভজুযা। নেহি সর্দার। উ আদমি কমজোরী না আছে, উ শালা কালনাগভি মাফিক দুষমন আছে। কালীমায়িকী আগে বলি দে সর্দার, সব ল্যাঠা চুকিয়ে যাবে। তুহার ভি পুণ্যি হোবে। মায়িজী কিরপা করিলে হামাদের গতরভি বহুৎ আচ্ছা হোবে—কুছ দুখভি হামাদের নেহি হোবে।

মীনা। হাঁ, তু ঠিক বাত বলিয়েছিস। যা, নিয়ে যা, কালী-মায়িকী আগে হামি উকে বলি দেবে।

ভজুয়া। আয় রে, চলিয়ে আয় দুষমন। [প্রস্থানোদ্যত

সনা। হো দাদা! তু তো জানিস, কালীমায়িকী আগে খুন খেরাপি তো বলি হোবে না।

মীনা। হাঁ-হাঁ। ভজুয়া, ভালা করিয়ে দেখ, খুন-জখম জরুর দেখিয়ে লে।

সনা। [দেখিয়া] হোই যে দাদা! আঁখকে নীচে জোর জখম রহিয়েছে।

মীনা। তব তো কালীমায়িকী আগে বলি হোবে না ভজুয়া।

ভজুয়া। নেহি তো ভল উঠা লো, ছাতিপর চালিয়ে দে। বিলকুল খতম করিয়ে দে।

মীনা। আ যা দুষমন। জয় মা কালী! [হত্যায় উদ্যত]

সনা। দাদা!

মীনা। ফের কি বলছিস সনা!

সনা। দ্যাখ—দ্যাখ, ওহি আদমি বুরাই না আছে। উহার আঁখমে পানিভি নেহি। দীলকি ডর ভি নেহি। খোয়াবকী দেওতা মালুম হোয় না?

মীনা। লেকিন চিত্তোড়কী ছাওয়াল আছে। উহার বাপভি হামাদের সাথ দুষমনী করিয়েছে।

সনা। লেকিন ওহি তো হামাদের ভাই বলিয়েছে দাদা!

ভজুয়া। খবরদার সর্দার! দু'রোজ বাদ হোই আদমি সব ভুলিয়ে যাবে, তুকে আউর মুকে ভি বাঁচতে দিবে না। সর্দার! উহার ক'লজাটা ফাড় দে।

মীনা। হাঁ—হাঁ, মর তু দুষমন! [পুনঃ হত্যায় উদ্যত]

সনা। [বাধা দিয়া] থাম দাদা, তুহি হামাদের রেজা মাফিক সর্দার আছিস। তু যাকে তাকে বেকসুর খতম করবি—পাপ কামাবি, সে হামি হোতি দিবে না।

মীনা। কি করবি তুই?

সনা। হামি নিজে উকে খতম করবে। তুহি হামাদের জাত ভাইয়ের মনিব আছিস। তু পাপ কামাবি, তুহার পাপে হামার

জাত ভাইয়ের দুখ হোবে, অমঙ্গল হোবে—সে হামি হোতি দিবে না।

মীনা। সনা!

সনা। তুহি উহাকে হামার হাতে ছোড়িয়ে দে। হামি উকে জোঙ্গলমে লেকে একদম খতম করিয়ে দিয়ে আসবে।

ভজুয়া। তুকে হামি বিশোয়াস করবে না। উহার মিঠা মিঠা বুলি শুনকে তু যদি ছোড়িয়ে দিস?

সনা। নেহি দাদা! উহার শির তোড়কে তুহাদের হামি দিখাবে। তব তো বিশোয়াস করবি? হামার জান কবুল।

ভজুয়া। না সর্দার! তু লিজের হাতে উহার মুণ্ডুটা ফেড়ে দে।

সনা। লেকিন হামি তা হতে দিবে না। তুই জানিস ন ভজুয়া, কেত্তো রাজার পাপে রাজ্যো ছাই হইয়ে গেছে!

মীনা। বহুৎ আচ্ছা! তব তু লিয়ে য, সুনা। উকে খতম করিয়ে উহার খুন লিয়ে আসবি।

সনা। আয় দুষমন, চলিয়ে আয়, তুকে হামি আউর জানে বাঁচিয়ে রাখবে না। আয়। [সজ সহ প্রস্থান।

ভজুয়া। সুনাকে তুই বিশোয়াস করিস সর্দার?

মীনা। কেনো করবে না? তু দেখে লিস, হামার পাস মিছে বাত কোয় না, যদি ওহি বাঁচিয়ে রাখে তো হামি উহার জান কাড়িয়ে লিবে, কলিজার খুনে হাত রাঙিয়ে দিবে।

[প্রস্থান।

ভজুয়া। নাঃ, সুনাকে বিশোয়াস নেহি। হামি ভি নজর রাখবে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর রাজপ্রাসাদ—সভাকক্ষ।

ক্ষতবিক্ষত সুরজমল, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল আসীন,
ক্ষণপরে রায়মলের প্রবেশ।

সকলে। [অভিবাদন করিলেন]

রায়মল। [দৃঢ়স্বরে] থাক। আর অতিভক্তি দেখিয়ে লাভ নেই। তোমরা চিতোরের যা গৌরব বৃদ্ধি করেছ, আমার মনে হয়, জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দিয়েও লোকনিন্দা হতে আমার নিষ্কৃতি নেই।

সুরজ। আমি ওদেব নিরস্ত করতে পারিনি দাদা!

পৃথ্বীরাজ। আমায় ক্ষমা করুন পিতা!

রায়মল। [সগর্জনে] ক্ষমা? বনের পশুকে ক্ষমায় মহত্ব আছে, কিন্তু ক্রুর খল কেউটে সাপকে ক্ষমার অর্থ আমি বুঝি।

জয়মল। আমরা কি বনের পশুর চেয়ে—

রায়মল। অধম। তোমাদের পশু বললেই বনের পশুকেও লজ্জা দেওয়া হয়।

জয়মল। তাহলে আমরা—

রায়মল। মনুষ্য সমাজের অযোগ্য। পরস্পর কাটাকাটি করে অজ্ঞান অবস্থায় পথের মাঝে পড়ে না থেকে মরাই তোমাদের উচিত ছিল। ভাইয়ে-ভাইয়ে যে কীর্তি করে এসেছ, এরপরে চিতোরবাসী যদি তোমাদের গ্রহণ করে, তাহলে বুঝব চিতোরে আর মানুষের বাস নেই।

জয়মল। বেশ তো। মনুষ্য সমাজের অযোগ্য যদি, তাহলে কি করতে চান বলুন?

রায়মল। এত ঔদ্ধত্যে বেড়ে উঠেছ? ভেবেছ কি তুমি?

জয়মল। তার চেয়ে আপনি কি ভেবেছেন বলুন।

রায়মল। জয়মল!

জয়মল। না, জয়মল তো আপনার পুত্র নয়—শত্রু।

রায়মল। শত্রু! কি বলছ তুমি?

জয়মল। আমি জানতে চাই, চিতোরের সিংহাসনের অধিকারী কে?

রায়মল। তার কৈফিয়ত কি আজ তোমাকেই দিতে হবে জয়মল?

জয়মল। কেন দেবেন না?

রায়মল। তাহলে বল, চিতোরের রাণা রায়মল জীবিত, না মৃত?

জয়মল। তাহলে বলুন আপনার অবর্তমানে চিতোরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে কে?

রায়মল। হুঁ। সিংহাসনের লোভে তাহলে আজ থেকেই উন্মাদ হয়েছো নিশ্চয়? শোনো জয়মল, আমার অবর্তমানে চিতোরের সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হবে যুবরাজ সঙ্গ।

জয়মল। কোন অধিকারে?

রায়মল। জ্যেষ্ঠের অধিকারে।

জয়মল। আমার কি জ্যেষ্ঠের অধিকার নেই?

রায়মল। কিসে?

জয়মল। আমার মায়ের প্রথম সন্তান কি আমি নই?

রায়মল। হলেও তুমি তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। রাজকীয় নীতি অনুসারে প্রথম রাণীর প্রথম সন্তানই হবে সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

জয়মল। তাহলে আপনার প্রথমা মহিষীর সন্তান থাকা সত্বেও কেন আমার মাকে আপনি গ্রহণ করেছিলেন?

রায়মল। জয়মল!

জয়মল। উত্তর দিন।

রায়মল। তোমার মত অপদার্থ সন্তানকে কোন উত্তর আমি দেবো না।

জয়মল। তা দেবেন কেন? নারী সাধারণত অবলা বুদ্ধিহীনা বলেই, আপনি তার উপর যথেচ্ছ অবিচার করতে পারেন।

রায়মল। সুতরাং তুমি সেই অবলা বুদ্ধিহীনারই সন্তান, তোমার কর্তব্য হবে লক্ষ্মণের মত অনুজ হয়ে জ্যেষ্ঠের আদেশ প্রতিপালন করা।

জয়মল। এ আপনার অন্যায় পক্ষপাত বিচার।

রায়মল। [সরোষে] জয়মল!

জয়মল। আমি মানবো না আপনার এ অন্যায় আদেশ।

রায়মল। তাহলে দূর হও কুলাঙ্গার, বেরিয়ে যাও চিতোরের ত্রিসীমানা থেকে।

জয়মল। এই আপনার শেষ কথা?

রায়মল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা। তোমাকে চিরদিনের মত চিতোর থেকে নির্বাসন করলুম।

জয়মল। বেশ, তাই যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

রায়মল। শোন নরাধম! কোনদিন যদি চিতোরের মধ্যে

তোমাকে দেখতে পাই, সেইদিনই তোমার উদ্ধত শির চিতোরের মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

জয়মল। না-না, একা আমি আসবো না চিতোরের রাণা। আসবো সেদিন, যেদিন ক্ষমতার বলে চিতোরের সিংহাসন অধিকার করতে পারব।

রায়মল। তার পূর্বে চিতোরবাসী তোমাকে শৃঙ্খলিত করে পর্বতের গুহায় পাথর চাপা দেবে।

জয়মল। তাহলে প্রস্তুত থাকুন মহামান্য চিতোরের রাণা! সেদিন জয়মলই দেখিয়ে দেবে তার শক্তির ওজন। বুঝিয়ে দেবে উত্তরাধিকারের দাবী, শিক্ষা দেবে রাজার পক্ষপাতিত্ব বিচার।

[প্রস্থান।

রায়মল। পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। পিতা!

রায়মল। সর্ব নষ্টের মূল স্রষ্টা তুমি। জয়মল বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিসাবে রাজ্যের দাবী করতে পারে। কিন্তু সঙ্গ তোমার আপন সহোদর ভ্রাতা। উত্তর দাও, কোন স্পর্ধায় তুমি জ্যেষ্ঠের উপরে অস্ত্র তুলেছিলে।

পৃথ্বীরাজ। আমাকে ক্ষমা করুন পিতা।

রায়মল। না-না, ক্ষমা আমি কাউকে করব না। আমার কাছে পুত্র প্রজা সবাই সমান। কোন প্রজা যদি এ রকম রাজদ্রোহিতা করতো, আমি তাকে যা শাস্তি দিতাম, তোমাকেও তার কোন অংশে কম দেবো না।

পৃথ্বীরাজ। পিতা!

রায়মল। উত্তর দাও, সঙ্গ কোথায়?

পৃথ্বীরাজ। আমি জানি না পিতা!

রায়মল। কিন্তু আমি জানি। তোমার অন্যায় অত্যাচারের ভয়ে সে প্রাণ নিয়ে কোথাও পালিয়ে গেছে। তোমার মত ধূর্ত শয়তানের নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘাতে জীবিত আছে কিনা ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাকেও আজ চিতোর থেকে নির্বাসন দিলুম।

পৃথ্বীরাজ। পিতা, আমার অপরাধ—

রায়মল। অমার্জনীয়। লজ্জা হলো না তোমার বড ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে? এই মহত্ব—এই গৌরব নিয়ে তুমি চিতোরের সিংহাসন দাবী কর অপদার্থ? সিংহাসনের দাবী যদি করতে চাও, ভাইয়ের মাথায় খড়্গাঘাত না করে চিতোরের শত্রুদের ধ্বংস করতে পার না? শত্রুদমন করতে যদি না পার, ভাইয়ের রাজ্য কেড়ে নিয়ে রক্ষা করবে কি করে? কাপুরুষের মত শত্রুর পদলেহন করতে লজ্জা করবে না তোমার?

পৃথ্বীরাজ। আমি আজ থেকে শত্রুদমনে মন দেবো পিতা।

রায়মল। সেটা বুঝবো পরে, এখন বেরিয়ে যাও তুমি চিতোর থেকে। যদি শত্রুদমন করতে পারো, বুঝবো তুমি প্রকৃতই বীর।

পৃথ্বীরাজ। শপথ করছি পিতা, শত্রুদমন না করে আমিও আর চিতোরমুখী হবো না।

রায়মল। কিন্তু সাবধান! সতর্ক হয়ে চলো। শত্রু যদি দমন করতে পারো, আর সঙ্গ যদি ফিরে না আসে, চিতোরের সিংহাসনের জন্য সেদিন আমি বিবেচনা করে দেখবো।

পৃথ্বীরাজ। আপনার আদেশ শিরোধার্য পিতা!

রায়মল। আর ভক্তি দেখাতে হবে না, বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে চিতোর থেকে।

পৃথ্বীরাজ। যাচ্ছি পিতা!

রায়মল। শত্রুদমনের পূর্বে চিতোরের ত্রিসীমানার মধ্যে খবরদার প্রবেশ করো না, যাও।

পৃথ্বীরাজ। আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো চিতোরেশ্বর। [প্রস্থানোদ্যত হইয়া স্বগত] কিন্তু সঙ্গ যদি না থাকে, তবে চিতোরের সিংহাসন পেলেও পেতে পারি। নাঃ, সঙ্গকেও সন্ধান রাখতে হবে, সে বেঁচে থাকলে চিতোরের সিংহাসন আমার অদৃষ্টে আকাশ কুসুম, ভাই হলেও সঙ্গ আমার দ্বিতীয় শত্রু।

[প্রস্থান।

রায়মল। সুরজমল!

সুরজ। দাদা!

রায়মল। তুমি কি করেছ?

সুরজ। অন্যায় কিছু করিনে দাদা!

রায়মল। অন্যায় করনি?

সুরজ। চিতোরের ভাবী উত্তরাধিকারীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তবে অন্যায়ই করেছি দাদা!

রায়মল। জানি, তুমি সঙ্গকে রক্ষার জন্য নিজেকে বিপন্ন করেছ, আপ্রাণ চেষ্টাও করেছ, কিন্তু ওদের এত স্পর্ধা দিলে কে?

সুরজ। আমি তো কাউকে স্পর্ধা দিইনি দাদা।

রায়মল। সিদ্ধিকরী যোগিনীর আশ্রমে ওদের নিয়ে গেলে কেন?

সুরজ। ওরা সিংহাসনের জন্য লালায়িত হয়ে সঙ্গের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত স্থির করলে যে, সিদ্ধিকরী যোগিনীর কাছে ভাগ্য গণনা করে সঠিক জেনে নেবে—

রায়মল। যে সিংহাসন কার অদৃষ্টে আছে?

সুরজ। সত্যি দাদা!

রায়মল। কিন্তু তুমি গিয়েছিলে কেন মূর্খ?

সুরজ। আমি তাদের নিরস্ত করেছিলাম।

রায়মল। নিরস্ত করেছিলে—না আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছিলে অপদার্থ?

সুরজ। না দাদা! যোগিনী কি বলেন ওরা সাক্ষী রাখার জন্য সবাই আমাকে সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানিয়েছিল।

রায়মল। আর তোমারও সিংহাসনপ্রাপ্তির যোগটা আছে কিনা একবার সুযোগ বুঝে যাচাইও করে নিলে। কেমন?

সুরজ। [বিস্ময়ে] দাদা!

রায়মল। জানি, মানুষের মন দেবতাও বুঝতে পারে না মানুষ তো ছার! সিংহাসনে যদি তোমার এত লোভ ছিল, বললে তো পারতে।

সুরজ। আমাকে ভুল বোঝ না দাদা!

রায়মল। যত ভুল আমিই করি, আর তোমরা সব সাধুর দল জুটেছ? রাজকুমারদের মধ্যে যদি এতখানি দুরভিসন্ধি ছিল, আমাকে তো জানাতে পারতে।

সুরজ। এমন একটা ঘটবে আমি ভাবতেই পারিনি।

রায়মল। সব বুঝি সুরজমল। আমি তোমাকেও আজ থেকে নির্বাসন দিচ্ছি। যাও, যেখানে পারো কালাতিপাত করো। খবরদার, কোনদিন চিতোরমুখী হয়ো না।

সুরজ। দাদা! অন্যায়ভাবে আমাকে নির্বাসন করো না।

রায়মল। বেরিয়ে যাও, রাণা রায়মল দু'বার আদেশ দেয় না।

[প্রস্থান।

সুরজ। ওঃ। দাদা আমাকেও না বুঝে নির্বাসন দিলে? বেশ, তোমার আদেশ মাথায় নিয়ে আমিও নির্বাসনে গেলুম। জানিনে, অদৃষ্টে কি আছে। ওগো চিতোর জননী! তোর কোলে জন্ম নিয়ে আজ পর্যন্ত তোর ফলে জলে বর্ধিত হয়েছি। কিন্তু তোর সেবার অধিকার আমার হলো না। বলে দে মা—বলে দে, তোর স্নেহ-ধারায় বঞ্চিত হয়ে কি করবো আমি?

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব।— গীত।

তবু বলো জয় চিতোরের জয়!
যদিও তোমারে রাখে বহুদূরে, তবু সে তো পর নয়।
চিতোরের মাটি যতই ভেজাও বক্ষরক্ত ঢেলে,
ভালবাসা যত করো নিবেদন নয়ন অশ্রুজলে;
তবু সে যে সর্বনাশী—সন্তানে দেয় ফাঁসি,
কারও মমতায় বাঁধা সে তো নয়—কভু নয়॥

সুরজ। ভৈরবদা!

ভৈরব। যাও দাদা যাও, এ রাক্ষসী কারও মায়া মমতার ধার ধারে না। যে তাকে বেশী ভালবাসে, ও তারই গলা টিপে ধরে। তবে ভাল যদি বাসতে চাও, ওকে মনের মধ্যে এঁকে নাও।

[প্রস্থান।

সুরজ। তাই ভাল। বিদায় দে, বিদায় দে মা জননী! আশীর্বাদ কর, তোর মায়া যেন ভুলে না যাই। কিন্তু বিনা অপরাধে যে আমাকে বঞ্চিত করলে—না-না-না, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, সব গুলিয়ে যাচ্ছে। [প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্য-পথ।

সনা রায় ও বন্দী সঙ্গের প্রবেশ।

সনা। হোই জোয়ান! ঝটপট চলিয়ে আয়, তুহার গায়ে কি জোর না আছে?

সঙ্গ। অনাহারে থাকলে গায়ের জোর কোথা থেকে আসবে সর্দার?

সনা। ও—হাঁ। তাই তো রে। তু যে ভুখা আছিস, সে তো হামারভি নজর না আছে। লে—লে, সত্যি তু বড় ভুখা আছিস। দোঠো ফল খাইয়ে লে। [বন্ধন মোচন ও লুকানো পুঁটলি হইতে ফল খুলিয়া দিল]

সঙ্গ। ফলটা লুকিয়ে এনেছ কেন সোনা ভাই?

সনা। এত্তো কুলুজিতে তুহার দরকার কি আছে বোল? হামিলোক ফল দিলো, তু খাইয়ে লিবি, ব্যস।

সঙ্গ। তাই-ই ভাল। [ফল খাইতে লাগিল] কিন্তু একটু পরে যাকে হত্যা করবে, তা'কে আদর করে ফল খাওয়ানোর কি দরকার তা তো বুঝলুম না?

সনা। তু সমঝদার না আছে। তু যে হামারে সথ ঝটপট চলতি না পারছে—

সঙ্গ। তাতে কি লাভ আছে সর্দার? দেরী করে হাঁটলেই দু'দণ্ড বেশী বাঁচা যাবে।

সনা। নাঃ, তুকে তো হামি আউর বাঁচতে দিবে না। লে, আশ মিটিয়ে খাইয়ে লে। তারপর হামিলোক এক কোপে তুকে সাবাড় করিয়ে দিবে।

সঙ্গ। তবে আর দেরী করছ কেন সর্দার? খাঁড়া তোল।

সনা। তব লে, তু তৈয়ার হ—

সঙ্গ। [এক হাতে ফল ধরিয়া] তৈরী আমি আছি সর্দার!

সনা। ওকি, ফল খাইলি না যে?

সঙ্গ। পরে খাব।

সনা। হোই জোয়ান! তুহার কি ভয় ডর কুছ মালুম না আছে?

সঙ্গ। কিসের ভয়?

সনা। জানের। মৌতকা ডর নেহি?

সঙ্গ। [হাসিয়া] না।

সনা। হাসছিস যে?

সঙ্গ। কেঁদে কেঁদে মরতে ভাল লাগে না বলে!

সনা। লেকিন তু বড়া আনাড়ি আছিস। আউর তুকে জোঙ্গলমে লেকে কুচ্ছু লাভ হোবে না। লে—খাড়া হ, হামি তুকে এক কোপে খতম করিয়ে দিবে। জয় মা—[খাঁড়া উত্তোলন] একি! ভাগলি না যে? দিলখুশ আছিস কি বলে?

সঙ্গ। তুমি মারতে পারবে না বলে।

সনা। হামি মারতে পারবে না?

সঙ্গ। তাইতো দেখছি। তোমার হাত কাঁপছে, চোখ ছল ছল করছে, অন্তর স্নেহ-করুণায় সিক্ত হয়ে উঠছে।

সনা। তু হামারে কি পাইয়েছিস বল তো?

সঙ্গ। মিতে পেয়েছি।

সনা। মিতে! তু হামারে সাথ মিতে পাতাবি?

সঙ্গ। কেন পাতাব না সর্দার?

সনা। তু ভদ্দোর আছিস, পণ্ডিত আছিস, জ্ঞানী আদমী আছিস, আউর হামি অসৈভ্য জংলী আছে।

সঙ্গ। একই কথা কেন বারবার বলছ মিতে? আমি ভদ্র বলে কি তোমাদের ঘৃণা করছি? ভদ্র বলে তোমাদের চেয়ে কি আমার দুটো হাত একটা মাথা বেশী আছে?

সনা। মিতে!

সঙ্গ। ছোটজাত বলে নিজেকে সঙ্কোচ করে দূরে সরে যেও না ভাই! ভদ্র বলে যদি কিছু আভিজাত্য আছে বলে মনে করে থাকো, তোমারই মহত্বে আজ সব আভিজাত্য নিঃশেষে নির্মূল হয়ে গেছে। এসো—এসো মিতে, ছোটজাত ভদ্রজাতের সব আভিজাত্য দূরে ছুঁড়ে দিয়ে মানুষ হিসেবে তুমি আমি একদেহে লীন হয়ে যাই। [আলিঙ্গন]

ভল্লহাতে ভজুয়ার প্রবেশ।

ভজুয়া। হামি কিন্তুন তুকে আউর বাঁচিয়ে রাখবে না। মর শালা দুষমন। [সঙ্গকে হত্যায় উদ্যত]

মীনা রায়ের প্রবেশ।

মীনা। [ভল্লধারণপূর্বক] ভজুয়া!

ভজুয়া। দেখ—দেখ সর্দার! ওহি লেগে সনাকো হামার বিশোয়াস ছিলো না।

মীনা। সে হামি বুঝিয়েছে।

ভজুয়া। তু হামারে ছোড়িয়ে দে সর্দার! ওহি শালা দুষমনকো হামি আথেরে বাঁচতে দিবে না।

মীনা। তু হুঁস রাখিস ভজুয়া! হামি সর্দার আছে, আউর হামি সবভি দেখিয়েছে। [ভল্ল কাড়িয়া লইয়া] সনা!

সনা। দাদা!

মীনা। জবাব দে, ওহি আদমী বেজাকা লেডকা—হামারে দুষমন আছে, না দেওতা আছে?

সনা। ও আদমী দুষমনভি নেহি আউর দেওতাভি নেহি দাদা।

মীনা। তব কৌন আছে বোল?

সনা। হামারে মিতা আছে দাদা!

মীনা। মিতা আছে! নেহি, কোই ভদ্দোর আদমী হামাদের মিতা না আছে। হামরা ছোটা জংলীজাত। উরা হামাদের মানুষ মাফিক পরোয়া করে নেহি, জানোয়ারকি মাফিক উরা হামাদের বলি দেনেসে মজবুত আছে। যা—যা, ভাগিয়ে যা—তু ভাগিয়ে যা সনা। হামি উহারে কুছুতে বাঁচিয়ে রাখবে না।

সনা। যো হামারে মিতা বলিয়ে ছাতিপর পেয়ার করিয়েছে, হামি উসকো মরতে দিবে না দাদা! আগাড়ি তু হামারি কলিজা-পর হাতিয়ার চালিয়ে দে, দুসরে উকো খতম করিয়ে দিবি।

মীনা। [সরোষে] সনা! হামারে কামের 'পর তু জবর দখল দিখাতে আছিস? এত্তো বড়িয়া তু আছিস? তব তুহি আগাড়ি মর সনা! [হত্যায় উদ্যত]

সন্ন। না-না সর্দার! মিতের কোন দোষ নেই, আমিই ওর

মন ভুলিয়ে দিয়ে তোমার বিশ্বাসে আঘাত দিয়েছি। তুমি তোমার ভাইকে ক্ষমা করো সর্দার, আমাকেই হত্যা কর।

মীনা। হাঁ—হাঁ, তুহি হামার ভাইরে যাদু করিয়েছিস। মর তু দুষমন, জয় মা কালী! [ভল্ল উত্তোলন]

সনা। না দাদা, তু আগাড়ি হামারে খতম কর।

সঙ্গ। না সর্দার, আগে আমাকেই হত্যা কর।

ভজুয়া। হামারে হুকুম দে সর্দার। হামি উহার জান কাড়িয়ে লিবে, আঁখ উপড়ে লিবে।

মীনা। থাম ভজুয়া! হামি ঠিক বিচার করবে। যো আদমী কসুর করবে, হামি তাকে বিলকুল খতম করিয়ে দেবে। বোল দুষমন, তু হামার ভাইকে সাথ মিতা পাতালি কেনো?

সঙ্গ। মানুষই তো মানুষের মিতা সর্দার। একই বিশ্বপিতার সন্তান আমরা, পরস্পর তো আমরা ভাই-ভাই। হত্যা করতে চাও আমাকেই হত্যা কর, কিন্তু মানুষ হয়ে মানুষকে ভালবাসায় আমার কোন দোষ নেই সর্দার।

মীনা। লেকিন তুরা ভদ্দোর আদমী, আউর হামরা জংলী ছোটাজাত—সে খেয়াল আছে?

সঙ্গ। ছোটজাত বলে তো তোমাদের গায়ে লেখা নেই সর্দার! বনে-জঙ্গলে বাস করেছ, ভদ্র সমাজের আগল খুলে কোনদিন লোকালয়ে প্রবেশ করতে পারনি; তাই তোমরা শিক্ষা সভ্যতায় পিছিয়ে আছ। অসভ্যতার গণ্ডি পেরিয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করে দেখ, তোমরাও মানুষ হিসেবে নিকৃষ্ট নও। তোমাদের ছেড়ে ভদ্র সমাজ কখনই চলতে পারে না।

ভজুয়া। উই সব ঝুটাবাত শুনিয়ে কোই কাম নেহি সর্দার।

মীনা। হামি বুঝিয়েছে, তুহি বড়া উস্তাদ আদমী আছিস। তুহাদের লেগে হামাদের কৌনছা কাম আছে যে, হামাদের না হলে তুরা চলতে পারবিনে?

সঙ্গ। বুঝতে পাচ্ছ না সর্দার? "কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার, সবারই রয়েছে কাজ এ বিশ্বমাঝার।"

মীনা। দেখ—দেখ ভজুয়া, হামিলোক ভদ্দোর দেখিয়েছে, লেকিন মানুষ দেখে নাই। আজ তু বল ভদ্দোর! তু রাজা হইয়ে হামাদের আদর করিয়ে বুকে তুলিয়ে লিবি, না শত্তুর ভাবিয়ে বোনে জোঙ্গলে জবাই করবি?

সঙ্গ। রাজ্য আমি পাব কিনা জানি না সর্দার! তবে এটা সত্য জেনো, যদি আমি কোনদিন রাজ্য পাই, সেদিন আমি সর্বাগ্রে তোমাদের আলোকের পথ দেখাব।

মীনা। তব শুন লে মিতে, হামিও তুহারে মিতে রাজা বলিয়ে মাথায় করিয়ে রাখবে। [আলিঙ্গন]

ভজুয়া। তুভি ভুলিয়ে গেলি সর্দার?

সঙ্গ। এখন তবে আসি মিতে! যদি ভাগ্যে থাকে আবার দেখা হবে। যদি কোনদিন তোমাদের বিবাদ ঘটে, আমাকে স্মরণ করো, আমিই সেদিন তোমাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়াবো। [প্রস্থানোদ্যত]

ভজুয়া। হুঁশিয়ার ভদ্দোর! সর্দার তুকে মিতে করতি পারে, লেকিন হামি তুকে ছোড়বে নেহি।

মীনা। ভজুয়া!

ভজুয়া। নেহি—শুনবে নেহি। হামি উহার গর্দান উতার দেবে।

মীনা। তব হামিভি তুহার গর্দান লেবে ভজুয়া

ভজুয়া। যা—যা, গর্দান দেনেকে আগাড়ি ভজুয়া সর্দার উসব ভদ্দোর দুষমনকো সাবাড় করিয়ে ছোড়বে। [ছুরি উত্তোলন]

মীনা। [ছুরি কাড়িয়া লইয়া] পেরনাম কর ভজুয়া, পেরনাম কর। হামি যারে মিতে করিয়েছি, তু তারে দুষমন করবি? সব ভদ্দোর আদমী দুষমন না আছে। লেকিন দেওতাভি মালুম আছে।

সঙ্গ। আমাকে দুষমন ভেবেছ ভজুয়া সর্দার? আমি তো তোমাদের কোন অনিষ্ট করিনি ভাই!

ভজুয়া। রাখ তুহার ঝুটা বাত, মাকালগাছমে কভি আম নেহি হোগা।

সঙ্গ। সর্দার!

ভজুয়া। নেহি তো তু ভদ্দোর আদমী, হামার জোঙ্গল মুল্লুকে তু ঘুষেছিস কেনো? যেত্তো ভদ্দোর আদমী হামারি সাথ মিতালী করিয়েছে, সেভি আদমী অন্তরমে দুষমনকী ছোরি শানিয়েছে, তা হুঁশ রাখিস?

সঙ্গ। রাখি সর্দার, কিন্তু আমি জানি—

ভজুয়া। কি জানিস তু?

সঙ্গ। "জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা"। মানুষের পৃথিবীতে মানুষই আমার ভাই বন্ধু, মানুষকে নিয়েই আমার ঘর। যদি সুযোগ পাই, একদিন আমি তার প্রমাণ দেখাব।

মনা। তু চল মিতে! হামি তুকে জোঙ্গলকে বাহের রাখিয়ে আসবে।

[সঙ্গ সহ প্রস্থান।

ভজুয়া। আচ্ছা; হামিভি একদফে দেখে লিবে।

মীনা। সমঝ লে ভজুয়া! উ হামাদের মিতে রাজা।

ভজুয়া। তুহি উকে পেরনাম দিতে পারিস, লেকিন হামি উহার কলিজার খুন বইয়ে দেবে, তব পানি গিলবে।

মীনা। ভজুয়া!

ভজুয়া। হামার বাপজী বোলিয়ে গেছে, সব ভদ্দোর আদমী ছোটাজাতকী দুষমন আছে।

[প্রস্থান।

মীনা। হামিভি দেখবে, মীনা আদমীকো সাথ যো দুষমনী করবে, মীনালোক উহাদের কসুর করবে না। ওঁহ আশমানকী দেওতা হোনেসে হামাদের শত্তুর—শত্তুর।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

বেদনোরের দুর্গ-প্রাসাদ।

শূরতান সিং ও জয়মলের প্রবেশ।

শূরতান। আমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চেয়ে কেন লজ্জা দিচ্ছ কুমার! তোমার পিতার কাছে আমি অশেষ ঋণী। এ দুর্গপ্রাসাদ তো তোমাদেরই। তিনি আমাকে অনুগ্রহ করে আশ্রয় না দিলে বনে জঙ্গলে পশুর মত বাস করতে হতো।

জয়মল। না-না-না, একথা বলবেন না। পিতা আপনাকে আশ্রয় দিলেও, এখন তো এ প্রাসাদের অধিকারী আপনি।

শূরতান। তা একথা বলতে পার। তিনি আমায় অধিকার দিয়েছেন বলেই আমি অধিকারী। থাকতে চাইছ থাক। তোমার প্রাসাদেই তুমি থাকবে, আমার তাতে আপত্তির কি আছে?

জয়মল। শুধু থাকতে চাইনে। আমি চাই—

শূরতান। বল কি বলতে চাইছ তুমি।

জয়মল। আপনার পুত্রের আসনই আমি পূরণ করব।

শূরতান। বেশ। সে তো আরো আনন্দের কথা।

জয়মল। কিন্তু আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে—

শূরতান। আমার আবার আপত্তি কিসের কুমার?

জয়মল। মানে—যদি আপনি অনুগ্রহ করেন—

শূরতান। আবার কিসের অনুগ্রহ?

জয়মল। যদি আমাকে অযোগ্য মনে না করেন, তাহলে—

শূরতান। তাহলে কি কুমার? যা বলতে চাইছ, নিঃসঙ্কোচে বল।

জয়মল। অর্থাৎ আমাকে যদি যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহলে আপনার কন্যাকে আমার হাতে সমর্পণ করে পুত্রের অধিকার দিন।

শূরতান। এ তো খুব আনন্দের কথা। কিন্তু—

জয়মল। কিন্তুর কি আছে?

শূরতান। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—পাঠানের হাত থেকে যে আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে দেবে, তাকেই আমি কন্যাদান করব। তাছাড়া আমার কন্যারও তাই শপথ।

জয়মল। আমিও শপথ করছি, আপনার হৃতরাজ্য আমি উদ্ধার করে দেবোই।

শূরতান। তাহলে আমার আর কোন আপত্তি নেই কুমার। [নেপথ্যের দিকে] বিজয়, বিজয়—

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। আমাকে ডাকছেন বাবা?

শূরতান। হ্যাঁ—বাবা, আমিই ডেকেছি। তোমার দিদি কোথায় বলতে পার?

বিজয়। শিকারে গেছে। কেন বাবা?

শূরতান। তোমার দিদি এলে তাকে বলো, চিতোরের কনিষ্ঠ কুমার আমার হৃতরাজ্য সাধের টোডাভূমি উদ্ধার করে দেবেন বলে শপথ করেছে।

বিজয়। [সানন্দে] তাই নাকি! তাহলে আমরা আবার টোডায় ফিরে যাব বাবা?

শয়তান। যাবো রে যাবো ; কিন্তু কবে যাব জানিনে। আমার স্বপ্নের স্বর্গ জন্মভূমি টোডার জন্য আমার আহার নিদ্রায় রুচি নেই।

জয়মল। আপনি চিন্তা করবেন না, অচিরে আপনার টোডারাজ্য আমি উদ্ধার করে দেবোই।

শয়তান। সেই আশায় আমি এতকাল দিন গুনছি কুমার! কুমারের সঙ্গে তুমি আলাপ কর বিজয়। আমি কুমারের আতিথ্যের আয়োজন করি।

[প্রস্থান।

বিজয়। আপনার নাম ?

জয়মল। কুমার জয়মল।

বিজয়। আপনি বুঝি খুব বীর ?

জয়মল। কেন, সন্দেহ হচ্ছে ?

বিজয়। না। পাঠান সর্দার মীনা খাঁ খুব বীর কিনা! তার সৈন্য-সামন্তও অনেক. তার সঙ্গে লড়তে হলে—

জয়মল। আমি একা কি করে পারব, এই তো ? কার্যক্ষেত্রে দেখে নেবে। তোমার দিদিও যুদ্ধ করতে জানে বুঝি ?

বিজয়। হুঁ। তা একটু একটু জানে। আপনার মত বিশজনকে জল খাইয়ে দিতে পারে। দিদির বীরত্ব শুনেই বুঝি—

জয়মল। না। বিবাহ হয়ে গেলে, আমি একাই পাঠান সর্দারকে বন্দী করে তোমার বাবার কাছে এনে দেবো।

বিজয়। তা তো হবে না।

জয়মল। কি হবে না ?

বিজয়। আগে রাজ্য উদ্ধার, তারপর বিয়ে।

জয়মল। তোমার বাবাই যে কথা দিয়েছিল।

বিজয়। বাবা তো বিয়ে করছে না। বিয়ে করবে দিদি। দিদির ধনুক ভাঙা পণ। আগে যে রাজ্য উদ্ধার করে এনে দেবে, তাকেই সে মালা দেবে।

জয়মল। তাই নাকি?

বিজয়। দেখুন না। সূর্য ওপারে উঠবে, তবু দিদির কথা নড়বে না।

জয়মল। উত্তম। তবে আগেই রাজ্য উদ্ধার করে দেবো। এখন বিশ্রাম করতে গেলুম। তোমার দিদি এলে ডেকে দিও, বুঝলে?

[প্রস্থান।

বিজয়। আচ্ছা। লোকটা দেখতে রাজকুমার বটে, কিন্তু মনটা তো খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে না।

তারাবাঈয়ের প্রবেশ।

তারা। কাকে ভাল বলে মনে হচ্ছে না বিজয়?

বিজয়। এই যে দিদি!

তারা। কার কথা বলছিলি?

বিজয়। তোর বরের কথা।

তারা। বর?

বিজয়। চোখ কপালে তুললি যে? মনে লাগলো না বুঝি?

তারা। কে সে?

বিজয়। চিতোরের রাজকুমার।

তারা। তাঁকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা বলেছিলি?

বিজয়। বলিনি আবার! বাবাও বলেছেন, আমিও বলেছি।

তারা। সে কি বললে?

বিজয়। বললে বিয়ের পরে একাই সে পাঠান সর্দারকে বেঁধে এনে বাবার কাছে হাজির করবে।

তারা। তাই নাকি? মস্তবড় বীর বুঝি, না? দেখতে কেমন রে?

বিজয়।—

গীত।

দেখতে যেন কোলা ব্যাং,
নাদুস নুদুস দুটো ঠ্যাং,
চোখ দুটো তার ভাঁটার মত এদিক ওদিক চায়!
সাঁঝের বেলায় হক্কুরে,
আওয়াজ যেন কুকুরে,
নোলা বেয়ে ঝরছে লালা যেন কি আশায়।
ও দিদি তুই ফুল পেড়ে,
মালা গেঁথে রাখ ঘরে,
এলো বলে রাজ্যিখানা তোর পায়ের তলায়॥

তারা। যা—যাঃ, ফাজলামো করিসনে। কে কতবড় বীরপুরুষ কাজেই দেখা যাবে।

বিজয়। তুই আয়, আমি তাকে তোর কাছেই ডেকে দেবো যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

তারা। এই রূপ। এই রূপের জন্য পাগল হয়ে ছুটে আসছে কত রাজকুমার, কিন্তু প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সবাই বিফলমনোরথ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এরাই আবার বীর বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু

বীরত্বের পরিচয় দিতে পারে না। এইসব বীরদের বেচে না থেকে গলায় দড়ি দেওয়াই উচিত ছিল।

ব্যস্তভাবে তরলার প্রবেশ।

তরলা। ও দিদিমণি! ভাবছ কি গো! তাড়াতাড়ি এস।

তারা। কেন, হয়েছে কি?

তরলা। মরেছে আবার কে বলছে? বর এয়েছে গো—বর।

তারা। [চোখ কপালে তুলিয়া] বর! বর আবার কোন বন থেকে এলো?

তরলা। মন উঠলো না কি বলছ? তুমিই তো রাজী হওনি।

তারা। তাহলে তুই না হয় এবার রাজী হয়ে পড়।

তরলা। ওমা, তুমি এতক্ষণ দেখনি? ওই বাগানে বেড়াচ্ছে যে!

তারা। কলাবাগানে কলা খাচ্ছে নাকি?

তরলা। কানমলা দেবে? বরকে? না-না দিদিমণি, তুমি আর এমন কাজ করো না। কত রাজকুমার এলো, কাউকেই তোমার পসন্দ হলো না। নাও, তুমি চটপট এস।

তারা। কেন বল তো? তুই এত হাঁফিয়ে উঠেছিস কেন?

তরলা। সত্যি দিদিমণি, একখানা ছেলের মত ছেলে বটে! যেমন সুপুরুষ, তেমন বীর। আবার কেউ-কেটা নয়, স্বয়ং চিতোরের রাজকুমার।

তারা। তবে আর কি! শুনে আনান্দিত হলুম।

তরলা। হলুম-টলুম বলে গালমন্দি দিও না। সত্যিই লোকটা

বীরের মত বীর। বললে, একদিনেই তোমাদের রাজ্যি উদ্ধার করে এনে দেবে।

তারা। যা-যা, হাতী ঘোড়া গেল তল, আর এক ফোঁটা ফড়িং বলে গাঙে কত জল।

তরলা। ভাং খেয়ে বল বেঁধেছে কে বললে গো? চিতোরের রাজপুত্তুর কত যুদ্ধ জয় করেছে তার হিসেব রাখ?

তারা। তুই বুঝি হিসেব রেখেছিস? অস্ত্র ধরতে জানে কিনা কখনো দেখেছিস?

তরলা। তোমার তো পসন্দই হবে না গো। সে আমি জানি, দিনরাত ঘোড়ায় চড়ে শিকার করে বেড়াও বলে সবাই কি তোমার মতন আনাড়ি? তেমন লোকের হাতে পড়লে তোমার ওই বীরত্বপনা কোথায় থেকে যাবে তা বলে দিচ্ছি।

তারা। [ধমকাইয়া] তরলা!

তরলা। যাও—যাও, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও সে ধান ভাঙ্গে। মেয়েছেলের অত ভড়ং ভাল নয় বাপু।

তারা। [কানের কাছে জোরে] আমার শপথের কথা বলেছিস?

তরলা। [হাসিয়া] তা আবার বলিনি! সেও তো শপথ করলে পাঠানকে পাঁঠাকাটা করবে। রাজ্যি তোমার এনে দেবে—দেবে—দেবে। এসো দিদিমণি, চটপট সেজে পড়।

তারা। আগে আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করুক, তারপর অন্য কথা। এখন যদি সাজবার ঝোঁক থাকে তো তুই সাজবি যা।

তরলা। আমি আবার নাচব কিগো। কানে শুনতে পাওনি? কালা নাকি?

তারা। তোর ঢং দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। বর

এসেছে তো কি হয়েছে! তার জন্য এত দাপাদাপি কেন? আগে রাজ্যটা উদ্ধার করে আসুক, তবেই বুঝব বীর; তার আগে নয়।

[প্রস্থান।

তরলা। ওমা! ঢংয়ের বালাই নিয়ে মরি। প্রেমে পড়লে রাজার ঝি, সাত বদ্যি তার করবে কি! একটিবার দেখলেই মাথা যদি ঘুরে না যায় তো আমি সাত ঘড়া জল খেয়েছি। হুঁ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিরোহী-রাজপ্রাসাদ।

সুরাপানোন্মত্ত ভূপতি রায়ের প্রবেশ।

ভূপতি। কই রে বাবা, কাউকে তো দেখছিনে। বিলকুল ফাঁকা! ঘর ছেড়ে পালালো নাকি? আমি এখন থাকি কি করে, এঁ্যা! দু'ঘা না ধরিয়ে দিলে যে ঘুমই হবে না বাবা! [সুরাপান] বাবা, বেশ মজাসে আছি। রাজ্য? চুলোয় যাক। রাতদিন খালি ঘেঁচাঘেচি। রাজা হয়েছি, দু'দণ্ড আমোদ স্ফূর্তি করবো না তো করবো কি? খালি উঠতে বসতে রাজকাজ! [পুনঃ সুরাপান] আঃ! [ঢেঁকুর তুলিল]

কমলার প্রবেশ।

কমলা। তবু তুমি সুরাপান করে এখানে মাতলামো করতে এসেছ? সুরা ছাড়বে, না—

ভূপতি। ছাড়বো কি—এঁ্যা? আরও বেশ করে জড়িয়ে ধরবো। তোমার চেয়ে আমার সুরাকে খুব ভালবাসি, বুঝেছ?

কমলা। তা বাসবে না? সেই তো তোমায় স্বর্গে নিয়ে যাবে।

ভূপতি। মাইরি বলছি, বেশ সুখে আছি। তোমাকে আমি বিয়ে করেছি বটে, কিন্তু এরকম আনন্দ তুমি দিতে পার না। এ জানলে কোন শালা তোমায় বিয়ে করতো।

কমলা। তবে করেছিলে কেন? লজ্জা-সরম বলে তো তোমার কিছু নেই। তুমি না রাজা—চিতোর রাণার জামাতা?

ভূপতি। আঃ! থামো—থামো। জামাতা কি আমি সাধে হয়ে তোমাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলুম? এ শুধু আমার বাবার বোকামি। তোমার বাবা এসে আমার বাবাকে নেহাৎ হাতে-পায়ে ধরে পড়েই থাকলো, বুঝেছ? তাই অনুগ্রহ করে তোমার মত একটা হেঁজি-পেঁজিকে এনে গলায় জুটিয়ে দিলে।

কমলা। কি বললে! আমি একটা হেঁজি-পেঁজি! আমার বাবা তোমার বাবার হাতে-পায়ে ধরলে? আমার বাবার সম্বন্ধে কথা বল—এতবড় বুকের পাটা তোমার?

ভূপতি। হবে না কেন? কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার করে দিয়েছি অনুগ্রহ করে, বুঝেছ?

কমলা। সাবধান! মুখ সামলে কথা বল। চিতোরের রাণাকে চেন না! তুমি একটা সামন্তরাজার ছেলে। তিনি যে তোমাকে কন্যাদান করেছেন অনুগ্রহ করে, এ তোমার সাতপুরুষের সৌভাগ্য।

ভূপতি। বড় তেলিয়ে উঠেছ যে। আমার পুরুষ তুলে কথা বল, এতবড় মুখ তোমার? [চাবুক প্রহার] এবার থেকে তোমাকে আমি আর রাণী করবো না, দাসীই করব। [পুনঃপুনঃ চাবুক প্রহার] ছোটমুখে বড় কথা।

কমলা। কি! আমাকে তুমি চাবুক মারছ? আমার বাবা তোমার কাছে এতই নিকৃষ্ট? তোমার এ চাবুক পেটার শোধ আমি যদি না তুলেছি তো বৃথাই আমি চিতোরের রাজকন্যা।

ভূপতি। চুপ শয়তানি! [পুনঃ চাবুক প্রহারে উদ্যত]

কমলা। [চাবুক ধরিয়া] আবার যদি চাবুক মারতে সাহস কর,

জেনো—সেই চাবুক তোমারই পিঠে পড়বে। লজ্জা করে না তোমার, রাজা হয়ে রাতদিন সুরা আর নর্তকীদের নিয়ে বিভোর হয়ে থাকতে?

ভূপতি। বেশ করেছি। আমি রাজা, যা খুশী তাই করবো। তোমার বাবার দৌলতে আমি সুরাপানও করিনি, নর্তকীও রাখিনি, বুঝেছ?

কমলা। আচ্ছা, আমিও যদি চিতোরের রাজকন্যা হই, তোমার ভীমরতি আমি ভাঙবোই। এখনি খবর পাঠাচ্ছি আমার বাবার কাছে। আমার ভাই এলে তোমার বিষদাঁত ভাঙবে।

জয়মলের প্রবেশ।

জয়মল। খবর আর পাঠাতে হবে না কমলা, আমি নিজেই এসেছি।

কমলা। দেখেছ ছোড়দা! আমাকে রাতদিন কেমন চাবুক প্রহার কচ্ছে? একটা রাজ্যের রাজা হয়ে রাতদিন নেশাখোরের মত সুরাপান করবে, নর্তকী নিয়ে চলাচলি করবে; ঘরে এসে মাতলামী করে আমার ওপর অষ্টপ্রহর চাবুক প্রহার করবে। এই কি রাজরাণীর মর্যাদা? তার চেয়ে কেন আমাকে কেটে নদীতে না ভাসিয়ে দিতে এমন একটা অপদার্থের হাতে তুলে দিয়েছ তোমরা?

জয়মল। আচ্ছা—আচ্ছা, তুই ভেতরে যা, আমি সবই বুঝবো এখন।

কমলা। হয় তোমরা এর বিহিত ব্যবস্থা করো, না হয় আমি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যাই করবো।

ভূপতি। [ভীত হইয়া সংযতভাবে] যাও, যাও রাণী! ভাই এসেছে, তার আদর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কর। আমি সব দোষ মেনে নিচ্ছি। বুঝেছ, তোমাকে আমি খুব ভালবাসি বলেই শাসন করি।

কমলা। এখন নরম হয়ে গেলে কেন? আবার চাবুক মারবে না?

জয়মল। আঃ—কমলা!

কমলা। এত অত্যাচার রাজরাণী হয়ে আমি আর সহ্য করতে পারব না ছোড়দা! তোমাদের যদি কিছু কর্তব্য থাকে তো করো। আমি আর পারিনে।

[প্রস্থান।

জয়মল। কি হয়েছে শিরোহীরাজ?

ভূপতি। [ভয়ে ভয়ে] কিছু না—কিছু না। সব সময় রাজ-কার্যে ব্যস্ত থাকি, তোমার বোনের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে সময় পাইনে, তাই উনি একটু গরম হয়ে গেছেন।

জয়মল। বুঝেছি। আমি সবই ভুলে যাব, যদি আমাকে তুমি সাহায্য কর। তোমার যত দোষ থাকুক না কেন, ওসবে আমি কানই দেবো না।

ভূপতি। [স্বস্তিতে] নিশ্চয়ই সাহায্য করব। তোমাকে আমি সাহায্য করব না? সম্বন্ধীই বান্ধবশ্রেষ্ঠ। তোমার জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি। কি সাহায্য চাই বল? অর্থ-সম্পদ সৈন্য-সামন্ত যা চাইবে, তোমাকে আমার অদেয় কিছু থাকবে না দাদা!

জয়মল। তবে শোন, সঙ্গকে সিংহাসন দেওয়ার জন্য আমি আপত্তি করতেই পিতা আমাকে নির্বাসন দিয়েছেন।

ভূপতি। কি সর্বনাশ! নির্বাসন দিয়েছেন? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! পিতা

হয়ে তাঁর এতখানি পক্ষপাত বিচার! তুমি এতক্ষণ সহ্য করছ কি বলে? সৈন্য-সামন্ত সাহায্য চাই তো? সে আমি দেবোই।

জয়মল। শুধু তাই নয়, আরও আছে।

ভূপতি। তাই নাকি? এতখানি অন্যায়?

জয়মল। শোন ভাই! বান্ধবের মধ্যে একমাত্র তুমিই আমার সহায়, অনেক চিন্তা করেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমি জানি, তোমার কাছে আমি যুক্তি পরামর্শ মনের মত পাব।

ভূপতি। সবই পাবে দাদা, সবই পাবে। আমি তো বলেছি, তোমার জন্য যদি আমার রাজ্যখানাও উজোড় হয়ে যায়, তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করব না।

জয়মল। সে বিশ্বাস আমারও আছে, তাই ভরসা করে ছুটে এসেছি। এখন তুমিই আমার পরিচালক হয়ে যুক্তি পরামর্শ দিও।

ভূপতি। দেবো—দেবো, সবই দেবো। এখন তুমি যখন এসেছ, একটু বিশ্রাম গ্রহণ কর। তারপর ঠাণ্ডা মনে সব কিছু বলবে আমি শুনব। যা বিহিত দরকার তা করা যাবে।

জয়মল। না বন্ধু, আমার বিশ্রামের আর প্রয়োজন হবে না।

ভূপতি। তা কি হয় বন্ধু? সেই কোন চিতোর থেকে এখানে ছুটে এসেছ, একটু অন্তত আনন্দ উপভোগ কর। তাতে বিশ্রামও হবে, আর মনটাও জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি সেই ব্যবস্থাই করছি। কই গো সুন্দরীরা—

জয়মল। থাক, আর নর্তকীদের ডাকতে হবে না। আমি যে কাজের জন্য এসেছি, যদি দয়া করে তা থেকে উদ্ধার করতে পারো, খুবই উপকৃত হবো।

ভূপতি। বল দা বল, কি করতে হবে তোমার জন্য।

জয়মল। পিতার কাছে নির্বাসিত হয়ে আমি এখন আশ্রয় নিয়েছি আমাদেরই আশ্রিত রায় শূরতান সিংহের কাছে।

ভূপতি। বেশ তো, তাহলে তিনিও সাহায্য করবেন?

জয়মল। আগে শোন, শূরতান সিংহের কন্যা তারাবাঈয়ের নাম শুনেছ?

ভূপতি। ওঃ, সে তো খাসা সুন্দরী। কিন্তু তার তো প্রতিজ্ঞা আছে, যে তার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে দেবে, তাকেই সে বিয়ে করবে।

জয়মল। কথাটা ঠিক। আমাকেও এই কথাই বললে। এখন কি করে সম্ভব তাই বল। পাঠানের সৈন্য-সংখ্যাও তো কম নেই।

ভূপতি। বুঝেছি। এখন যুদ্ধও করব না, অথচ কৌশলে কার্যোদ্ধার চাই—কেমন?

জয়মল। তুমি সমঝদার লোক, ঠিকই ধরেছ। পরের রাজ্য উদ্ধার করতে এতবড় ঝুঁকি নিয়ে গেলে যদি জীবন চলে যায়, তখন কি তারাবাঈ আমার জন্য হা-হুতাশ করবে?

ভূপতি। কক্ষনো নয়। তার চেয়ে এক কাজ কর। তারা-বাঈকে কৌশলে বা ছলে বলে হরণ কর।

জয়মল। কিন্তু হরণ করে নিয়ে কোথায় রাখবো?

ভূপতি। সেকি! আমার প্রাসাদেই নিয়ে এসো। এতবড় প্রাসাদ রয়েছে, তোমাদের জন্য অর্ধেকটা ছেড়ে দেবো। [স্বগত] তারপর সুযোগ বুঝে ওকে সরিয়ে দিলেই তারাবাঈ হবে আমার।

জয়মল। এছাড়া যদি আর একটা কাজ করা যায়?

ভূপতি। বল।

জয়মল। গভীর রাতে যখন শূরতান সিংহ ঘুমিয়ে পড়বে,

অতর্কিত আক্রমণে তাকে হত্যা করে যদি তারাবাঈকে করায়ত্ত করতে পারি ?

ভূপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! উত্তম প্রস্তাব। এমন সুযোগ ছেড়ে তুমি এতক্ষণ অপেক্ষা করছ কি বলে ? শোন, ছলে বলে যে-কোন কৌশলে কাজ হাসিল করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।

জয়মল। তাহলে এইটিই ঠিক ?

ভূপতি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইটিই উপযুক্ত। তবে সে বাড়িতে তোমার কিছুদিন অবস্থান করা ভাল নয়। তারাবাঈকে দিন কয়েকের জন্য এখানে সরিয়ে নিয়ে এস, বিবাহের আয়োজনটা আমি এইখানেই করে দেবো। তারপর একদিন শুভক্ষণে দুজনেই চলে যাবে।

জয়মল। তাহলে আমাকে একটু সাহায্য কর। আমি অতর্কিতে কাজ শেষ করব, তুমি বাইরে অপেক্ষা করবে।

ভূপতি। তাতে আমার মোটেই আপত্তি নেই !

জয়মল। তাহলে আজই ?

ভূপতি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখনই। শুভস্য শীঘ্রং। চল, দুর্গা দুর্গা বলে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।

জয়মল। তুমিও সঙ্গে যাবে তো ?

ভূপতি। নিশ্চয়ই যাবো। এখন তুমি যাও দেখি, তোমার বোনের সঙ্গে দেখা করে আপ্যায়নী গ্রহণ করে এস। নইলে তিনি যেমন আমার ওপর খড়্গহস্তা, পাছে আবার ভাইয়ের কাছে রণচণ্ডী রূপ ধারণ না করেন।

জয়মল। আচ্ছা, তুমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

ভূপতি। [ক্রুরহাস্যে] হাঃ-হাঃ-হাঃ। এক দাবায় দুটো জিত।

একদিকে সাহায্যের অভিনয়ে মুখরক্ষা হলো, অন্য দিকে তারাবাঈকে যদি একবার রাজপ্রাসাদে আনতে পারি—হাঃ-হাঃ-হাঃ! তারপর দেখব, তারাবাঈকে কে পায়? জয়মল, না শিরোহীরাজ ভূপতি রায়। এগিয়ে যাও জয়মল, যদি তারাবাঈকে আনতে পারো, হাতে সোনার জল দেবো। আর মৃত্যু যদি হয়, সে তোমারই অদৃষ্টের লেখা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

প্রজাপতি শর্মার প্রবেশ।

প্রজাপতি। এত হাসছেন কেন মশাই? সংসারী হতে চান তো বলুন। সংসারী যদি না হয়েছেন তো জীবনটা একদম ষোল আনাই মাটি হয়ে গেছে।

ভূপতি। তুমি আবার কে?

প্রজাপতি। আমাকে চেনেন না? হেঃ-হেঃ-হেঃ! আমি প্রজাপতি শর্মা, ওরফে ঘটক ঠাকুরও বলতে পারেন। আমি না হলে কারও চলবার উপায় নেই, জানেন কিনা! ধনী-দরিদ্র রাজা-প্রজা, এমনকি যে দিনান্তে একবেলা মাত্র আহার জোটাতে সক্ষম, তারও আমাকে দরকার হয়।

ভূপতি। তুমি কি কর ঘটক ঠাকুর?

প্রজাপতি। বললাম তো, আমি না হলে কারও চলে না। প্রথমে সন্ধান দেওয়া, দ্বিতীয়ে কথাবার্তা আদান-প্রদান করা, তৃতীয়ে দেখাদেখি, চতুর্থে কথা পাকাপাকি, পঞ্চমে এ বাড়ি থেকে ও বাড়িতে হাজির করে দেওয়া, ষষ্ঠে মালা বদল, সপ্তমে জোড়াটি স্বগৃহে গচ্ছিত করিয়ে দেওয়া। জানেন কিনা!

ভূপতি। কিন্তু কাজটা তোমার কি তা তো বুঝলাম না হে?

প্রজাপতি। বুঝতে পাচ্ছেন না? হেঃ-হেঃ-হেঃ! সাধু ভাষায় যাকে বলে নির্বন্ধ, আর চলতি কথায় বলে ঘটকালি।

ভূপতি। ও, তাই বল।

প্রজাপতি। যদি আপনাদের কারও দরকার থাকে তো বলুন।

ভূপতি। নাঃ, এখানে তেমন কোন—

প্রজাপতি। আছে মশাই, আছে। না বললে হবে কেন? আপনি কি অবিবাহিত? বলুন কি রকম পাত্রী চান? অপূর্ব সুন্দরী, গৌরাঙ্গী, শ্যামাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, মোটাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, জানেন কিনা। যে রকম চান, আমি করে দিতে পারি।

ভূপতি। তুমি তাহলে খুব বাহাদুর লোক তো!

প্রজাপতি। তা ছাড়া অপূর্ব বুদ্ধিমতী, গৃহকর্মে সুনিপুণা, সূচী-শিল্পে পারদর্শিনী, সুরসিকা, সুগায়িকা, সুনাচিকা, সুপাচিকা—যে রকম আপনার পছন্দ হবে, সবই আমার হাতে আছে—জানেন কিনা!

ভূপতি। জানা তো দূরের কথা, শুনেই যে আমার ইচ্ছে হচ্ছে।

প্রজাপতি। [খাতা খুলিয়া] নিশ্চয়ই হবে। এই দেখুন। বললে বিশ্বাস করবেন না। হয়তো মনে করবেন আমি ফক্কড়ি করছি। এই দেখে নিন। এক থেকে পাঁচশো সাতাশ পর্য্যন্ত সংখ্যা আছে, জানেন কিনা!

ভূপতি। এতগুলো নিয়ে তুমি কি দোকান সাজিয়েছ নাকি?

প্রজাপতি। গালমন্দ দেবেন না। এইতো আমার কাজ, জানেন কিনা! ভদ্রাভদ্র সবার কাছে আমাকে যেতে হয়, বকুনি-ঝকুনিও কম খেতে হয় না। তা বলে আমি রাগ করিনে মশায়—জানেন কিনা!

ভূপতি। জানলেও আমার মধুমুখী রাণীকে ডেকে একবার জিজ্ঞেস করতে হয়, বুঝেছ?

প্রজাপতি। রাণী আছেন তো আছেন, তাতে আর কি হয়েছে? বিয়ের বয়স তো এখন পেরোয় না। এমনকি, যদি কারও চুল পেকে গিয়ে থাকে, জানেন কিনা—সে অনুপাতে আমার খাতার মধ্যেও আছে।

ভূপতি। আচ্ছা, তুমি এখন যাও, পরে আহ্বান করব।

প্রজাপতি। আচ্ছা তাহলে এখন যাচ্ছি হুজুর! দরকার থাকলে দয়া করে ডাকবেন। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। আমি সব ঠিক করে দেবো—জানেন কিনা! নমস্কার হুজুর, নমস্কার।

[প্রস্থান।

ভূপতি। না বাবা, বিয়ের যা সুখ—ঘাড়ে উঠলে আর সহজে নামতে চায় না। তার চেয়ে এমনি যদি জুটে সেইই ভাল। যখন খুশী বিদেয় করা যাবে।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুরজগড়ের রাজপ্রসাদ।

সারংদেব ও সুরজমলের প্রবেশ।

সারংদেব। তারপর কি হলো সুরজমল?

সুরজ। অস্ত্র খুলে প্রথমেই পৃথ্বীরাজ আক্রমণ করলে সঙ্গকে। পৃথ্বীরাজের পক্ষ নিলে জয়মল। সঙ্গ আহত হয়ে পৃথ্বীরাজকে প্রত্যাঘাত না করে পালিয়ে গেল প্রাণ নিয়ে, আর জয়মল তার পিছু নিলে।

সারংদেব। আর তুমি?

সুরজ। আমি সঙ্গকে রক্ষার জন্য প্রাণপণে পৃথ্বীরাজকে বাধা দিলুম। সঙ্গের কি হলো জানিনে, আমরা তিনজনেই অজ্ঞান অবস্থায় রাজধানীতে আনীত হলুম।

সারংদেব। সব বুঝলুম, কিন্তু তোমার নির্বাসনের প্রশ্ন কি?

সুরজ। আমার অপরাধের মধ্যে—

সারংদেব। চিতোরকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছ, আর দাদাকে দিয়েছ লক্ষ্মণের মত ভক্তি, এই তো?

সুরজ। তবু দাদা যখন আমাকে নির্বাসন দিলেন, আমি অবনতমস্তকে তাঁর নির্দেশ মেনে নিয়েছি।

সারংদেব। তা তো নেবে! এ ছাড়া তোমার আর গত্যন্তর কি বল? তোমার তো আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, বাহুতে শক্তিও নেই; মন তোমার অসাড় নিস্তেজ পঙ্গু হয়ে গেছে।

সুরজ। আমাকে আপনি কি করতে বলেন?

সারংদেব। বলছি না কিছুই। তোমার মধ্যে ধারও নেই, আধারও নেই।

সুরজ। আপনি যে কি বলছেন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

সারংদেব। বুঝতে পারবেও না কোনদিন। তুমি তো মানুষ নও—একটা দ্বিপদ জন্তু।

সুরজ। [বিস্ময়ে] পিতৃব্য।

সারংদেব। ভুজঙ্গকে বাঁচতে হলে নির্বিষ হলে চলে না সুরজমল। তুমি একটি নির্বিষ ভুজঙ্গ। মানুষ হযে বাচতে হলে অত উদার সাজলে মানুষেব পৃথিবীতে কোনদিন মাথা তুলতে পারবেও না।

সুরজ। আপনাব আশ্রয় নিয়েছি বলে দুটো খাবারও কি দিতে পারবেন না?

সারংদেব। জন্তু-জানোযারও তে খেয়ে বেঁচে আছে, কিন্তু সে বাঁচায় কি পৌরুষ আছে বল?

সুরজ। কি লাভ আমার পৌরুষে?

সারংদেব। নিজেকে মানুষ বলে যদি প্রতিষ্ঠা করতে না পাবো, সেভাবে বেঁচে থাকার কি মূল্য আছে সুরজমল?

সুরজ। প্রতিষ্ঠা করতে তো চেয়েছিলুম. তাই প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলুম আমার স্বর্গসমা জন্মভূমি চিতোরকে।

সারংদেব। সেই চিতোর তোমার সে ভালবাসার কোন প্রতিদান দিতে পেরেছে?

সুরজ। দাদাকে দিয়েছিলুম অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

সারংদেব। সেই দাদাই তোমাকে আজ বিনা অপরাধে অন্যায় বিচারে করলে নির্বাসন।

সুরজ। শুধু আমাকে কেন, তাঁর পুত্রদেরও তো দিয়েছেন।

সারংদেব। তাদের অমার্জনীয় অপরাধ ছিল। কিন্তু তোমার নির্বাসন হলো কোন অপরাধে?

সুরজ। তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের দণ্ডমুণ্ডের মালিক, তাঁর বিচারে হয়তো আমার নিশ্চয়ই কোন অপরাধ ছিল।

সারংদেব। হ্যাঁ-হ্যাঁ, অপরাধ ছিল বৈকি। অপরাধ তুমি তার ভাই। অপরাধ তুমি চিতোরকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছ।

সুরজ। তিনিও তো ভালবেসেছেন।

সারংদেব। তুমি একটি অন্ধ, তাই বুঝতে পারছ না মূর্খ, তোমার ওই ভালবাসার পশ্চাতে আছে তোমার দাদার মসীলিপ্ত ভবিষ্যত। যদি কোনদিন চিতোরবাসী তোমাকে রাণার সম্মান দিয়ে ফেলে, তখন তার আর সন্তানদের ভবিষ্যত কি হবে—সে বুদ্ধি তার আছে।

সুরজ। আপনি তাহলে মনে করেন, দাদাই ষড়যন্ত্র করে আমাকে নির্বাসন দিয়েছেন?

সারংদেব। তোমার মত হস্তিমূর্খের বোঝবার বুদ্ধি যদি না থাকে, আমি গায়ে পড়ে কেন বলতে যাব?

সুরজ। কিন্তু আপনি কি বলতে চান, দাদা সত্যসত্যই আমাকে ঘৃণা করেছেন?

সারংদেব। [ক্রুর হাসিয়া] সুরজমল! মানুষ চিরদিনই মানুষকে ঘৃণা করে এসেছ। স্বজাতি হিংসা করে এসেছে জ্ঞাতিকে। উচ্চ শ্রেণীর মানুষ চিরদিন ঘৃণা করে এসেছে নিম্নশ্রেণীর মানুষকে। আর দাদা ঘৃণা করেছে ভাইকে, এ আর বিচিত্র কি।

সুরজ। তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন?

সারংদেব। আমি বলব আর তুমি করবে? কেন, তোমার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, বুদ্ধিবিচার নেই?

সুরজ। পিতৃব্য।

সারংদেব। তবে শোন। অন্তরের ঘুমন্ত সিংহকে জাগিয়ে তোল, অন্যায় অবিচার পক্ষপাতিত্ব স্বার্থপরতার গলা টিপে ধর। নিজের অধিকার কড়ায় গণ্ডায় জোর করে আদায় করে নাও।

সুরজ। কিন্তু

সারংদেব। কোন চিন্তা নেই। ওঠো—জাগো, দেখতে পাবে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী প্রসারিত হস্তে তোমারই গলায় বিজয়মাল্য পরিয়ে দিতে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরজ। কি করতে বলেন তাহলে?

সারংদেব। বিদ্রোহ কর।

সুরজ। কিন্তু আমি যে একা?

সারংদেব। আগ্রহ থাকলে লোকের অভাব হবে না।

সুরজ। আপনি তবে আমাকে সাহায্য করবেন তো?

সারংদেব। আমি কি তাহলে অসার গর্জন করছি?

সুরজ। কিন্তু রাণার সৈন্যসংখ্যা অনেক। সেই উন্মত্ত প্রবাহের মুখে আমরা হয়তো তৃণখণ্ডের মত ভেসেই যাব।

সারংদেব। এত ভীরু তুমি?

সুরজ। শুধু আপনার আমার দ্বারাই কি সম্ভব?

সারংদেব। সবই সম্ভব। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর বানরবাহিনী নিয়ে সমুদ্র বন্ধন করে লঙ্কায় গিয়েছিলেন। আর তুমি আমি একটা পাহাড়ও ডিঙোতে পারবো না?

সুরজ। বেশ, তাই হবে। হয় জয়, নয় মৃত্যু।

সারংদেব। যাও। সুস্থ চিত্তে চিন্তা কর। তোমার ভবিষ্যত তুমিই গড়বে, অন্য কেউ দিতে পারবে না।

সুবজ। আচ্ছা, তাই যাচ্ছি; ভেবে দেখব। [প্রস্থানোদ্যত হইয়া আপন মনে] সত্যিই কি দাদা আমার প্রতি বিরূপ হয়ে আমাকে নির্বাসন দিয়েছেন? না-না, আমি যে কিছুই ভাবতে পারছিনে। আমার যে সবই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। অদৃষ্ট! তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।

[প্রস্থান।

সারংদেব। মূর্খ রাণা, ঘরের ঢেঁকিকে কুমীর করে ছেড়ে দিয়েছ, এর সাজা তোমাকে পেতেই হবে। আমার প্রতি তোমার যে ব্যবহার, সে আমি ভুলিনি রাণা। রাবণের মৃত্যুবাণ হনুমান চুরি করেনি, করেছিল বিভীষণ। কিন্তু তুমিও সাবধান! সুরজমলকে দিয়ে তোমার সিংহাসনে আগুন ধরাবো। তোমার পতন আমি বহুদিন থেকে কামনা করছি, কিন্তু আজ তার পূর্ণ সুযোগ এসেছে। সুরজমলকেও হয়তো একদিন অগাধ সলিলে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। তখন দেখব, চিতোরের সিংহাসন কার অদৃষ্টে আছে।

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। —

গীত।

ও যে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল,
কাঁটা দিয়ে তুললে কাঁটা ভাঙলে কাঁটা বাজবে শেল।
দিনের ঘুমে স্বপন দেখা সে তো বড় মর্মব্যথা,
আকাশ থেকে ঝরবে কুসুম এ তো শুধু গল্পকথা;

এ পৃথিবী সৃষ্টি করে,
বিধি দিলেন মানুষেরে,
সেই তো মানুষ, যে সইতে পারে রাবণেরই শক্তিশেল।

সারংদেব। কে তুমি?

ভৈরব। প্রচারক।

সারংদেব। কিসের প্রচারক?

ভৈরব। মায়ের সৃষ্টির উপরে যখন মানুষের তাণ্ডব সৃষ্টি হয়, তখনই মায়ের বাণী মানুষের কানে কানে পৌঁছে দিতে হবে—এই তার নির্দেশ। তাই মায়ের বাণী প্রচার করি, আর ভিক্ষা করে মায়ের অর্চনারও ব্যবস্থা করি।

সারংদেব। যাও, অপেক্ষা করো। যদি আমার মনস্কামনা মায়ের দয়ায় পূরণ হয়, আমি তাঁর চার-গুণ অর্চনার খরচ বাড়িয়ে দেবো।

ভৈরব। আচ্ছা, সে মায়ের দয়া।

[প্রস্থান।

সারংদেব। এই অপূর্ব সুযোগ যে সদ্ব্যবহার করতে জানে, সেই তো মানুষ। সুরজমলকে দিয়ে বহুদিনের পুঞ্জীভূত আসল অভিযান সুরু করতে হবে। ব্যর্থ করে দিতে হবে রাণা রায়মলের সুখের স্বপ্ন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

বেদনোরের দুর্গ প্রাসাদ।

তারাবাঈ ও তরলার প্রবেশ।

তারা। তরলা! তোর সে বরটি গেল কোথা, উড়ে গেল নাকি?

তরলা। ঘর? কার ঘর পুড়ে গেল?

তারা। তোর, বলি আজ দুদিন তার দেখাসাক্ষাৎ নেই, গেল কোথায়?

তরলা। লেখাজোখা নেই। ওমা, এত ঘর পুড়ে গেছে! কোথায়?

তারা। তোর মরণ হয় না!

তরলা। গরম হয়েছিল? তা তো হবে। ঘর পুড়লে গরম হবে না?

তারা। তোকে নিয়ে করব কি বল দেখি?

তরলা। মরব কেন গা? শোন কথা! কার কোথায় ঘর পুড়লো, তার জন্য আমি মরতে যাব কেন?

তারা। তোকে নিয়ে ঘর নিকানো যায়, কিন্তু বুদ্ধি পরামর্শ করা যায় না।

তরলা। কি বলছ?

তারা। বলছি তোর মাথা, তোর মুণ্ডু। এত কালা তুই?

তরলা। মালা দেবে? তা তো দেবে। তা এখন থেকে এত অস্থির

কেন? আগে বাজ্যিটা আসুক। তবে এটা ঠিক, লোকটি কিন্তু খুব মস্তবড় বীর।

তারা। জোরে] তোর সে বীরটি গেল কোথায়?

তরলা। [হাসিয়া] গেল কোথায়! বোধহয় রাজ্যি জয় করতে গেছে।

তারা। বাজ্যটি নিশ্চয়ই সে হাতে করে নিয়ে আসবে, কি বল?

তরলা। বিয়ে কবে হবে? সঙ্গে সঙ্গেই হবে।

তারা। দূর—দূর।

তরলা। গরু পেলে নাকি?

তারা। [জোরে] তোকে আমি জবাব দেবো।

তরলা। ও—জবাব দেবে? কেন গা, আমি তোমার করলুম কি? জবাব দিলে কি খাব বল?

তারা। ছাই-পাঁশ গিলবে।

তরলা। ঘাস খিলবে? ওমা, বলে কি গা! মানুষ ঘাস খায়?

তারা। তুই কি আমার কোন কথা শুনতে পাসনি?

তরলা। আমি শুনতে পাইনে, না তুমি শুনতে পাওনি? তোমার সব কথাগুলোর জবাব তো আমি দি'চ্ছি। তুমি বরং শুনতে না পেয়ে অমন আবোল তাবোল বলছ। আমি ভেবে পাইনে বাপু, তোমরা কি সবাই কালা? তোমাদের যার সঙ্গে কথা বলতে যাই, সবাই ওই রকম কর আর দোষ দিয়ে বল—আমি নাকি শুনতে পাইনে। সবাই যদি মনে মনে কথা বল, আমিই বা মনের কথা শুনতে পাবো কি করে?

তারা। থাক, ঢের হয়েছে। [কানের কাছে] তোর সেই বোকা বরটি লোক ভাল নয়।

তরলা। [চোখ কপালে তুলিয়া] তাই নাকি? বল কিগো! যুদ্ধ করতে গেছে বললে না!

তারা। না। আজ ঢু'ম'স তো রাক্ষসের মত খাচ্ছে আর পড়ে পড়ে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে।

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। সত্যি দিদি! যুদ্ধের কথা বললে হা তুলে আর চোখ বুজে যেন কি স্বপন দেখে। রাজ্য জয় করে এ ওর কর্ম নয়।

তরলা। ধর্ম যদি না বাখে তো মরুক। দুর দূর করে তাড়িয়ে দিলে তো পথ পাবে না।

বিজয়। তা যা বলেছ, আজ দুদিন ভদ্রলোকের দেখা নেই। এবার এলে আমি তাকে সোজা বলে দেবো—

তরলা। ওমা, তুমি আবার কি বলবে গো? যা বলবার তো মহারাজ বলবেন।

বিজয়। বাবা তো ওর সঙ্গে ঘৃণায় আর কথা বলে না। আর দিদির তো চক্ষুশূল।

তারা। তবে তুই আর তাকে কি বলবি বিজয়?

বিজয়।—

গীত।

বলব তারে কুলি।
বনকাটা কাজ তারেই সাজে, নয়তো পাতা ঝুলি।
ভদ্র সমাজ তার তরে নয়, নয়কো লোকালয়,
মুখ রাখতে চায় যদি সে যাক না বনাশ্রয়;

মানুষ তারে বলবে যে,
তারই মত ধূর্ত সে,
আগের জন্মে ছিল যে ওর হুক্কাহুয়া বুলি॥

তারা। যা ভাই যা, ভদ্রলোককে যা-তা বলবিনে। আমিই তাকে মানে মানে বিদেয় করে দেবো।

বিজয়। কি বলে বিদেয় করবে দিদি। ও তো ভাল কথার মানুষ নয়।

তারা। বলব, রাজ্য যদি উদ্ধার করে এনে দিতে না পার, বেরিয়ে যাও এবাড়ি থেকে। তোমার মত অকর্মণ্যকে খাওয়াবার মত খুদ-কুঁড়োর এক কণাও এবাড়ি থেকে আর জুটবে না।

বিজয়। এর পরেও যদি না যায় দিদি, আমি তাকে পদশোভা দেখিয়ে বিদেয় করে দেবো কিন্তু।

[প্রস্থান।

তারা। তরলা!

তরলা। আমাকে বলছ?

তারা। তোমাকে নয়তো কি ওই দেওয়ালকে বলছি? শোন তুমি আজ জেগে থাকবে।

তরলা। কি বলছ, মেগে খাবো?

তারা। [কানের কাছে] জেগে থাকবে, জেগে।

তরলা। ও-তাই বল। তা জেগে থাকব। এই আমি বসলুম। [উপবেশন] চোখ বুজেছি তো কুকুর বলে ডেকো।

[নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি হইল]

তারা। [স্বগত] রাত্রি দুপুর। কেউ কেউ ভেবেছে যে, সে নিশ্চয়ই পাঠান সর্দারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছে। কিন্তু আমি

লোকটাকে আদৌ বিশ্বাস করতে পারিনে। তার মত অকর্মণ্য অপদার্থের যুদ্ধ জয় করা কাজ নয়। যুদ্ধ করার সাহস যার আছে, সে কখনো পড়ে পড়ে ঘুমোয় না—জেগে থেকে হাইও তোলে না। যাক, এবার এলেই তাকে তোরণদ্বার থেকে সোজা পথ দেখিয়ে দেবো।

তরলা। [ঘন ঘন হাই তুলিয়া] বাব্বা! বেজায় ঘুম পাচ্ছে।

তারা। তাহলে কুকুর বলে ডাকব।

তরলা। [চক্ষু রগড়াইয়া পুনঃ হাই তুলিল] আঃ—[ঘুমাইল]

তারা। অনেক রাত্রি হয়ে গেল। পিতৃরাজ্য উদ্ধারের স্বপ্ন ঘুমের মধ্যেই জেগে থাক, এখন ঘুমাই গিয়ে। [প্রস্থানোদ্যত]

ছদ্মবেশে জয়মলের প্রবেশ।

জয়মল। দাঁড়াও।

তারা। কে?

জয়মল। আমি।

তারা। পরিচয় দাও, কে তুমি?

জয়মল। দেখতেই তো পাচ্ছ।

তারা। ডাকাত?

জয়মল। যদি ভাবো, তাই।

তারা। এখানে কি সাহসে প্রবেশ করলে?

জয়মল। ঘুমন্ত পুরীতে ডাকাত যে সাহসে প্রবেশ করে।

তারা। এতবড় স্পর্ধা তোমার?

জয়মল। স্পর্ধাটা বরাবরই আছে সুন্দরী!

তারা। কি চাও তুমি?

জয়মল। চাই তোমাকে।

তারা। [ঝঙ্কার দিয়া] সাবধান, এতবড় দুঃসাহস তোমার!

জয়মল। ভাল চাও তো চলে এসো।

তারা। কোথায়?

জয়মল। আমার সঙ্গে।

তারা। তাহলে যমালয়ের পথ দেখতে হবে দস্যু!

জয়মল। দস্যু! হাঃ-হাঃ-হাঃ। এখনও চিনতে পারোনি। [ছদ্মবেশ উন্মোচন]

তারা। ও—তুমি?

জয়মল। হ্যাঁ আমি। চলে এসো তারাবাঈ!

তারা। কোথায় যেতে হবে?

জয়মল। অন্তরে, তোমার আমার সুখের স্বর্গ সৃষ্টি করব সেখানে।

তারা। আমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে?

জয়মল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আছে।

তারা। কোথায় আমার পিতৃরাজ্য? জয় করে এনেছ?

জয়মল। সেটা পরেও তো চলতে পারে।

তারা। অর্থাৎ আগে তোমার কামনা চরিতার্থ করতে হবে শয়তান!

জয়মল। শয়তান?

তারা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, শয়তানেরও অধম তুমি।

জয়মল। [সদর্পে] তারাবাঈ!

তারা। চুপ! নাম ধরে ডাকবার স্পর্ধা নিয়ে এগিয়ে এলে এই পায়ের তলায় তোমার মাথাটা লুটিয়ে পড়বে।

জয়মল। তাহলে স্পর্ধাটার চরম অবস্থা লক্ষ্য কর তারাবাঈ! [হস্তধারণ]

তারা। [সবেগে হস্ত ছিনাইয়া] তারাবাঈকে অত দুর্বলা মনে করো না পশু!

জয়মল। সিংহের মুখের শিকার কখনও পালিয়ে যেতে পারে না সুন্দরি! [উভয়ের বাহুযুদ্ধ ও তারাবাঈয়ের পদাঘাতে তরলার ঘুম ভাঙিল]

তরলা। [জাগিয়া] ওমা! একি হলো? ডাকাত—ডাকাত! কখন এলো ও মুখপোড়া ডাকাত গো! ডাকাত—ডাকাত—

[দ্রুত প্রস্থান।

জয়মল। এখনও বলছি, আমার সঙ্গে চলে এস।

তারা। তোমার মত পশুর সঙ্গে আমি কিছুতেই যাবো না। [জয়মলকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল]

জয়মল। বটে। মর তবে স্পর্ধিতা নারী! [অস্ত্র কোষমুক্ত করিল]

তারা। [সজোরে তরবারি ধরিয়া] সাবধান কাপুরুষ!

অস্ত্র হাতে দ্রুত তরলার পুনঃ প্রবেশ।

তরলা। অস্ত্র নাও দিদিমণি, অস্ত্র নাও। [অস্ত্রদান]

তারা। [অস্ত্র গ্রহণ করিয়া] এস ছদ্মবেশী শয়তান। আজ আমারই হাতে তোমার শয়তানী মুখোশ লুটিয়ে পড়বে।

জয়মল। সামান্যা নারীর আমার এত তেজ! [উভয়ের যুদ্ধ]

তরলা। ওগো, রাজ্যির সবাই জেগে ওঠো। ডাকাত পড়েছে, ডাকাত—ডাকাত। [দ্রুত প্রস্থান।

জয়মল। তারাবাঈ—

তারা। তারাবাঈ নয়, দৈত্যদমনকারিণী মহাশক্তি।

অস্ত্রহাতে শূরতান সিংহের প্রবেশ।

শূরতান। হত্যা কর, শয়তানকে হত্যা কর মা!

[শূরতান স্বীয় অস্ত্র দ্বারা জয়মলের অস্ত্রে আঘাত করিল।
জয়মল অস্ত্রচ্যুত হইল, তারাবাঈয়ের অস্ত্র
জয়মলের বক্ষভেদ করিল।]

জয়মল। আঃ—শয়তানি— [প্রস্থান।

শূরতান। কোথায় পালাবে শয়তান, যম তোর পেছু নিচ্ছে।
[পশ্চাদ্ধাবন।

দ্রুত তরলার পুনঃ প্রবেশ।

তরলা। শয়তান পালাচ্ছে গো দিদিমণি!

তারা। কোথায় পালাবে সে, যমের দরজা তার জন্য মুক্ত হয়ে গেছে।

তরলা। ওমা! তলে তলে এত ফন্দি? আমি যে ভাবতেই পারিনে গো।

ছিন্নমুণ্ড হস্তে শূরতানের পুনঃ প্রবেশ।

শূরতান। আমি তার ছিন্নমুণ্ড এনেছি মা!

তারা। বাবা, চিতোরের রাণা—

শূরতান। রায়মলের আশ্রিত হয়ে তারই পুত্রকে হত্যা করেছি। যদি তিনি শাস্তি দেন, মাথা পেতে গ্রহণ করে ফিরে আসব।

তারা। যদি আপনাকে কারাগারে আবদ্ধ করেন?

শূরতান। কারাগারটা তুই ভেঙে ফেলতে পারবিনে মা? যদি তাও না পারিস, আমি তোকে আশীর্বাদ করছি—এইভাবে সিংহবিক্রম নিয়ে তুই বেঁচে থাক, শৃগালের বশ্যতা স্বীকার করার চেয়ে নদীর জলে আত্মবিসর্জন দিবি।

[প্রস্থান।

তারা। আপনার আশীর্বাদই হোক আমার জীবনের একমাত্র পাথেয়। আমি চিরদিনই পৃথিবীতে বীর রমণী হয়েই বেঁচে থাকবো। যদি না পারি তাহলে আত্মবিসর্জনই হবে আমার একমাত্র পথ। আয় তরলা!

[প্রস্থান।

তরলা। হে মা চণ্ডি! খুব শীগগির আমার এই রণচণ্ডী দিদিমণিটির একটি বীর সুপাত্তর জুটিয়ে দাও? আমি তোমায় ঘটা করে পূজো দেবো।

[প্রস্থান।



চতুর্থ দৃশ্য।

মীনাদের বনাঞ্চল।

[নেপথ্যে নারী-পুরুষের মিলিত কণ্ঠ—"হো-হো, হৈ-হৈ"]

দ্রুত মীনাবায়ের প্রবেশ।

মীনা। সনা, হো সনা! হৈ সনা—

সনাবায়ের প্রবেশ।

সনা। হামাকে তলব কেনো দাদা?

মীনা। আজ এত্তো মন খেরাপী করিয়ে ঠায় বসিয়ে আছিস কেনো?

সনা। হামি তা কি করিয়ে বলবে।

মীনা। বোল্-বোল্, এহি তো হামাদের অনন্দকী রাত। কেত্তো মজা করবি, ফুর্তি করবি, নাচা আউর গানামে সোরগোল ছুটিয়ে দিবি। নেহিতো তু মনমরা হোইয়ে ঠায় বসিয়ে আছিস? কেনো, কি হোইয়েছে তোর? দিলখুশ বোল, তুর কুচ্ছু ডর লাগিয়েছে?

সনা। ডর! দুষমনকী ডরকো হামিলোক কুচ্ছু পরোয়া করে না দাদা। লেকিন দেওতাকী কালামুখ দেখলে হামিলোক ঘাবড়ে যায়।

মীনা। দেওতাকী কালামুখ?

সনা। তু হামারে বিশোয়াস কর দাদা? হামার দিল বলতিছে আভি কুছু না কুছু একঠো আপদ গিরতি হোবে।

মীনা। আপদ গিরতি হোবে!

সনা। ওহি দেখনা দাদা! আশমানকী ছাতিপর এইসা কালামেঘ কোহি কোভি দেখিয়েছে।

মীনা। হোঃ-হোঃ-হোঃ! ওহি লেগে ডর লাগিয়েছে তুকে? উসব ঝুট—বিলকুল ঝুট। মেঘপর চাঁদনীকী রোশনী এইসা মালুম হোয়। যা ভেইয়া, যা। আনন্দ কর—মজা কর, আজ হামাদের আনন্দকী রাত, আফশোসকী কাম না আছে। যা, জলদি যা।

সনা। লেকিন—

মীনা। কুছ লেকিন নেহি। তু বৈঠ যা—বৈঠ যা, হামিলোক উহাদের ডাকিয়ে আনছে। হো মীনাকী নারী-পুরুষ, লেড়কা-লেড়কী! সব ছুটকে আয়, ছুটকে আয়। নাচা-গানামে জোয়ার ভরিয়ে দে—

কয়েকজন নারী ও পুরুষের প্রবেশ।

পুরুষ। আমাদের তলব করিয়েছে সর্দার?

মীনা। হাঁ-হাঁ, আনন্দ কর। নাচা-গানামে রাতভর কাটিয়ে দে, দিলভর জোয়ার ভরিয়ে দে।

পুরুষ ও নারী।—

গীত।

আজ আমাদের চাঁদনী রাতের মেলা।
চাঁদকী রোশনী পড়ছে ঝুরে সারা রাতের বেলা—
হো সারারাতের বেলা।

মহুয়া বনের ফাঁকে ফাঁকে,
হামরা নাচি ঝাঁকে ঝাঁকে,
মহুয়া ফুলকী গন্ধল হাওয়া, পরাণে দেয় দোলা—
হো পরাণে দেয় দোলা।

নারী— মিঠি মিঠি মহুয়া নেশা,
পুরুষ— উঠছে মাতি দিলকী আশা,
উভয়ে— দিল দরিয়ার কূল ছাপানো রং ধরানো খেলা—
হো রং ধরানো খেলা॥

মীনা। বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা।

[নেপথ্যে মীনাদের চিৎকার—"আগ লাগিয়েছে, দুষমন আগ লাগিয়েছে !"]

পুরুষ ও নারী। হাঁ-হাঁ, হামাদের পল্লীমে আগ লাগিয়েছে। চল—চল, দেখতি হোবে।

[দ্রুত প্রস্থান।

মীনা। কি হোইয়েছে ? মীনাপল্লীমে আগ লাগিয়েছে ?

[নেপথ্যে পৃথ্বীরাজ—"আগুন লাগাও, মীনাপল্লী পুড়ে ছারখার করে দাও।"]

সনা। সর্বনাশ হোইয়েছে দাদা, শত্তুর আসিয়েছে।

মীনা। কৌন সে দুষমন আছে রে ? যা—যা সনা, হাতিয়ার লিয়ে আয়। শালা দুষমনকো হামিলোক একদম খতম করিয়ে ছাড়বে, জানে বাঁচতে দিবে না।

[নেপথ্যে চিৎকার—"বাঁচাও—বাঁচাও, আগমে জান গিয়া, পানি দো—পানি দো !"]

মীনা ও সনা। কৌন ? কৌন সে দুষমন আছে রে ?

যুদ্ধরত আহত ভজুয়া ও পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। তোদের যম আছে রে অসভ্য জংলীর দল।

ভজুয়া। ওহি রেজাকা লোক আগ লাগিয়েছে সর্দার—আঃ!

[প্রস্থান।

মীনা। কে? কে তুহি দুষমন?

পৃথ্বীরাজ। তোদের যম।

সনা। হামি হাতিয়ার লিয়ে আসছে দাদা। এহি দুষমনকো একদম সাবাড় করিয়ে দে। [প্রস্থানোদ্যত]

পৃথ্বীরাজ। সাবধান! হাতিয়ার ধরার সুযোগ আর তোদের দেবো না।

মীনা। আরে, তু মিতে রাজা আছিস না?

পৃথ্বীরাজ। কে তোদের মিতে?

মীনা। কেনো? তুহি না চিত্তোড়কী ছাওয়াল?

পৃথ্বীরাজ। ও—তাহলে সঙ্গ তোদের আশ্রয়ে! বল, কোথায় সে?

সনা। লেকিন তু তার শত্তুর আছিস?

মীনা। ওরে ভদ্দোর! বোল্, হামারা তুহার কি দোষ করিয়েছে? কেনো তুহি বিনি দোষে হামাদের পুড়িয়ে মারবার লেগে আগ জালিয়েছিস?

পৃথ্বীরাজ। তোরা অসভ্য জংলী জাত। রাজার বিরুদ্ধে তোরাই দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিস। তোদের দমন করতে রাণার বহু সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে।

মীনা। তাই হামাদের উচ্ছবের রাতে আচমক আগ ধরিয়ে দিয়েছিস?

পৃথ্বীরাজ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওই আগুনে তোদের পুড়ে মরতেই হবে, নতুবা যদি বাঁচতে চাস, বল রাজকুমার সঙ্গ কোথায়?

সনা। তুহি বুঝি উহার ভাই আছিস?

পৃথ্বীরাজ। সে পরিচয়ে তোর দরকার নেই, বল কোথায় সে?

সনা। মালুম নেহি।

পৃথ্বীরাজ। জানিস না?

মীনা। নেহি। লেকিন মালুম হোনেসে তুকে বলবে না।

পৃথ্বীরাজ। কি, এত স্পর্ধা! বলবি না?

সনা। না রে না, তু তার ভাই না আছিস, লেকিন শত্তুর আছিস।

পৃথ্বীরাজ। সাবধান অসভ্য জংলী!

মীনা। আরে ছোঃ-ছোঃ-ছোঃ! তু কি মানুষ—না জানোয়ার আছিস রে গিধ্বোড়? কে আছিস, জলদি একঠো হাতিয়ার লিয়ে আয়, হাতিয়ার লিয়ে আয়।

পৃথ্বীরাজ। হাতিয়ার দিতে তোদের পল্লীতে আর কেউ নেই।

মীনা। কি, তু সবকো পুড়িয়ে মারিয়েছিস জানোয়ার? হামি খালি হাতে তুহার কলিজাটা ফেড়ে খুন নিকাল দেবে। [হাত বাড়াইয়া অগ্রসর]

পৃথ্বীরাজ। তবে মর অসভ্য জংলী ছোটজাত। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

সহসা ছদ্মবেশী সঙ্গ প্রবেশ করিয়া পৃথ্বীরাজের মুখ ঢাকিয়া দিল।

সঙ্গ। পালিয়ে যাও সর্দার, দুজনে এই মুহূর্তে পালিয়ে যাও।

[মীনা ও সনা সহ দ্রুত প্রস্থান ।

পৃথ্বীরাজ। [মুখের কাপড় সরাইয়া] কে—কে তুই ছদ্মবেশী শয়তান?

নেপথ্যে সঙ্গ। ওহে ভদ্রলোক। সম্মুখ-যুদ্ধে অপারগ হয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে বড় বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছিস।

পৃথ্বীরাজ। কে তুই?

নেপথ্যে সঙ্গ। আমি অসভ্য জংলী। যদি বাঁচতে চাস, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যা। নইলে একটিকেও তোদের ঘরে ফিরতে হবে না।

পৃথ্বীরাজ। দেখব ওদের কোথায় লুকিয়ে রাখিস।

নেপথ্যে সঙ্গ। বনে জঙ্গলে অথবা পর্বত গুহায় যেখানে পারিস সন্ধান কর। কিন্তু মনে রাখবি ভদ্রলোক, তোরা জংলী মানুষ দেখছিস, কিন্তু বাঘের থাবা দেখিসনি।

পৃথ্বীরাজ। আচ্ছা। কে তুই ছদ্মবেশী—দেখবার সুযোগ পেলাম না। নইলে দেখতুম, তুই কতবড় শক্তিমান। তবে—এই কি যুবরাজ সঙ্গ? হতে পারে। আমার ভয়ে হয়তো ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাঃ, ওকেও সন্ধান করতে হবে। যদি সন্ধান পাই, চিতোরের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করবোই।

ভিখারী বেশে সঙ্গর পুনঃ প্রবেশ।

সঙ্গ। পালিয়ে যান হুজুর, পালিয়ে যান।

পৃথ্বীরাজ। কে—কে তুই?

সঙ্গ। দেখেই তো বুঝতে পাচ্ছেন হুজুর।

পৃথ্বীরাজ। না। তুই এই অসভ্য জংলীদের গুপ্তচর।

সঙ্গ। কস্মিনকালে নয় দয়াময়।

পৃথ্বীরাজ। তবে তুই এখানে ভিক্ষে করতে এসেছিলি কেন?

সঙ্গ। বরাত হুজুর! আমি ভিক্ষে করে বাড়ি বাড়ি ফিরছিলুম, হঠাৎ রাস্তা থেকে একজন জংলী আমাকে বেঁধে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে এসে ঘরে পুরে দিলে। পিঠের অবস্থা দেখেই তো বুঝতে পারছেন?

পৃথ্বীরাজ। তোকে ওরা বন্দী করেছিল কেন?

সঙ্গ। ভগবান জানে, আমি কি করে বুঝব যুবরাজ! হয়তো আজই বলি দিত। ওদের আজ উচ্ছব কিনা! আমি তো ঘরের ভেতর আটকে থেকে মনে মনে আপনার মত একজন লোককে চাইছিলুম। ভাগ্যি আপনি এসে পড়েছেন, বেশ বেগুন পোড়া করেছেন। নইলে আমার কি যে হতো—

পৃথ্বীরাজ। তুই কি করে মুক্তি পেলি?

সঙ্গ। আপনারই অনুগ্রহে দয়াময়। যেই আপনি আগুন দিয়েছেন, অমনি আমি ছাড়ান পেয়ে বেরিয়ে পড়েছি। রাণার ছেলের মত ছেলে বটে আপনি।

পৃথ্বীরাজ। সর্দার দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল কে জানিস?

সঙ্গ। সে তো একটা ষণ্ডামার্কা কিম্ভূতকিমাকার। আপনি শীগগির পালান, নইলে যে আপনাকে বস্ত্র চাপা দিয়েছিল, এবার এলে নাকি মাটি চাপা দেবে। চিতোরের গৌরব আর কে বাড়াবে হুজুর?

পৃথ্বীরাজ। নাঃ, আমি ওদের নিঃশেষ করে দিয়ে যাবো।

সঙ্গ। পারবেন না হুজুর, পারবেন না যে কটাকে পোড়াতে পারেননি, তারা বন থেকে এখন সেজেগুজে বেরোচ্ছে, ঘিরে ফেললে আর আপনারা পথ পাবেন না।

পৃথ্বীরাজ। বনের ভেতর এতগুলো লুকিয়েছিল? তাহলে আমার অনুচরগুলো গেল কোথায়?

সঙ্গ। সবাই আছে হুজুর, সবাই আছে। তারা কখনও মরবে না। আচমকা যারা আক্রমণ করে, যমে তাদের নাগাল পায় না। গুষ্টিসুদ্ধো মরে তারা, যারা হঠাৎ আক্রান্ত হয়। আপনাদের পোয়া বারো। বেঁচে যখন গেছেন—পালিয়ে যান। সবগুলো তো পুড়ে মরেছে, জংলী শত্রু আপনার দমন হয়েই গেছে। আসল সর্দারটা তো মরেছে।

পৃথ্বীরাজ। না, আমি ওই সর্দার ছুটোকে হত্যাই করব।

সঙ্গ। কিছুতেই পারবেন না হুজুর।

পৃথ্বীরাজ। কেন?

সঙ্গ। কি বলবো হুজুর, ওদের বাঁচাবে যে—

পৃথ্বীরাজ। কে?

সঙ্গ। পাহাড়ে রয়েছে সে।

পৃথ্বীরাজ। আমি তাকেও যমের বাড়ির পথ দেখাব।

সঙ্গ। দেখে তো নিয়েছেন। এই তো কাপড় চাপা দিয়ে গেল, পালিয়ে যদি না যান, এবার এসে আগুন চাপা দিয়ে যাবে।

পৃথ্বীরাজ। চিতোরের রাণা রায়মলের পুত্র পৃথ্বীরাজকে তারা চেনে না।

সঙ্গ। আপনিও ওই পাহাড়ে জংলী মানুষগুলোকে চেনেন না, আচমকা এসে আগুন দিয়ে বস্তিটা পুড়িয়ে দিয়েছেন। নইলে বারে বারে আপনাদের কাতারে কাতারে সৈন্য তো ওদের হাতে কাটা পড়েছে—তবু তো ওদের কিছুই করতে পারেননি।

পৃথ্বীরাজ। তাই বলে ওদের ক্ষমা করব?

সঙ্গ। করাই তো উচিত। শান্তিতে যদি থাকতে চান তো ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন, দেখবেন পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর শত্রুতা করেছেন কি রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়ে বসে আছেন।

পৃথ্বীরাজ। জংলীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে রাজপুত গৌরব নষ্ট করব ?

সঙ্গ। এ কোন গৌরব নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন যুবরাজ। তার চেয়ে গৌরব যদি বাড়াতে চান তো ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।

পৃথ্বীরাজ। না, ওদের ধ্বংস না করে আমি ফিরব না।

সঙ্গ। সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

পৃথ্বীরাজ। তার অর্থ ?

সঙ্গ। ওরাও মরবে না, আপনিও ঘরে ফিরতে পারবেন না।

পৃথ্বীরাজ। আমি তোকেই হত্যা করব।

সঙ্গ। ওই মূষিক মারা পর্যন্তই আপনার কাজ।

পৃথ্বীরাজ। ভিক্ষুক !

সঙ্গ। সম্মুখ-যুদ্ধ না করে যে কীর্তি করেছেন, রাণা বংশের সুনাম আর কেউ করবে না। যে শুনবে, মুখে থুৎকার দেবে।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। একটা ভিক্ষুক একথা বলতে পারে! আচ্ছা আমিও দেখিয়ে দেবো, রাণার ছেলে সত্যিই বীর কিনা। এরপর কৌশল করে আবার একদিন ধ্বংস করতেই হবে। দেখি আমার সঙ্গীরা গেল কোথায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর রাজপ্রাসাদ।

চিন্তিত রায়মলের প্রবেশ।

রায়মল। চিতোরের রাজপ্রাসাদ আজ জনশূন্য। চিতোর রাণা রায়মল আজ আত্মীয়-বান্ধবহীন মরুভূমির মধ্যে বাস করতে চলেছে। ওঃ, এতটুকু পদস্খলন ঘটলেই চারদিক থেকে অজস্র ধিক্কার এসে তপ্ত লৌহ-শলাকার মত রাজার বক্ষভেদ করবে। পুত্র-মিত্র, ভ্রাতার-প্রজায় কোন ভেদাভেদ চলবে না। তাই সবাইকে নির্বাসন দিয়ে আজ আমি একা। আজও কেউ যুবরাজ সঙ্গের সন্ধান দিতে পারলে না। জানি না আমার অবর্তমানে চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে কে?

ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। মহারাণার জয় হোক।

রায়মল। কে? ভৈরব! রাণার জয়ধ্বনি দিচ্ছ? কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না, চারিদিক থেকে সহস্র অক্ষমতা এসে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ রাণা রায়মলকে জড় পঙ্গু করে তুলেছে?

ভৈরব। কিসের পঙ্গু মহারাণা? বয়সের বার্ধক্য এলেও মন যে আপনার বীরোচিত যৌবনে পূর্ণ। যে জননী জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও

শ্রেষ্ঠ, সেই চিতোর-জননীর কল্যাণে যে সর্বস্ব ত্যাগ করে নিঃস্ব হতে পারে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ পুষ্পের মত তার মাথায় বর্ষিত হয়।

রায়মল। জরাজীর্ণ অথর্ব বৃদ্ধের ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ কতদিন আর কাজ করবে ভৈরব?

ভৈরব। যতদিন চিতোরের সিংহাসনে রাণা রায়মল অধিষ্ঠিত থাকবেন, ততদিন ঈশ্বরের উপদেশপূর্ণ মন্ত্রপূত বাণীই তাঁকে চালনা করবে।

রায়মল। কি তাঁর মন্ত্রপূত বাণী ভৈরব?

ভৈরব। জননী জন্মভূমির জন্য যে নিজেকে নিঃশেষে দান করতে পারে, তার জীবনের জয় ছাড়া ক্ষয় নেই।

রায়মল। কিন্তু তারপর? রাজোচিত গুণে গুণবন্ত সঙ্গ আজ নিরুদ্দেশ, চিতোরের সিংহাসন আজ কার ওপর নির্ভর করবে ভৈরব?

ভৈরব।—

গীত।

ওরে আসন শূন্য হবে না।
চিতোরের সিংহাসন খালি কভু থাকবে না॥
চিতোর জননী যারে করে স্নেহদান,
তারই তরে যেবা দেয় বক্ষরক্তদান,—
জন্মভূমি মায়ের তরে,
যে আত্মবলি দিতে পারে,
সে ছাড়া এ সিংহাসনে কারো দাবী টিকবে না॥

রায়মল। জানি, জানি চারণ কবি! রাজসিংহাসন কোনদিন খালি থাকবে না। কিন্তু জন্মভূমির জন্য আত্মবলি দিতে পারত একমাত্র সঙ্গ।

ভৈরব। সত্যি মহারাজ?

রায়মল। চিতোরের পবিত্র সিংহাসনের মোহে ভাইয়ে ভাইয়ের আত্মদ্বন্দ্বের রক্তাক্ত অবতারণায় সে হলো আজ নিরুদ্দেশ।

ভৈরব। বৃথাই আপনি চিন্তিত হচ্ছেন মহারাণা! অতীতকাল থেকে দেখে আসছি, রাজকীয় মর্যাদাহীনের জন্য চিতোরের সিংহাসন নয়।

রায়মল। কিন্তু আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি না, এমন মর্যাদা-সম্পন্ন কে আছে?

ভৈরব। চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চারণীর মন্দিরে প্রথম যে রক্তদান করেছে।

রায়মল। সে তো নিরুদ্দেশ। আজ পর্যন্ত কেউই তার সন্ধান দিতে পারেনি।

ভৈরব। তবু আমার বিশ্বাস, তার রক্তদান বৃথা যাবে না মহারাণা।

রায়মল। তাহলে তুমি কি জান কবি, কোথায় আছে সে?

ভৈরব। না জানলেও আমার বিশ্বাস আছে মহারাণা। চিতোর-লক্ষ্মী প্রকৃতই যদি তাঁর অনুকূলে থাকেন, একদিন না একদিন রাজকুমার সঙ্গ মাটি ফুঁড়ে উঠবে অথবা আকাশ থেকে ঝরে পড়বেই।

রায়মল। ভৈরব!

ভৈরব। বিশ্বাস করুন মহারাণা, রক্তস্বাক্ষরে মায়ের কাছে রেখে গেছে তার দাবী। [প্রস্থান।

রায়মল। সত্যই কি সঙ্গ বেঁচে আছে? ওগো স্নেহময়ী চিতোর-জননী, তোর মর্যাদা তুই-ই রক্ষা কর মা!

শূরতান সিংহের প্রবেশ।

শূরতান। অভিবাদন মহারাণা !

রায়মল। কি সংবাদ টোডারাজ ? এমন বিষণ্ন কেন ?

শূরতান। বিচার করুন চিতোরেশ্বর !

রায়মল। কার বিচার ?

শূরতান। যে আশ্রয়দাতার বুকে বজ্রাঘাত করে, তার কি শাস্তি ?

রায়মল। তার শাস্তি শিরশ্ছেদ।

শূরতান। তাহলে আমায় শাস্তি দিন মহারাণা !

রায়মল। কেন, কি করেছ তুমি টোডারাজ ?

শূরতান। আপনার কনিষ্ঠ কুমার জয়মলকে—

রায়মল। আমি তো নির্বাসন দিয়েছি।

শূরতান। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলুম।

রায়মল। রাণার সন্তান বলে অনুগ্রহ করে তাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছিলে, কেমন ?

শূরতান। অনুগ্রহ নয় মহারাণা ! আপনি যে আমার আশ্রয়দাতা, তাই।

রায়মল। শুনে বাধিত হলুম। তারপর ?

শূরতান। কুমার জয়মল আমার আশ্রয়ে থেকে আমার কন্যাকে—

রায়মল। রূপে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করার প্রস্তাব করে ?

শূরতান। হ্যাঁ মহারাণা !

রায়মল। বিবাহ দিয়েছো তো ?

শূরতান। কিন্তু আমার কন্যার প্রতিজ্ঞা ছিল—যে আমার হৃত-রাজ্য উদ্ধার করে দেবে, তারই গলায় সে মালা দেবে।

রায়মল। বুদ্ধিমতী বটে। তারপর?

শূরতান। কুমারও সে প্রস্তাবে রাজী হয়।

রায়মল। আনন্দের কথা। রাজ্যটা উদ্ধার করে দিয়েছে তো?

শূরতান। না মহারাণা!

রায়মল। তবে?

শূরতান। দীর্ঘদিন উদাসীনভাবে কাটিয়ে দেয়, কিন্তু গতরাত্রে হঠাৎ ছদ্মবেশে আমার কন্যাকে দুর্বলা ভেবে জোরপূর্বক অন্যত্র নিয়ে পালাবার জন্য অন্দর মহলে প্রবেশ করে।

রায়মল। আর তুমিও ঢাক-ঢোল-শঙ্খ বাজাতে শুরু করলে?

শূরতান। না মহারাণা! আমার কন্যা তাকে—

রায়মল। কি করেছে?

শূরতান। অস্ত্রযুদ্ধে তাকে পরাজিত করেছে।

রায়মল। সাবাস! আমি তাকে পূর্ণ আশীর্বাদ করছি।

শূরতান। কিন্তু পরাজিত হয়ে যখন সে পালিয়ে যায়, আমি তাকে—

রায়মল। হত্যা করেছ?

শূরতান। হাঁা মহারাণা।

রায়মল। তার মাথাটা পাঠিয়ে না দিয়ে, খবর দিতে এসেছ কি বলে?

শূরতান। মহারাণা!

রায়মল। এমন কুলাঙ্গার পুত্রের মৃত্যুসংবাদে আমি এতটুকুও বিচলিত নই টোডারাজ!

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। জংলী মীনাদের আমি দমন করে এসেছি পিতা! [পদধূলি লইল]

রায়মল। বীরপুত্রের কাজ করেছ; কিন্তু জয়মলের কীর্তি শুনেছ?

পৃথ্বীরাজ। পথেই শুনলাম পিতা!

রায়মল। টোডারাজকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দেবো।

শূরতান। আপনার যা অভিরুচি চিতোরেশ্বর!

রায়মল। এমন কুলাঙ্গার পুত্রের মাথাটা পাঠিয়ে দিলে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াতাম। কিন্তু নিজ হাতে তাকে হত্যা করার জন্য তোমার উপযুক্ত শাস্তি—

পৃথ্বীরাজ। কি শাস্তি পিতা?

রায়মল। বেদনোর রাজ্যের পূর্ণ অধিকার।

শূরতান। [বিস্ময়ে] মহারাণা!

রায়মল। আর তোমার গুণবতী কন্যার জন্য রইল আমার অকার্পণ্য আশীর্বাদ।

শূরতান। মহারাণার অপার অনুগ্রহ। [অভিবাদন]

রায়মল। পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বীরাজ। পিতা!

রায়মল। জংলী শত্রু মীনাদের দমন করে উপযুক্ত বীরের কাজ করেছ। টোডারাজকে অন্দরে নিয়ে যাও, যথাযোগ্য আতিথ্যের ব্যবস্থা কর। [প্রস্থানোদ্যত হইয়া] হ্যাঁ—আরও শোন। সঙ্গ যদি না আসে, চিতোরের সিংহাসন ভবিষ্যতে তোমার হয়তো হতেও পারে।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। আসুন মহারাজ! আতিথ্যের পর আমিই আপনাকে প্রাসাদে রেখে আসব। আর আপনার হৃতরাজ্য পাঠানের হাত থেকে আমিই উদ্ধার করে দেবো।

[প্রস্থান।

শুরতান। চল রাজকুমার। দুর্ধর্ষ মীনাদের দমন করেছে একা? ছেলের মত ছেলে বটে! যেমন রূপ, তেমনি বীর। যদি ভাগ্যে থাকে, তারাবাঈ সুখীই হবে।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বেদনোরের প্রাসাদ-কক্ষ।

তারাবাঈয়ের প্রবেশ।

তারা। আজ তিনদিন পরে হাসিমুখে বাবা ফিরে এলেন। ভেবেছিলুম না জানি বাবার কত বিপদ হবে। চিতোরের মহারাণা হয়তো তাঁর পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু শাস্তি তো দূরের কথা, বিলিয়ে দিলেন একটি রাজ্য। অদ্ভুত এই মহারাণা।

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। দিদি, দিদি!

তারা। কি রে বিজয়!

বিজয়। তোর বোবা ময়নাটা আজ খালি বক্ বক্ করছে।

তারা। তাই নাকি?

বিজয়। কেন জানিস? [কানের কাছে মুখ লইয়া] তোর আর একটা বর এসেছে।

তারা। যা-যা, খালি বর আর বর। বর ছাড়া যেন অন্য কথাই নেই।

বিজয়। থাকবে কি করে? তোর ভিজে কাপড়ে আজ প্রজাপতি বসতে দেখলুম যে!

তারা। বসলেই বা।

বিজয়। বসলেই হলো? গণক ঠাকুর বলেছিলেন, স্নানের পর ভিজে কাপড়ে প্রজাপতি বসলে শীগগির বর জোটে। তুই দেখনা দিদি, প্রজাপতি এবার বর নিয়ে এলো বলে।

প্রজাপতির প্রবেশ।

প্রজাপতি। [দূর হইতে] পাত্র চাই মশাই, পাত্র চাই? রূপে গুণে কুলে-শীলে কোনটির অভাব নেই।

তারা। কে?

প্রজাপতি। আমি প্রজাপতি। সময় হলে আমাকেই আসতে হয়। আমি না হলে কারও কোন হিল্লে হয় না, জানেন কিনা।

তারা। তা এখানে কেন?

প্রজাপতি। সব জায়গায় আমার তলব পড়ে। তাছাড়া নিজেকেও খোঁজ-খবর নিতে হয়, জানেন কিনা!

তারা। এখানে কোন দরকার নেই, যান।

প্রজাপতি। দরকার থাকলেও আমাকে বাড়ি বাড়ি ধন্না দিতে

হবে, আর না থাকলেও দিতে হবে। বিশ্বাস হয়তো করবেন না, এই দেখুন. [খাতা খুলিয়া] পাত্রসংখ্যা আমার খাতায় তিনশো সাতচল্লিশের এক কমে গেছে, আর পাত্রসংখ্যা এখন তিনশো চুয়ানব্বইতে রয়েছে।

তারা। তাতে আমার কি?

প্রজাপতি। না, আপনার কিছু না হলেও আমাকে হিসেব রাখতেই হবে। সব রকমের পাত্র আমার খাতায় রয়েছে। ধনী দরিদ্র, মূর্খ পণ্ডিত, রাজার ছেলে, ভিখারীর ছেলে, সবাই আমার খাতায় আছে কিনা!

তারা। বিরক্ত করবেন না। যান বলছি।

বিজয়। দাঁড়ান প্রজাপতি ঠাকুর! আপনি আমার এই দিদির জন্য একটি ভাল পাত্র দেখুন তো।

তারা। [ধমকিয়া] বিজয়!

প্রজাপতি। দেখব—দেখব, নিশ্চয়ই দেখব। আমি জানি এখানে দরকার আছে। হেঃ-হেঃ-হেঃ! জানেন কিনা, মেয়েদের সম্মুখে তাদের পাত্রের কথা বললেই মনে মনে যতই আনন্দ লাভ করুক না কেন, মুখে একটু লজ্জা প্রকাশ করে। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে কান পেতেও শোনে, হেঃ-হেঃ-হেঃ! যতই বলুন, জানেন কিনা, লজ্জা বলে তো একটা আছে।

তারা। যাবেন কিনা আমি জানতে চাই।

প্রজাপতি। থামুন—থামুন, আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি। আপনার এদিকে কান না দিলেও চলবে। জানেন কিনা! খোকাবাবু! বলুন তো, কিরকম পাত্র চান? রূপে গুণে, কুলে শীলে, অথবা ধনে মানে চান?

বিজয়। না-না, ওসব—

প্রজাপতি। পাত্রের বিশেষ গুণও আছে, জানেন কিনা! নাচে-গানে দক্ষ, ধনুর্বিদ্যায় পটু, ব্যবসা-বাণিজ্যে পাটোয়ার, যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী।

বিজয়। আমার দিদির পণ আছে, যে আমাদের পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে দেবে, তারই গলায় মালা দেবে।

প্রজাপতি। ঠিক আছে, জানেন কিনা, ও মিলে যাবে, কোন ভুল নেই। পাত্রীর দরকার হবে তো বলবেন, জুটিয়ে দেবো।

বিজয়। না, পাত্রীর দরকার নেই।

প্রজাপতি। আচ্ছা—আচ্ছা, থাকে তো বলবেন। এমন কি আপনার উপযোগী পাত্রীও আছে; যার দাঁত পড়ে গেছে, তার জন্তও জুটিয়ে দিতে পারি।

বিজয়। আচ্ছা আপনি এখন আসুন, খুব জাঁদরেল বীর-গোচের একটা পাত্র আনবেন, বুঝলেন?

প্রজাপতি। নিশ্চয়ই আনবো, আমাকে আর দ্বিতীয়বার বলে দিতে হবে না। জানেন কিনা, আমি নিজেই খোঁজ-খবর নেবো। হেঃ-হেঃ-হেঃ! আমার নাম প্রজাপতি। [প্রস্থানোদ্যত হইয়া] পাত্রী চাই মশাই, পাত্রী? সুন্দরী সুশ্রী গৃহকর্মে সুনিপুণা, শিকারে পটু, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী পাত্রী চাই তো আমাকে বলবেন।

[প্রস্থান।

তারা। বিজয়!

বিজয়। তুই ভাবছিস দিদি?

তারা। আমি আবার কি ভাববো? কিন্তু তুই ওই প্রজাপতি ঠাকুরকে—

বিজয়। তুই কিচ্ছু ভাবিস না।

গীত।

ও দিদি, তোর আসবে এবার বর।
মালা গেঁথে রাখিস তুলে শাঁখের চুড়ি পর।
শুনছি যে তার পায়ের ধ্বনি,
ও দিদি তোর মুকুটখানি,
আনবে এবার বিশ্ব জিনে, যমেরে না করে ডর।
সাত সমুদ্র তের নদীর পারে,
আছে কে এক স্বপন দেশের রাজকুমার,
তার সঙ্গে তোর মালা বদল সে হবে তোর বর,—
বাঁধবি নতুন ঘর।

তারা। যা—যা, তুই ভারি ডেঁপো হয়েছিস।

শূরতান সিংহের প্রবেশ।

শূরতান। তারা—তারা!

তারা। বাবা!

শূরতান। মহারাণার মত এমন ন্যায়পরায়ণ বিচারক পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই মা।

তারা। সত্যি বাবা, আমরা তাঁর কাছে অশেষ ঋণী।

শূরতান। পুত্র যতই কুলাঙ্গার হোক না কেন, কোন বাবাই তার মৃত্যু কামনা করতে পারেন না। আমরা তাঁর পুত্রের মৃত্যু দিয়েও বিনিময়ে রাজ্য উপঢৌকন নিয়ে এলুম।

তারা। মহারাণাকে আমার শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম।

শূরতান। সঙ্গে এনেছি তাঁর উপযুক্ত ছেলে পৃথ্বীরাজকে।

যেমন রূপ তেমন গুণ; আর তেমন বীরত্বপনাও আছে। আমার ইচ্ছা, মহারাণার অনুকম্পার বিনিময়ে তারই সঙ্গে তোর বিবাহ দিই।

তারা। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা—

শূরতান। বলেছি মা! যদি ভাগ্যে থাকে পাব; প্রজাপতির নির্বন্ধ যদি থাকে, রাজ্য না পেলেও তোদের এ মিলন খণ্ডন হবে না মা।

তারা। তাহলে আমার প্রতিজ্ঞা কি অপূর্ণ থাকবে বাবা?

শূরতান। রাজ্য তো একটা পেয়েছি মা?

তারা। তা হয় না বাবা! আমার প্রতিজ্ঞা, টোডারাজ্য যে উদ্ধার করে দেবে—সে কাণা খোঁড়া কুৎসিত হলেও, সেই হবে আমার স্বামী।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। তোমার প্রতিজ্ঞা সার্থক করবার জন্য আমি আজই অভিযান করছি রাজকুমারী। যদি পারি রাজ্য উদ্ধার করেই ফিরে আসব, নইলে বেদনোরে আমি আর আসব না।

তারা। আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিন। কিন্তু আমার পণ—[নিম্নস্বরে] আগে রাজ্য পেলে তারপর মালা দেবো। [প্রস্থানোদ্যত হইয়া স্বগত] রূপে যেন দেবরাজ ইন্দ্র। হে ভগবান, বাবার উদ্দেশ্য সফল করো, আমারও কামনা পূরণ করে দাও।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। [স্বগত] অদ্ভুত রূপ!

শূরতান। রাজকুমার!

পৃথ্বীরাজ। আমি এখনই যাত্রা করছি মহারাজ !

শূরতান। আপনি একাকী যাবেন রাজকুমার ?

পৃথ্বীরাজ। একা নয় মহারাজ, আমার সঙ্গীদের নিয়েই যাব।

শূরতান। তবে এগিয়ে যান। আমিও সৈন্যসামন্ত নিয়ে পেছনে যাচ্ছি। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

বিজয়। হে প্রজাপতি ঠাকুর, তোমাকে আমার বারবার নমস্কার।

পৃথ্বীরাজ। কেন কুমার ?

বিজয়। কেন কি ? আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন ? আজকে কবেই দিদির বিয়ে হয়ে যেত।

পৃথ্বীরাজ। তাই নাকি !

বিজয়। নাকি মানে ? আপনি আসুন, দিদি এখন মালা না দিলেও, যুদ্ধে যাবার সময় আমি আপনাকে এক ছড়া মালা দেবো।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। সত্যিই আমি এত রূপ আর দেখিনে। এখন বুঝেছি কেন দলে দলে রাজকুমার বেদনোরে ধন্না দেয়, আর জয়মলের মত দুর্বল অকর্মণ্যেরা কেন পতঙ্গের মত পুড়ে মরে।

[প্রস্থান।

তরলার প্রবেশ।

তরলা। [কাপড়ের খুঁটে পয়সা বাঁধিতে বাঁধিতে] হেই প্রজাপতি ঠাকুর ! তোমার জন্যে দু'পয়সা মানত বেঁধে রাখলুম। ভালয়

ভালয় চারচক্ষু এক করে দাও, তোমার থানে আমি পাঁচ ফুল দিয়ে পূজো পাঠিয়ে দেবো।

ছুটিয়া বিজয়ের পুনঃ প্রবেশ।

বিজয়। ও তরলাদি!

তরলা। থামো বাপু, থামো, মনটিকে আমার এক করতে দাও। সব সময় খালি লাফালাফি। [কাপড়ের খুঁট কপালে ঠেকাইয়া] নমঃ প্রজাপতি ঠাকুর, নমঃ নমঃ।

বিজয়। [ঠেলা দিয়া] ওকি তরলাদি!

তরলা। থামো বাপু! অত ঢাক বাজানো কেন?

বিজয়। তাহলে বল, কাপড়ে ওটা কি?

তরলা। মানত—মানত।

বিজয়। কিসের মানত?

তরলা। তোমার দিদিমণির। কালা নাকি? বিয়েটা হলেই পূজো দেবো। এখন তুলে রাখলুম।

বিজয়। পালটা কাপড়ে?

তরলা। কি? গালটা কামড়ে দেবে? কেন গা? অন্যায় কি করলুম।

বিজয়। তুমি মালা গেঁথে রাখ, দিদির বিয়ে হলো বলে।

তরলা। মালা গাঁথব? আমি কেন? ও আপনিই গাঁথতে লেগে গেছে। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, কি ঘেন্না মা! লাজে মরে যাই।

বিজয়। বর দেখেছিস—বর? আবার একজন এসেছে।

তরলা। তা তো আসবে। পালে পালে কত এলো—লেজ তুলে পালিয়েও গেল। তাইতো আমি মানত বাঁধলুম।

বিজয়। ও কিন্তু যেমন তেমন নয়, খুব বীর।

তরলা। সে আমি আঁচে বুঝে নিয়েছি।

বিজয়। দেখবে এসো, দেখলে তোমারও মাথা ঘুরে যাবে।

[প্রস্থান।

তরলা। ওমা, কি ঘেন্না গা। লুকিয়ে লুকিয়ে এত! "মানে মরেছে রাজার ঝি, ওষুধপত্তর তার করবে কি?" যে যাই করুক বাপু, আমরা দাসী হলেও সবই টের পাই। তাইতো আমরা ঝাড়-ফুক সবই করতে পারি। যাই জলপড়াটা গায়ে ছিটিয়ে দিই। না জানি কারো দৃষ্টি পড়েছে। সেদিন একটিকে তো মেরেই ফেললে। কারও নজর যদি পড়ে থাকে তো দোষ কেটেই যাবে। দুগ্‌গা—দুগ্‌গা!

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

সুরজগড়।

সাবংদেব ও সুরজমলের প্রবেশ।

সারংদেব। তাহলে এই স্থির?

সুরজ। আপনি যখন বলেছেন, বাধ্য হয়েই স্থির করেছি।

সারংদেব। আমি বলছি মানে। তোমার কি তাহলে নিজের কোন ইচ্ছে নেই?

সুরজ। না-না, ইচ্ছে থাকলেও আমি যে অসহায় নিরুপায় হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসেছিলুম। আপনি যখন সাহায্য করতে চেয়েছেন—তখন দেখা যাক অদৃষ্টে কি আছে।

সারংদেব। তুমি কি তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে?

সুরজ। ইচ্ছার বিরুদ্ধে! কি বলছেন আপনি?

সারংদেব। বলছি—তোমার ধরণ-ধারণ মোটেই যুদ্ধের উপযোগী নয়। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর চেয়ে একরকম আমরা আছিই ভাল।

সুরজ। না-না, আপনি রাগ করবেন না। ভেবেছিলুম যুদ্ধ-বিগ্রহ আর করব না, যার জন্ত চুরি করলুম, সেই বললে চোর। কিন্তু আপনার সান্নিধ্যে এসে আবার আমার ইচ্ছে হচ্ছে—

সারংদেব। আমি কি তবে তোমাকে জোর করে বিদ্রোহ করতে ঠেকাচ্ছি?

সুরজ। না-না, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি কিনা, আমি সেটাও চেষ্টা করে দেখতে চাই।

সারংদেব। শোন, খোঁড়া শিকারীকে ঘাড়ে করে শিকার করা চলে না। প্রতিষ্ঠা তো তুমি চাওনি। এটা ছেলেখেলা নয় সুরজমল, যুদ্ধক্ষেত্র। জীবন-মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে রক্তসমুদ্রে সন্তরণ করা তোমার কর্ম নয়।

সুরজ। আমি কি তা জানিনে পিতৃব্য?

সারংদেব। জান সবই, কেবল এটা জান না যে, "হয় জয়, নয় মৃত্যু"। তোমার যদি নিজের উদ্দীপনা না থাকে, আমরা কি করতে পারি!

সুরজ। আপনি কি বলতে চান যে—

সারংদেব। তুমি দুর্বল, অকর্মণ্য। কাপুরুষতা তোমাকে জড় পঙ্গু করে দিয়েছে। তোমাকে বড় জোর সৈন্যদলে ভর্তি করা যায়, প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

সুরজ। না-না, আমি কথা দিচ্ছি—

সারংদেব। আবার কথা ফিরিয়েও নিচ্ছ।

সুরজ। পিতৃব্য!

সারংদেব। যাও-যাও, তুমি দুর্বলচিত্ত ভীরু। আরো তিন যুগ তোমার নারী হয়ে জন্মানো উচিত ছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রতিষ্ঠা যে করতে চায় না, তার মত অলসের পক্ষে রাণাবংশে জন্মগ্রহণ করা উচিতই হয়নি।

সুরজ। না-না, আপনি বিশ্বাস করুন—

সারংদেব। সিংহবিক্রম নিয়ে যে পুরুষ জাগ্রত হয় না, ধিক তার পুরুষ জীবনে।

সুরজ। আমি শপথ করছি—

সারংদেব। রাখো তোমার শপথ। কোথায় তোমার সে ব্যগ্রতা,

যার ওপর নির্ভর করছে শত্রুজয়ের নিশ্চয়তা? কোথায় তোমার সে উগ্র চেতনা, যার ওপর নির্ভর করছে অধিকারের দৃঢ়তা?

সুরজ। বিশ্বাস করুন, সে দৃঢ়তা আমার আছে।

সারংদেব। আছে তো পিছিয়ে আছ কেন? গাধাকে পিটোলে ঘোড়া হয় না সুরজমল, বরং ঘোড়াকে পিটোলে যুদ্ধাশ্ব তৈরী হয়।

সুরজ। আমিও আপনাকে দেখিয়ে দেবো পিতৃব্য, যুদ্ধক্ষেত্রে সুরজমল অস্ত্র ধরতে জানে কি না! নতুন উদ্দীপনায় এগিয়ে যাব। সম্মুখে পাহাড় যদি বাধা সৃষ্টি করে, টেনে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দেবো। গভীর তটিনী যদি পথ রোধ করে, অগস্ত্যের মত গণ্ডুষে শোষণ করব। আর মত্ত মাতঙ্গ যদি সম্মুখে পতিত হয়, ফুৎকারে উড়িয়ে দেবো।

সারংদেব। সাবাস! এই তো চাই। নইলে মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে কেন? এগিয়ে যাও সুরজমল, আমার দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাও। রাণা রায়মলকে বুঝিয়ে দাও, অন্যায় অবিচারের পরিণাম কি ভয়াবহ!

ভূপতি রায়ের প্রবেশ।

ভূপতি। বুঝিয়ে দিন, ভাল করে বুঝিয়ে দিন কাকাকে, যে ওই রাণাবংশটা ভয়ানক বেয়াড়া, আর তাদের কোন গৌরব নেই।

সুরজ। ভূপতি রায়! তুমি—

ভূপতি। অবাক হয়ে যাচ্ছেন বুঝি? সাধে কি শ্বশুরের বিরুদ্ধে যাচ্ছি? শুধু আমি যাচ্ছি নয়, আমার বাহিনীও প্রস্তুত। যখনই আদেশ করবেন—

সুরজ। শ্বশুরের বিরুদ্ধে তুমি যাবে কেন?

ভূপতি। আর শ্বশুর! শ্বশুরবংশের যা সুনাম বাড়াচ্ছে আপনার ভাইঝি! কি বলব আপনাকে, আপনাদের চাপিয়ে দেওয়া ওই বোঝাটাকে না খালাস করতে পারছি, না বইতেও পারছি।

সুরজ। কেন, কি করেছে সে?

ভূপতি। কি করতে তাঁর বাকি আছে তাই বলুন। আমি তাঁকে রাণী করেছি, আর তিনি আমাকে অনুগ্রহ করে স্বামী করেছেন। এ যেন আমার বহু পুরুষের সৌভাগ্য। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, এই-কি রাণাবংশের মেয়ে।

সুরজ। ভূপতি রায়! আমার সম্মুখে তুমি রাণাবংশের বদনাম করছ?

ভূপতি। বংশের সুনাম আর কি আছে বলুন? শুরতান সিংহের কন্যা তারাবাঈ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়মলকে বিয়ে করবে বলে পাকা কথা হয়ে গেল। শুনে আশ্চর্য হবেন, রাত্রিকালে জয়মলকে হত্যা করলে সেই তারাবাঈ।

সুরজ। জয়মলকে হত্যা করেছে তারাবাঈ?

ভূপতি। করবে না? স্বামী তো তার একটা নয়। জয়মলের সৎকার হওয়ার আগে আবার এসে জুটেছে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র পৃথ্বীরাজ। মালা বদল তো হয়েই গেছে।

সারংদেব। পৃথ্বীরাজ তো নির্বাসিত, সেও বিয়ে করলে?

সুরজ। আশ্চর্য!

ভূপতি। ভাবছেন কি খুল্লতাত? আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূটি দ্রৌপদী কি মন্দোদরী তাই আমি ভাবছি।

সুরজ। থাক, ওদের আলোচনার কোন দরকার নেই।

ভূপতি। তাই বলছি, আপনার বংশের আর আছে কি বলুন ?

সুরজ। ভূপতি রায়!

ভূপতি। আপনিও যদি যান, আপনার পুত্রবধূটি পৃথ্বীরাজকে ছেড়ে আবার আপনাকেও বরণ করে কিনা—দেখুন না।

সুরজ। সংযত হয়ে কথা বল ভূপতি রায়।

ভূপতি। তাইতো মানের দায়ে রাণাবংশটাকে তাড়াতাড়ি উচ্ছেদ করার জন্য আমিও আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।

সুরজ। ফিরে যাও ভূপতি রায়, তোমার মত নিন্দুকের সাহায্য আমি চাই না।

ভূপতি। কথা শুনুন। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না।

সুরজ। সে আমিই বুঝবো।

সারংদেব। কথাটা চিন্তা কর সুরজমল।

ভূপতি। নইলে অশেষ দুর্গতি হবে।

সুরজ। পিতৃতুল্য শ্বশুরের যে নিন্দা করে, তার মত দুর্মুখের অযাচিত সাহায্য সুরজমল চায় না।

সারংদেব। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ, বুঝেছ ?

সুরজ। পারে সুরজমল নিজের শক্তিতে দাঁড়াবে, না হয় মরবে; তবু সে নিন্দুকের সাহায্য নিয়ে স্বর্গজয় করতে চায় না।

ভূপতি। রাণার সৈন্যসংখ্যা কত জানেন ?

সুরজ। আমার চেয়ে তুমি বেশী জান না ভূপতি রায়। ভাল যদি চাও, ফিরে যাও তুমি তোমার ঘরে। খবরদার, শ্বশুরের মন্দভাগী হয়ো না।

ভূপতি। তাতে আপনার কি ?

সুরজ। আমার জয়-পরাজয় দুইই সমান। কিন্তু তুমি যদি পরাজিত হও, তোমার একুল ওকুল সবই যাবে। কেন এসেছ তুমি?

ভূপতি। আমার শ্বশুরের চেয়ে আপনাকে আমি বেশী ভালবাসি, তাই আপনাকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছি।

সুরজ। ভালবাসা মুছে ফেল ভূপতি রায়! যে আজ শ্বশুরের নিন্দা করতে পারে, দুদিন বাদে সে পঞ্চমুখে আমারও নিন্দা করবে।

[প্রস্থান।

ভূপতি। [স্বগত] ওঃ! তারাবাঈকে লাভ করে কমলার দেমাক ভাঙতে পারলুম না, আর রাণাবংশের অহঙ্কারও চূর্ণ করতে পারলুম না।

সারংদেব। কি ভাবছ ভূপতি রায়?

ভূপতি। ভাবছি আপনাকে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আজ এমনি অপমানিত করলেন?

সারংদেব। না, তোমার সাহায্য আমি গ্রহণ করবই।

ভূপতি। যুদ্ধটা কার? আপনার—না ছোট রাণার?

সারংদেব। দুজনেরই।

ভূপতি। তাহলে—

সারংদেব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সাহায্য নেবোই।

ভূপতি। উনি যদি গ্রহণ না করেন?

সারংদেব। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে ওকেই মরতে হবে।

ভূপতি। তারপরে?

সারংদেব। তোমার আমার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ চালাব।

ভূপতি। যদি জয় হয়—

সারংদেব। চিতোর রাজ্য দুজনেই ভাগ করে নেবো।

ভূপতি। তাহলে এখন বলুন, রাণা হবে কে?

সারংদেব। তুমিই বল। তুমি যদি চাও, আমার আপত্তি নেই।

ভূপতি। আমারও তাতে আপত্তি নেই। তবে ওই তারাবাঈকে আমার চাই।

সারংদেব। বেশ। তুমি যদি তারাবাঈকে নাও, চিতোরের সিংহাসন থাকবে আমার।

ভূপতি। তা আমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি। তবে আসি এখন। [স্বগত] এ যুদ্ধে আমার কাজ হবে শুধু জয়ধ্বনি দেওয়া। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে বৃদ্ধকে সরিয়ে দিলেই সিংহাসন আর তারাবাঈ দুই-ই হবে আমার।

[প্রস্থান।

সারংদেব। হাঃ-হাঃ-হাঃ! নারী দিয়ে তোমাকে বক দেখাব ভূপতি রায়! চিতোরের সিংহাসন কার হবে ভগবান জানেন। সারংদেবকে তোমরা কেউ চেন না। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পাহাড়ী পথ।

গীতকণ্ঠে মায়ার প্রবেশ।

মায়া।—

গীত।

আকাশে বাতাসে শুনি তার বাণী,
ভয় নাই ওরে—ভয় নাই;
পরের লাগি যে দেয় আত্মবলি
নাই নাই—তার ক্ষয় নাই।
আছে যারা দূরে নিও কাছে টেনে, করো তারে স্নেহদান,
কাটিবে তমসা উজলী ধরণী, জাগিবে বিশাল প্রাণ।
সপ্তমে তোল বীণার তান,
পঞ্চমে গাও মিলন গান,
বিশ্বেরে তোল আপনার করে সবারে ভাবিও ভাই ভাই॥

ধীরে ধীরে সঙ্গর প্রবেশ।

সঙ্গ। বাঃ—বাঃ—বাঃ। বেড়ে গেয়েছ কিন্তু। কিছু মিলবে গা?

মায়া। কে তুমি?

সঙ্গ। ভিখিরী গো! দাওনা দুটো, তিনদিন কিছু খাইনে।

মায়া। আমার কাছে ভিক্ষে চাইছ?

সঙ্গ। কেন চাইব না? তোমরা অন্নপূর্ণার জাত। তোমাদের অফুরন্ত আছে। দুটো দিলে কমে যাবে না।

মায়া। আমি যে ভিখারিণী, দেখতে পাচ্ছ না?

সঙ্গ। তাহলেও আমার মত উপোস করতে হয় না। তোমরা গৃহস্থের বাড়িতে পা দিলে বিমুখ করে না। আর আমরা গেলেই কুকুর লেলিয়ে দেয়।

মায়া। আমার কাছে তো আর কিছু নেই; এই দুটো ফল আছে, খেয়ে পেটের জ্বালা জুড়োও। [ফলদান]

সঙ্গ। [খাইতে খাইতে] বাঃ—বাঃ, জীবনে কখনো খাইনে।

মায়া। [মুখের দিকে তাকাইয়া] যার খাবার কত কাক-চিলে খেয়ে বাঁচে, সে এসেছে ভিক্ষে করতে!

সঙ্গ। কাকে বলছ?

মায়া। যে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সঙ্গ। [এদিক ওদিক দেখিয়া] মানে, আ-মা-কে নাকি?

মায়া। তুমি তো ভিখিরী নও। তোমার কপালে যে রাজ-লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ

পৃথ্বীরাজ। কার, কার মাতাজী? কার কপালে রাজ-লক্ষণ দেখতে পাচ্ছ?

সঙ্গ। [নিজেকে সাইলাইবার জন্য] শুনছেন মশায়, শুনছেন? আমাকে রাজা বলছে। আসল কথা, আমাকে দেখে ওর হিংসে হচ্ছে। মানে—আমি দুটো ভিক্ষে পেয়েছি কিনা! তাই রাজলক্ষণ দেখিয়ে আকাশে তুলে তাও হাতিয়ে নিতে চায়, মেয়েটা ভারি ধড়িবাজ তো!

মায়া। ভিখারী।

সঙ্গ। যাও—যাও, তোমার সরু সরু কথা আমি চিনি। আমার পেছু লাগলে তোমার একদিন কি আমার একদিন। [প্রস্থানোদ্যত]

পৃথ্বীরাজ। দাঁড়াও ভিখারী!

সঙ্গ। আমাকে বলছেন হুজুর?

পৃথ্বীরাজ। হ্যাঁ, তোমাকে। আমারও সন্দেহ হচ্ছে, তুমি ভিখারী নও।

সঙ্গ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমাকে ভিখারী পেয়ে আপনারা সবাই মিলে যদি যা খুশী বলেন, আমি যাই কোথা হুজুর?

পৃথ্বীরাজ। সত্য বল, তুমি কে?

সঙ্গ। মিথ্যে যদি বলেছি তো আমার জিভ খসে যাবে। সন্দেহ যদি করেন, আপনি বলুন আমি কে?

পৃথ্বীরাজ। তুমি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী।

সঙ্গ। আমিও বলছি, আপনি কোন ছদ্মবেশী।

পৃথ্বীরাজ। [ধমকাইয়া] ভিখারী!

সঙ্গ। কি জানেন, কথার ওপর তো দাম লাগে না। যার যা খুশী বললেই হলো।

পৃথ্বীরাজ। আমাকে চেনো না?

সঙ্গ। আপনি তো চিতোরের যুবরাজ হুজুর!

পৃথ্বীরাজ। জংলী মীনাদের হাতে তুমি না বন্দী হয়েছিলে?

সঙ্গ। আপনাদের দয়াতেই তো উদ্ধার পেয়েছি যুবরাজ। নইলে আমি তো যেতেই বসেছিলুম।

পৃথ্বীরাজ। তোমার কথাবার্তার ধরণ যেমন, আমার বিশ্বাস—তুমি নিশ্চয়ই কোন—

সঙ্গ। রাজা বাদশা। বলিহারী আমার কপাল রে! ভিক্ষে করেও রাজার নাম।

মায়া। যাও রাজকুমার! ভিখারীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে নিজের মর্যাদা দিও না। তুমি তোমার কাজে যাও।

সঙ্গ। ওনার আবার কাজ তেমন আর কি? ফাটকা কারবার তো? তাও তো শেষ হয়ে গেছে।

পৃথ্বীরাজ। ফাটকা কারবার! তার অর্থ?

সঙ্গ। আপনি তো এসেছেন আপনার শ্বশুরের রাজ্য উদ্ধার করতে! সত্যি যুবরাজ! আপনার পোয়া বারো। ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার নেহাৎ সুপ্রসন্না। এঃ, কি সৌভাগ্য আপনার!

পৃথ্বীরাজ। কেন, কিসের সৌভাগ্য?

সঙ্গ। এক দাবায় তারাবাঈয়ের মত স্ত্রী পেলেন, রাজ্য উদ্ধার করলেন, অথচ যুদ্ধই করতে হলো না।

পৃথ্বীরাজ। কে বললে যুদ্ধ হয় না?

সঙ্গ। আমি তো ভীড়ের মধ্যে ছিলুম। কালকে মহরম গেল তো। পাঠান সর্দার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে মহরম দেখছিলেন। মহরমের উৎসবে সৈন্য-সামন্তরা মশগুল ছিল। আপনি দাড়ি পরে ওদের দলে ভিড়ে গেলেন।

মায়া। তাই নাকি? মুসলমান সেজে—

পৃথ্বীরাজ। মিথ্যে কথা।

সঙ্গ। তবে বাহাদুর তীরন্দাজ আপনি। ভীড়ের ভেতরে থেকে যখন সাঁই করে আপনার বিষাক্ত তীরটা গিয়ে পাঠান সর্দারকে ধরাশায়ী করলো, তখন আর যায় কোথা! আপনার সৈন্যরা তো ভেতরে ছিল। তখন কাটাকাটি তো নয়, একেবারে দক্ষযজ্ঞ বেধে

গেল। পাঠান সৈন্যরা তো কাটা পড়লো ; যারা বাঁচলো, তারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল, আপনি রাজধানী দখল করে বীরের মত কার্যোদ্ধার করলেন।

পৃথ্বীরাজ। আমরা রাজপুত, যুদ্ধ আমাদের খেলা। যা প্রতিজ্ঞা করি, তা পালন না করে জলগ্রহণ করি না।

সঙ্গ। তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কাজটা আপনার বীরের মত হলো না।

পৃথ্বীরাজ। কি বলছ তুমি ?

সঙ্গ। লোকে এতদিন রাজপুতকে অভিবাদন করত, এবার থেকে যষ্ঠিবাদন করবে।

পৃথ্বীরাজ। রসনা সংযত করে কথা বল ভিক্ষুক !

সঙ্গ। ওইটি আমার মুখের দোষ হুজুর ! সত্যি কথা বলতে মুখে আগল পড়ে না। লোকে বলছে, রাণাবংশের আপনি নাকি যুদ্ধ করতে যতটা পারেন, তার চেয়ে বেশী পারেন শয়তানী করতে।

পৃথ্বীরাজ। তোমার চক্ষু উৎপাটন করব।

সঙ্গ। তা হলেও যে যুদ্ধ করতে জানে, সে উৎসবের দিনে আত্ম-গোপন করে পেছন থেকে তীর ছুঁড়বে কেন ?

পৃথ্বীরাজ। তুমি কি বুঝবে ভিক্ষুক ! যে শয়তান অতর্কিত আক্রমণ করে রাজ্য দখল করে, তার সঙ্গে শয়তানী করাই উচিত।

সঙ্গ। কুকুর আপনার পায়ে কামড় দিয়েছে বলে, আপনিও তার পায়ে কামড়াবেন ?

পৃথ্বীরাজ। [ক্রোধে] ভিক্ষুক !

সঙ্গ। শুনেছি তারাবাঈ বীরাঙ্গনা, আপনি কিন্তু বীরের পরিচয় দিতে পারলেন না।

পৃথ্বীরাজ। আমি তোমার রসনা ছেদন করব। [অসি নিষ্কাসন]

সঙ্গ। দেশ যদি এই কথা বলে, আমার রসনা ছেদন করলেও তো বদনাম যাবে না রাজকুমার!

পৃথ্বীরাজ। দেশ যদি আমার বদনাম করে, আমিও তাদের চোখ রাঙানী সহ্য করব না ভিক্ষুক।

সঙ্গ। বেশী চোখ রাঙাবেন না হুজুর। চোখ তাদেরও আছে, তারাও রাঙাতে পারে।

পৃথ্বীরাজ। চুপ! কোন স্পর্ধায় আমার মুখের উপর কটূক্তি কর। তোমার কি মৃত্যুভয় নেই?

সঙ্গ। কি জানেন! "রাখে হরি মারে কে?" মৃত্যুকে ভয় করে লুকোবার জায়গা কোথায় রাজকুমার!

পৃথ্বীরাজ। সত্য বল তুমি কে? নইলে আমি তোমাকে হত্যাই করব।

সঙ্গ। ভিক্ষুকই আমার পরিচয়। এর বেশী জানতে চাইলে লজ্জাই পাব।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। ও কে মাতাজী?

মায়া। আমি ওকে ভিক্ষুকই তো দেখছি।

পৃথ্বীরাজ। তবে যে ওর কপালে রাজলক্ষণ বলেছিলেন?

মায়া। ওর সঙ্গে রসিকতাই করেছিলুম রাজকুমার।

পৃথ্বীরাজ। তুমি কি ওকে চিনতে পারোনি? যদি রাজলক্ষণ দেখে থাকো, তবে পলাতক সঙ্গ হতেও তো পারে?

মায়া। কি করে জানব রাজকুমার! সঙ্গ কি আজও বেঁচে আছে?

পৃথ্বীরাজ। গণনায় তো তুমি বলেছিলে, সিংহাসনের অধিকারী সেই।

মায়া। সেদিন আমি ভুল দেখিনি। তবে নিয়তির নির্বন্ধ কেউ খণ্ডন করতে পারে না।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। তবে কি সঙ্গ নেই? নাঃ, তবুও বিশ্বাস নেই। পিতাও বলেছেন—সঙ্গ যদি থাকে, সিংহাসনে আমার কোন অধিকার নেই। যদি পাই, আবার একবার সিংহাসনের চূড়ান্ত মীমাংসা হবেই। সারংদেবের সঙ্গে খুল্লতাত সুরজমল যোগ দিয়ে বিদ্রোহী হয়েছে। আগে তাদের শায়েস্তা করে আসি, তারপর তন্নতন্ন করে সন্ধান নেবো সঙ্গের—মীমাংসা করব অস্ত্রের মাধ্যমে।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

যুদ্ধ করিতে করিতে সারংদেব ও রায়মলের প্রবেশ।

রায়মল। সারংদেব!

সারংদেব। বলুন।

রায়মল। এ বিদ্রোহের নায়ক কে? তুমি—না সুরজমল?

সারংদেব। বিদ্রোহের নায়ক আমি কেন হতে যাবো মহারাণা।

রায়মল। তবে এ বয়সে তুমি যুদ্ধ করতে এসেছ কেন?

সারংদেব। বয়সের কথা বলবেন না মহারাণা, আমার চেয়ে আপনার বয়স অনেক বেশী।

রায়মল। আমার কথা ছাড়। আমি রাণা, যারা আমার দেশের বুকে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে এসেছে, তাদের শাস্তি দেওয়াই আমার কাজ। তুমি যদি বিদ্রোহের নায়ক নও, তবে কেন এসেছ চিতোর আক্রমণ করতে?

সারংদেব। আমি কি আসতে চাই মহারাণা! ছোকরাকে আমি কত বোঝালাম, সে কি শুনলে?

রায়মল। তুমি বুঝিয়েছ, না যুক্তি দিয়েছ?

সারংদেব। না-না, আমি বলেছি—দেখ সুরজমল, মহারাণা তোমার দাদা—চিতোরবাসীর দণ্ডমুণ্ডের মালিক, ন্যায়পরায়ণ বিচারক;

তাঁর বিচারে কখনও ভুল থাকতে পারে না। তাছাড়া চিতোর তোমার জন্মভূমি। কিন্তু সে কি কান দিয়ে শুনলে?

রায়মল। তবে তুমি তো তাকে তোমার রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতে?

সারংদেব। আর কি করব। তাকে যখন আশ্রয় দিয়ে ফেলেছি—

রায়মল। তখন রণদামামা বাজিয়ে ছুটে এসেছো, যদি কিছু ঘরপোড়া কাঠ সংগ্রহ করতে পার।

সারংদেব। না-না, সে কি বলছেন!

রায়মল। তবে উত্তর দাও, কোন স্বার্থে তুমি যুদ্ধ করতে এসেছ? এই যুদ্ধে যদি রাণা রায়মলের মৃত্যু হয় আর তোমাদের জয় হয়, বল সারংদেব, চিতোরের সিংহাসন নেবে কে? তুমি— না সুরজমল?

সারংদেব। না-না-না, চিতোরের সিংহাসনে আমার এতটুকুও লোভ নেই।

রায়মল। এত নির্লোভ যদি তুমি, সুরজমলকে নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছ কি বলে?

সারংদেব। ছোকরা যখন কিছুতেই বাগ মানছে না, তখন ভাবলুম একবার বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া যাক। তাছাড়া—

রায়মল। তাছাড়া আর কি, বাঘ যদি নখাঘাতে তার মাথাটা ছিঁড়ে ফেলে?

সারংদেব। সেইজন্যই তো আমার আসা মহারাণা! ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ হবে—একি লজ্জার কথা। যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে দেখা হলে যাতে ওটা মিটমাট হয়ে যায়, সেই চেষ্টার জন্য—

রায়মল। তুমি এসেছ সর্বাগ্রে অস্ত্র উত্তোলন করে। শয়তান সারংদেব, আর কত মিথ্যে প্রলাপ দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাও?

সারংদেব। না-না-না মহারাণা! আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন—

রায়মল। বিশ্বাস? হাঃ-হাঃ-হাঃ। শাস্ত্র মিথ্যা বলেনি সারংদেব, যে "জ্ঞাতি শত্রু হলেই তাকে কোনদিন বিশ্বাস করতে নেই।"

সারংদেব। মহারাণা বিচক্ষণ। কিন্তু আমাকে সে রকম জ্ঞাতি ভাববেন না। আমি আপনাদের উভয়ের দ্বন্দ্ব মেটাবার জন্য—

রায়মল। যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে শত্রুর সাহস বৃদ্ধি করেছ। কেমন?

সারংদেব। আপনি আমাকে যা বলবেন বলুন, আমি আর কি করব?

রায়মল। বলবার কিছু নেই সারংদেব। রাজপুতনায় অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্য থাকলেও, রাজপুতের ঐক্যই শত্রুর বুকে শঙ্কা জাগিয়ে দিত। কিন্তু আজ তোমার এই আচরণে শত্রুর বুকে সাহস সৃষ্টি করেছে। তারাও সদলবলে প্রস্তুত হচ্ছে। সারংদেব! তোমার এই ধুর্তামীর উচিত শাস্তি না দিলে রাজপুতের গৌরবান্বিত ঐক্য আর থাকবে না। অস্ত্র ধর সারংদেব, তোমার মৃত্যুই রাজপুতের কাম্য।

সারংদেব। আপনি নিতান্তই যখন শুনবেন না তবে আসুন—হয় জয়, নয় মৃত্যু, যে কোন একটা হবেই।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

সুরজমলের প্রবেশ।

সুরজ। দাদার কাছে পরাজিত হয়ে সারংদেব পালিয়ে যাচ্ছে।

বাঃ-বাঃ, চমৎকার রণকৌশল! মুখ রাখো দিনমণি, মুখ রাখো। রাজপুত গৌরব যেন মসীলিপ্ত না হয়।

রায়মলের পুনঃ প্রবেশ।

রায়মল। কোন রাজপুতের গৌরব মসীলিপ্ত হবে সুরজমল? তোমার—না চিতোরের রাণার?

সুরজ। দাদা! [নত হইয়া প্রণাম করিল]

রায়মল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রক্তখেকো বাঘ হয়ে আর সাধুগিরি কেন সুরজমল?

সুরজ। আমি বাঘ নই দাদা!

রায়মল। তবে অস্ত্র হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে কেন?

সুরজ। নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য।

রায়মল। কোথায়?

সুরজ। চিতোরে।

রায়মল। তাহলে তুমি বিদ্রোহী?

সুরজ। সত্য দাদা।

রায়মল। তাহলে চিতোরের সিংহাসনটা তোমার চাই?

সুরজ। না দাদা, সিংহাসন আমি চাইনে।

রায়মল। তবে কিসের প্রতিষ্ঠা চাও মূর্খ?

সুরজ। চিতোরবাসের অধিকার।

রায়মল। নাঃ, চিতোরবাসের অযোগ্য তুমি।

সুরজ। সেই যোগ্যতা লাভ করবার জন্যই আমার এ অভিযান দাদা!

রায়মল। জান না, আমি তোমায় নির্বাসন দণ্ড দিয়েছি?

সুরজ। কিন্তু কোন দোষে দাদা?

রায়মল। চিতোর রাণার বিচারে।

সুরজ। চমৎকার চিতোরের রাণা। সেদিন কি আমি চিতোর রাণার গৌরব রক্ষা করিনি? চিতোরের সিংহাসনের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীকে রক্ষা করতে কি চাইনি?

রায়মল। কোন শত্রুর মহড়া প্রতিরোধ করেছিলে সুরজমল?

সুরজ। বাইরের শত্রু না হলেও, তারা কি গৃহশত্রু নয়? তারা চিতোরের সন্তান হলেও, সিংহাসনের লালসা কি তাদের রক্তাক্ত অবতারণার সৃষ্টি করেনি?

রায়মল। ওরে, সেদিন তোর বিচার তো আমি করিনি।

সুরজ। কে করেছে তবে?

রায়মল। চিতোরের রাণা। যাঁর হাতে চিতোরবাসী ন্যায়দণ্ড তুলে দিয়েছে।

সুরজ। আমিও সেই রাণাকে বুঝিয়ে দেবো যে, সুরজমল চিতোরবাসের অযোগ্য নয়।

রায়মল। ওরে! সঙ্গ বুঝি নেই। আজও তার কোন সন্ধান কেউই দিতে পারলে না। পৃথ্বীরাজ বীর হলেও সিংহাসনে বসবার মত গুণাবলী সবটা তার নেই। চিতোরের সিংহাসনটা তুই নিবি?

সুরজ। না, চাইনে সিংহাসন।

রায়মল। কেউ দেখবে না, তোকে দান করছি বলে কেউ জানবে না। অস্ত্র তোল, নামমাত্র যুদ্ধ করে তোর অস্ত্রখানা আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে সিংহাসনটা দখল কর।

সুরজ। দাদা!

রায়মল। নে—নে, অস্ত্র ধর বলছি, অস্ত্র ধর।

সুরজ। আমি তো দাদার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিনি।

রায়মল। তবে কার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিস?

সুরজ। চিতোরের রাণার বিরুদ্ধে।

রায়মল। চিতোরের রাণাই তো তোকে সিংহাসন দিচ্ছে।

সুরজ। চিতোরের রাণাকে এমন দুর্বল ভীরু আমি কোনদিন দেখিনি।

রায়মল। সুরজমল!

সুরজ। না-না, আমি চিতোরের রাণার বীরত্ব গৌরব এমনি করে ধূলিসাৎ হতে দেবো না।

রায়মল। যদি চিতোর রাণার পরাজয় হয়?

সুরজ। যুদ্ধলব্ধ সিংহাসন রাণার হাতে তুলে দিয়ে গর্বে বাস করব চিতোরের প্রজা হয়ে।

রায়মল। আর যদি রাণার মৃত্যু ঘটে?

সুরজ। চোখের জলে সিংহাসনটা ধুয়ে দেবো, আর সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর যতদিন না সন্ধান মেলে, ততদিন অস্ত্রহাতে পাহারা দেবো।

রায়মল। কিন্তু যদি তোর পরাজয় হয়?

সুরজ। চিরদিনের জন্য চিতোর ছেড়ে চলে যাব, আর কোনদিন চিতোরমুখী হবো না।

রায়মল। না। চিতোরের রাণা কোনদিন এমন বিদ্রোহী প্রজার অন্যায় আচরণ ক্ষমা করবে না।

সুরজ। সাবাস! তবে অস্ত্র ধরুন চিতোরেশ্বর! এইখানে আজ জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যাক। [উভয়ের যুদ্ধ, রায়মলের পরাজয়]

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। যতক্ষণ পৃথ্বীরাজের হাতে অস্ত্র আছে, ততক্ষণ জয়ের আশা নেই খুল্লতাত!

সুরজ। কে? পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। অবাক হয়ে গেলেন বুঝি কাকা?

রায়মল। পৃথ্বীরাজ! যদি পার ওর গায়ে আঘাত করো না, বন্দী করে নিয়ে এসো।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। কি কাকা? বন্দিত্ব স্বীকার করবে, না যুদ্ধ করবে?

সুরজ। না—না। সুরজমল মরবে, তবু বন্দিত্ব স্বীকার সে করবে না।

পৃথ্বীরাজ। শৃঙ্খলে বন্দী করবো না। শুধু মুখে বন্দিত্ব স্বীকার করলেই হবে।

সুরজ। না। হয় মরব—না হয় পুরোপুরি জয় করব।

পৃথ্বীরাজ। মরলে চিতোরের সিংহাসনে আর বসবে কে কাকা?

সুরজ। বিদ্রুপ রাখ পৃথ্বীরাজ। সিংহাসনে তুমিও কোন অধিকারে বসবে?

পৃথ্বীরাজ। পুরাতন ঝগড়াটা তাহলে আজও বাঁচিয়ে রেখেছ কাকা?

সুরজ। পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। তবে অস্ত্র ধর কাকা! জয়-পরাজয় কার অদৃষ্টে আছে, তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাক।

সুরজ। তাই ভাল পৃথ্বীরাজ! হয় জয় করব, না হয় মরব। যদি পরাজয়ও ঘটে, তবু তোমার হাতে বন্দিত্ব স্বীকার করব না।

পৃথ্বীরাজ। বেশ, তাই ভাল। অস্ত্র ধর। কোনটা তোমার অদৃষ্টে আছে দেখা যাক। [উভয়ের যুদ্ধ, সুরজমলের পরাজয় ও পলায়ন।] সিংহাসনের স্বপ্ন তোমার সফল হবে না পিতৃব্য।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্য পথ।

চিন্তিত সারংদেবের প্রবেশ।

সারংদেব। ইস্, কি কুক্ষণে এই হতভাগাটাকে আশ্রয় দিলুম—যে হতচ্ছাড়ার অদৃষ্টে কিচ্ছু নেই। সে যে ডালে ভর দেবে, সেই ডালই ভেঙে পড়বে। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, হতভাগাটার জন্য আমার রাজ্য সম্পদ তো গেল, শেষকালে ভিক্ষেটাও যে মিলবে, বোধ হয় সে আশাও আর নেই। এখন আমি করি কি ?

সুরজমলের প্রবেশ।

সুরজ। কি ভাবছেন পিতৃব্য ?

সারংদেব। সে তোমাকে বলে আর কি লাভ ?

সুরজ। সব সময় লাভের অঙ্ক কষলেই যে ঠকতে হয়।

সারংদেব। যাও—যাও, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।

সুরজ। সেকি পিতৃব্য? এত শীগগির সম্পর্কটা আপনি কেটে দিচ্ছেন?

সারংদেব। দেবো না! তোমারই জন্য আজ আমাকে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে করতে হয়েছে।

সুরজ। আমার জন্য?

সারংদেব। নয় কেন? তোমার জন্যই তো যুদ্ধ হলো, আমিও রাজ্যহারা হলুম।

সুরজ। আমি কি বাদ পড়েছি?

সারংদেব। তোমার আর কি? তোমার এ'পিঠ যা, ওপিঠ তা। রাজ্য থাকলে তো হারাবে।

সুরজ। না হলেও ভবিষ্যতে যদিও কোনদিন চিতোরে ঢোকবার সুযোগ হতো, আজ চিরদিনের মত তাও বন্ধ হয়ে গেল।

সারংদেব। হলেও তুমি ভিক্ষে করতে পার, তোমার সইবে; কিন্তু আমার পক্ষে তা কি সম্ভব? যত নষ্টের মূল তুমি।

সুরজ। আমাকে শুধু শুধু দোষ দিচ্ছেন কেন?

সারংদেব। তবে কি আমাকে দেবে? "ষাঁড়ে খেল ধান, তাঁতি যাবে বাঁধা।" বিদ্রোহের নায়ক তুমি নও?

সুরজ। সত্যি; কিন্তু বিদ্রোহ তো আমি করতে চাইনি?

সারংদেব। তবে কে চেয়েছিল? কার জন্য এ বিদ্রোহ?

সুরজ। আপনারও হয়তো কিছু স্বার্থ ছিল। নইলে আমি যতবারই বিদ্রোহ কবতে অস্বীকার করেছি, আপনি ততবারই আমাকে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করে উত্তেজিত করেছেন।

সারংদেব তোমার অদৃষ্টে যে কিছুই নেই, তা যদি জানতুম, সেদিন কি তোমাকে আশ্রয় দিতুম?

সুরজ। আমিও জানলে আমার দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জড়াতাম না।

সারংদেব। এখন বুঝেছি, দুঃখীকে আশ্রয় দিলে—তার দুঃখই কালসাপ হয়ে আশ্রয়দাতার গলা বেষ্টন করে।

সুরজ। এবার তো বুঝলেন, আর কোনদিন আশ্রয় দেবেন না।

সারংদেব। তুমি এখনও কোন লজ্জার কথা বলছ—আমি বুঝতেই পারছি না।

সুরজ। লজ্জা কি আমার আছে পিতৃব্য। সব লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছি আমার স্বর্গসম জন্মভূমি চিতোরের মাটিতে। নিয়ে এসেছি দুঃখ দৈন্য-ভরা পার্থিব জীবন। তাই আমি চলে যাব অনির্দ্দেশে যেদিকে দুচোখ যায়।

সারংদেব। তুমি যে চুলোয় যাবে যাও, বিরক্ত করো না। আমি এখন নিজের জ্বালায় ভুগছি।

সুরজ। আমার সঙ্গেই চলুন।

সারংদেব। তোমার কি আছে যে তোমার সঙ্গে যাব?

সুরজ। কিছু না থাক, আমি তো আছি। আমার জন্য যখন সর্ব্বস্ব হারিয়েছেন, চলুন, আমি জনমজুরী করেও আপনাকে খাওয়াতে পারব।

সারংদেব। লোকে বলবে কি জান?

সুরজ। বলবে রাজ্যহারা।

সারংদেব। তোমার সইবে, আমি সইব কি করে?

ভিখারীর বেশে সঙ্গর প্রবেশ।

সঙ্গ। সইতে না পারেন, গলায় দড়ি দেবেন।

সারংদেব। কে তুই?

সঙ্গ। আমি ভিখারী।

সারংদেব। কি চাস তুই?

সঙ্গ। ভিক্ষে চাই বাবা, দিন না দুটো।

সারংদেব। এখানে কেন?

সঙ্গ। আপনারা এসেছেন বলে আমিও এসেছি।

সারংদেব। তোমার জন্য কি ভিক্ষেটা সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি?

সঙ্গ। তাহলে কি কিছু মিলবে না?

সারংদেব। রাজধানীতে যা, ওখানে গেলে, গেলে যা চাইবি তাই পাবি।

সঙ্গ। আপনারা যাবেন না?

সারংদেব। আমাদের যেতে দেরি হবে।

সঙ্গ। এখন তবে যাচ্ছেন কোথা হুজুর?

সারংদেব। তীর্থে যাচ্ছি।

সঙ্গ। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন না। আমি আপনাদের মোটঘাট বয়ে নিয়ে যাব।

সারংদেব। না-না, আমাদের অনেক লোকজন আছে।

সঙ্গ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সারংদেব। হাসছিস যে?

সঙ্গ। মরে রাজপুত্তুর, টেকা নাহি ছাড়ে।

সারংদেব। ভিক্ষুক!

সজ। দেখছি রাজ্য হারিয়েছেন, তবু রাজকীয় ঢং বদলায় না।

সুরজ। কে তুমি ভিক্ষুক?

সজ। ভিক্ষুকের আর পরিচয় কি বাবা! কিন্তু—

সুরজ। কিন্তু কি?

সজ। ছিলেন তো ভাল। খামোকা যুদ্ধ করতে গেলেন। কি দরকার ছিল? এখন সর্বস্ব হারিয়ে বসে আছেন।

সারংদেব। তুই নিশ্চয় ভিক্ষুক নোস। বল কে তুই?

সজ। বললুম তো, আমি ভিখারী।

সারংদেব। আমাদের এত কথা জানলি কি করে?

সজ। সবাই দেখছে—শুনছে। আমি ভিখারী বলে তো চক্ষু-কর্ণও হারাইনি হুজুর! শুধু এই কেন, আপনাদের অনেক কথাই জানি।

সুরজ। কি জান?

সজ। জানি আপনাদের গোড়ার কথা। যেদিন চারণী দেবীর মন্দিরে ভাগ্য গণনা করতে যান—

সুরজ। সজ কি সিংহাসন পেয়েছে, রাজা হয়েছে?

সজ। রাজা হয়নি, তবে রাজার জামাই হয়েছে।

সুরজ। জামাই হয়েছে? বেঁচে আছে সজ?

সজ। এখনও তো তাই দেখছি হুজুর।

সুরজ। সজ কোথায় জান?

সজ। শ্রীনগর রাজপ্রাসাদে। রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে কিনা।

সুরজ। বিয়ে হয়েছে? ভগবান মুখরক্ষা করেছেন।

সজ। হ্যাঁ গো কর্তা। আপনি এখন কোন তীর্থে যাবেন?

সুরজ। ঠিক নেই।

সন্ত। তবে দেউলগড় যান না। চিতোরের রাণা যেই হোক না কেন, দেবরোষের ভয়ে ওখানে কেউই যাবে না। ও আমি বলেই গেলুম। আমিই ওখানে থাকি কিনা, সবই জানি।

[প্রস্থান।

সুরজ। কথাটা ভিক্ষুক ঠিকই বলেছে। চলুন আমরা ওখানে যাই।

সারংদেব। যাও—যাও, তোমার রাস্তা তুমিই দেখ।

সুরজ। তাই গেলুম। যদি প্রয়োজন হয়, আপনি আমার ওখানে যাবেন। আমার যাই-ই থাক. আপনাকে আশ্রয় দেবোই। [প্রস্থানোদ্যত]

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। কোথায় পালাবে পিতৃব্য?

সুরজ। একি, পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। খুব অবাক হয়ে গেলে, না? ভেবেছ পালিয়ে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করবে, তারপর আবার চিতোরে আক্রমণ করে সিংহাসন দখল করবে? তা আর হচ্ছে না পিতৃব্য, এইখানেই তোমার যাত্রাপথের শেষ।

সুরজ। যাত্রাপথের শেষ? আমি তো তোমাদের ত্রিসীমানায় থাকছিনে পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বীরাজ। না থাকলেও বাঘের মুখে রক্তের আস্বাদন লাগলে, সে কখনো মানুষ খেতে বাদ দেয় না।

সারংদেব। সুতরাং আবার যে চিতোর আক্রমণ করবে না—তারই বা বিচিত্র কি!

পৃথ্বীরাজ। হ্যাঁ। আমি ওর সে সাধ চির জীবনের মত মিটিয়ে দেবো।

সুরজ। বিশ্বাস কর পৃথ্বীরাজ! আর আমার রাজা হওয়ারও সাধ নেই, চিতোর আক্রমণ করবার স্বপ্নও আমি দেখব না।

পৃথ্বীরাজ। তবে আর কি! তাহলে আর তোমার জীবনেও লাভ কি কালরাহু? [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

সুরজ। [বাধা দিয়া] পৃথ্বীরাজ! রাজ্য আমি চাইনে সত্য, কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম। তাও যদি তোমার সহ্য না হয়, তাহলে হয় আমায় মার, না হয় তুমিই মর। [উভয়ের যুদ্ধ ও সুরজ অস্ত্রচ্যুত হইল] একখানা অস্ত্র দিন পিতৃব্য!

সারংদেব। যাও—যাও, তুমি তো মরবে। কে তোমাকে অস্ত্র দেবে?

পৃথ্বীরাজ। তোমাকে আর বাঁচিয়ে রাখা চলবে না পিতৃব্য! তুমি চিতোরের কালরাহু। এইখানেই তোমার সমাধি হোক। [সুরজের বুকে অস্ত্রবিদ্ধ করিল]

সুরজ। আঃ! পৃথ্বীরাজ! তুমি যতই চেষ্টা কর, তোমার স্বপ্নও এইভাবে ধূলিসাৎ হবে। আঃ—যদি মিথ্যা হয়, গণনা মিথ্যা—ভগবান মিথ্যা।

[প্রস্থান।

সারংদেব। ভালই হলো। যা শত্রু যা, তোর জন্য আমার সবই গেল। হতভাগা আমাকে জোর করে যুদ্ধ করালে হে!

পৃথ্বীরাজ। সারংদেব! তোমারও ওই পথ।

সারংদেব। আরে দূর ছোকরা! আমার তো সব নিয়েছে। ওই গাধাই তো আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গেল!

পৃথ্বীরাজ। মিথ্যে কথা। তুমিই তো ওর কানে মন্ত্র দিয়েছিলে।

সারংদেব। কস্মিনকালেও নয়। আমি যত যেতে না চাই, হতভাগা ততই আমার হাত ধরে টানে। শেষকালে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে কি যে নাজেহাল করালে, সে তো নিজেই তুমি দেখেছ। আমিই তো মন দিয়ে যুদ্ধ না করে ওকে হারিয়ে দিয়েছি। যাও দাদা—যাও, আমি কোনদিন তোমার শত্রুতা করব না। ভগবানের দিব্যি।

পৃথ্বীরাজ। বেশ। এ যাত্রা তোমাকে রেখে গেলাম। কিন্তু রাজ্য তুমি ফিরে পাবে না। যদি তোমাকে আবার শক্তি সঞ্চয় করতে দেখি, সেদিন তোমাকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না। সাবধান! [প্রস্থান।

সারংদেব। বাব্বা। এ যাত্রা বেঁচে গেলুম। কিন্তু এখন আমি করি কি? রাজ্য তো গেছে। শেষকালে প্রাণটাও হতভাগার জন্য যেতে বসেছিল। আমি জানি দুর্ভাগাকে আশ্রয় দিলে দুর্ভাগ্য তার সঙ্গে সঙ্গেই আসে। দূর—দূর! নতুন যদি কিছু করা যেত—তার আর আশাও নেই।

ভূপতি রায়ের প্রবেশ।

ভূপতি। নতুন কিছু করা যায় কিনা, আপনার সঙ্গেই যুক্তি করতে এলুম সারংদেব।

সারংদেব। কেন? তোমার কাকা-শ্বশুরের কাছে গেলে না কেন?

ভূপতি। ছেড়ে দিন ওদের কথা। রাণা বংশের কারো চোখের চামড়া আছে নাকি!

সারংদেব। রাণা বংশের ওপর তোমার এত আক্রোশ কেন?

ভূপতি। চিতোরের সিংহাসনে বসে ওরা বড্ড পারাভারি হয়ে গেছে। ওদের নাড়ি-নক্ষত্র আমি চিনি।

সারংদেব। কি করে চিনলে? তোমার ওপরেও জুলুম করেছে নাকি?

ভূপতি। করতে বাকি কি রেখেছে বলুন? ওই বংশের মেয়েটার ব্যবহারেই আমি ওদের হাড়ে হাড়ে চিনেছি। সেই গাছের ফল তো!

সারংদেব। কিন্তু তোমাকেও আমি চিনেছি ভূপতি রায়। যুদ্ধে সৈন্য-সামন্ত সাহায্য দেবে বলে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিলে?

ভূপতি। গা-ঢাকা দেবো কি! আমি তো প্রস্তুতই ছিলুম। বাধা দিলে আমার কাকা-শ্বশুরটি। আপনার সামনে তো যা বললে-তাছাড়া আমার সঙ্গে দেখা করে বললে—তুমি তো দূরের কথা, তোমার একটি সৈন্যকে যদি আমি দেখতে পাই, তাহলে আমি বুঝবো—তুমি নেহাৎ ছোটলোকের বাচ্চা।

সারংদেব। এই কথা বললে তোমাকে?

ভূপতি। ভেবে দেখুন, ওই অভদ্রকে উপকার করতে গিয়ে কেন আমার বংশের সুনাম নষ্ট করব? ভাবলুম গরুর পিঠে হাওদা চাপালে তো আর হাতী হবে না! তাছাড়া আরও যা বললে—

সারংদেব। কি বললে?

ভূপতি। আপনার রাজ্য ধ্বংস করাই ওর গোপন উদ্দেশ্য ছিল।

সারংদেব। তাই নাকি? এত ধূর্ত ছিল সুরজমল? সেই পাপে আজ সে মরেছে।

ভূপতি। মরেছে ভালই। আমি তো ওর ধ্বংস কামনা করে-ছিলুম। নিতান্ত ওর ভাগ্য ভাল ছিল, তাই প্রাণ নিয়ে সেদিন পালিয়ে এসেছিল।

সারংদেব। ওঃ, কি বলব শিরোহীরাজ! কুক্ষণে আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছিলুম। ওরই জন্য আমি আজ রাজ্যহারা হয়ে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ভূপতি। ভেবে দেখুন। সাধে কি আমি ওই বংশের মেয়েটার ওপর খড়্গহস্ত?

সারংদেব। সে তো তোমার রাণী।

ভূপতি। রাণী হলে কি হবে। আমি দৈনিক ওর পিঠে বিশ ঘা চাবুক না মেরে জল গ্রহণ করি না।

সারংদেব। বল কি ভূপতি রায়। তুমি তোমার রাণীর পিঠে চাবুক মার?

ভূপতি। মারব না? ওর বড্ড দেমাক! কথায় কথায় ওর বাপের বংশের সুনামে আর আমার বংশের দুর্নামে পঞ্চমুখ। তাছাড়া আমার প্রত্যেকটি কাজে ও বাধা সৃষ্টি করেই চলছে।

সারংদেব। তবে ওকে পরিত্যাগ করে তুমি আবার বিয়ে করো না কেন?

ভূপতি। সেইজন্যই আমি তারাবাঈকে পছন্দ করেই সম্বন্ধ পাঠিয়েছিলুম। আর তাই শুনেই অষ্টপ্রহর কলহ।

সারংদেব। কিন্তু আমি এখন কি করি বল তো?

ভূপতি। সেইজন্যই তো আপনার কাছে আসা। আপনার রাজ্য কি করে পুনরুদ্ধার করা যাবে—চলুন, চিন্তা করা যাক। আমি সাহায্য করব।

সারংদেব। কিন্তু আমি এখন খুবই বিপন্ন শিরোহীরাজ! একে রাজ্যহারা, তার ওপর কন্যাদায়গ্রস্ত।

ভূপতি। [স্বগত] সেইজন্যই তো আমার আসা। চিতোর-কন্যার দেমাক আমি ভাঙবোই।

সারংদেব। আমার এই অবস্থায় তুমি যদি অনুগ্রহ করে আমার কন্যাটিকে গ্রহণ কর, তবেই সবচেয়ে আমার বেশী উপকার করা হবে।

ভূপতি। তা আপনার অবস্থা বিবেচনা করে যদি আপনি নিতান্ত দিতে চান—আমাকে গ্রহণ করতেই হবে।

সারংদেব। তবে রাণী হবে কে শিরোহীরাজ? তাছাড়া উভয়েরই যদি পুত্র-সন্তান হয়—তখন তোমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী কে হবে বল?

ভূপতি। ওসব ভাববেন না। আমি শীগগির ওকে যে-কোন উপায়ে বিদেয় করে দেবো।

সারংদেব। তাই যদি কর, আমার কোন আপত্তি নেই।

ভূপতি। আমিও রাজা হয়ে ওর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। হয় ওকে বিষপ্রয়োগ করব, নতুবা—

সারংদেব। নতুবা?

ভূপতি। হত্যাই করব। ওর বাবাকে কন্যাশোকের চরম আঘাত দেবো।

সারংদেব। [ক্রুর চোখে] হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[ভূপতির হাত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কমলমীরের প্রাসাদ।

তারাবাঈয়ের প্রবেশ।

তারা। এখনও তো এলেন না। যুদ্ধের সংবাদ তো পেয়েছি—বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে। তবু কেন তিনি ফিরে আসছেন না? তবে কি বিদ্রোহীরা পুনরায় আক্রমণ করেছে? কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। ভগবান, তিনি যেন ভালয় ভালয় এখনই আসেন। আমি যে কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছিনে। কেন আমার মন এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। তারা! তারা! রাণী—

তারা। তুমি এসেছ? যা হোক, ভগবান মঙ্গলই করেছেন। [পদধূলি গ্রহণ]

পৃথ্বীরাজ। কেন রাণী?

তারা। যুদ্ধের সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু তোমার অনুপস্থিতি আমাকে উদ্বিগ্ন করেছিল। চঞ্চল মনে কত কুচিন্তা যে এসে আমাকে অস্থির করে তুলেছে!

পৃথ্বীরাজ। ও। তুমি বুঝি ভেবেছ, যুদ্ধে আমি নিহত হয়েছি।

তারা। বালাই ষাট! ওকথা বলো না প্রিয়তম! নারীর

মন তোমরা বুঝবে না গো! কত কল্পনা এসে যে মনের ভেতর ভিড় করে, কত কল্পিত আঘাত যে নারী-হৃদয়কে জর্জরিত করে তোলে—তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়।

পৃথ্বীরাজ। তারা! [কাছে টানিয়া লইল]

তারা। ভগবান আমাদের মঙ্গল করুন।

পৃথ্বীরাজ। তুমি কিছু ভেবো না। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না রাণী! তুমি যে আমার হৃদয় সরসীর কল্পিত রক্ত-কমল। যুদ্ধক্ষেত্রেও তোমাকে আমি ভুলতে পারিনি, শুধু তোমার মধুময় ছবি প্রতি মুহূর্তে আমার চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে, তোমাকে ছেড়ে স্বর্গেও যে আমি থাকতে পারবো না।

তারা। আর যাই বলো, ওকথা মুখে কোনদিন এনো না স্বামী! আমরা সব সইতে পারি, পারিনে শুধু এক মুহূর্ত তোমাদের অদর্শন সহ্য করতে।

পৃথ্বীরাজ। এত অধৈর্য হলে তো চলবে না প্রিয়তমে! রাজ-কার্যের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ঘুরে বেড়াতে হবে। কত দুর্যোগের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। শুধু বসে থাকলে তো চলবে না হৃদয়েশ্বরী!

তারা। ওগো! বোঝাতে পারিনে তোমাদের। তোমাদের একটুখানি হালকা ত্রুটি—একটুখানি মর্মবেদনা—সামান্য বদনাম যে নারীর কোমল হৃদয়ে কতবড় বাজের আঘাত দেয়, সে তোমরা পুরুষমানুষ বুঝবে না কখনো।

পৃথ্বীরাজ। জানি রাণী! তোমাদের প্রাণখোলা ভালবাসা আমাদের স্বর্গীয় সুখকেও তুচ্ছ করে দেয়।

তারা। থাক, ভালবাসা না ছাই।

পৃথ্বীরাজ। আমার গৌরব যে তোমার মত রাণী পেয়েছি।

তারা। আমার সৌভাগ্য যে তোমার মত স্বামী পেয়েছি, আর মহামান্য মহারাণা অনুগ্রহ করে আমাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেছেন।

পৃথ্বীরাজ। শুধু কি গ্রহণ করেছেন, আমাদের মিলন যাতে সুখের হয়, তাই—কমলমীরের প্রাসাদে বাস করবার সুযোগও দিয়েছেন, আরো তুমি সুখী হবে রাণী, তোমার গুণে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ।

তরলার প্রবেশ।

তরলা। একজন ভিখিরী কি একটা জরুরী সংবাদ দেবার জন্যে খুবই অস্থির হয়েছে। তাকে—

তারা। এইখানে পাঠিয়ে দাও।

তরলা। আচ্ছা।

[প্রস্থান।

তারা। যুদ্ধের কি হলো বল।

পৃথ্বীরাজ। বিদ্রোহী সুরজমল, অর্থাৎ আমার খুল্লতাত প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেছেন। তিনি যতদিন বাঁচবেন, তাঁকে আর চিতোরের সীমার মধ্যে আসতে হবে না।

তারা। আর সারংদেব ?

পৃথ্বীরাজ। তার রাজ্য আমরা দখল করেছি। তিনিও দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে গেছেন।

ভিখারীর বেশে সঙ্গের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। [চমকিয়া] কে ?

সঙ্গ। আমার দোষ-ত্রুটি ধরবেন না হুজুর! আমি একটা সংবাদ দেবার জন্য আপনার সাক্ষাতে ছুটে এসেছি।

পৃথ্বীরাজ। তুমি না সেই ভিক্ষুক?

সঙ্গ। হাঁ হুজুর!

পৃথ্বীরাজ। এসেছ কেন?

সঙ্গ। একটা জরুরী সংবাদ দেবার জন্য হুজুর!

পৃথ্বীরাজ। বাইরে অপেক্ষা না করে, এত ব্যস্ত কেন?

তারা। তাতে কি হয়েছে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ভাল মন্দ বোঝবার জন্যই তো আমরা। যদি কোন দরকারে এসে থাকে, বলুন না।

সঙ্গ। ইনিই রাণীমা বুঝি? বাঃ—বাঃ—বাঃ! খাসা মা-লক্ষ্মীই বটে! যেমন গুণ, তেমনি দরদী!

তারা। যাক বাবা, কি জন্য এসেছ বল?

সঙ্গ। আমি মানে—

পৃথ্বীরাজ। বল, কি জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছ।

সঙ্গ। আমি চিতোরে গিয়েছিলাম যুবরাজ! আপনার বড় ভাই সঙ্গ—

পৃথ্বীরাজ। সঙ্গ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, কোথায় সে? সেকি চিতোরে এসেছে?

সঙ্গ। না যুবরাজ! সে শ্রীনগরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে সেখানেই রয়েছে।

পৃথ্বীরাজ। কথাটা কি পিতাকে জানিয়েছ?

সঙ্গ। জানিয়েছি হুজুর!

পৃথ্বীরাজ। কি বললেন তিনি?

সঙ্গ। আপনাকে সংবাদ দিতে বললেন, তাই তো আসা।

পৃথ্বীরাজ। [স্বগত] আমার প্রতি তাহলে পিতার আর অবিশ্বাস নেই? [প্রকাশ্যে] আচ্ছা তুমি যাও। তারা!

তারা। স্বামী!

পৃথ্বীরাজ। আমাকে এখনই যেতে হবে।

তারা। আবার কোথায় যেতে হবে?

পৃথ্বীরাজ। শ্রীনগরে।

তারা। হঠাৎ কি দরকার স্বামী? এত ব্যস্ততার কি প্রয়োজন আছে?

পৃথ্বীরাজ। আছে রাণী। পিতা বলেছেন—সঙ্গ যদি না থাকে, তাহলে চিতোরের সিংহাসনে আমি বসতে পারি, সুতরাং তার যখন সন্ধান পেয়েছি—

তারা। কি করবে?

পৃথ্বীরাজ। অস্ত্রের মাধ্যমে চিতোরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর মীমাংসা করে আসতে হবে।

তারা। এত ব্যস্ত কেন? আজ নাই বা গেলে।

পৃথ্বীরাজ। না রাণি! বিলম্ব হলে হয় তো তার প্রতি পিতার অনুরক্তি প্রবলও হতে পারে।

তারা। তাহলেও—

পৃথ্বীরাজ। শত্রুর শেষ না করে—বিশ্রাম করতে নেই রাণী!

সঙ্গ। খাঁটি কথা বলেছেন হুজুর! শত্রুকে বিশ্বাস নেই কিনা।

পৃথ্বীরাজ। কোন চিন্তা নেই রাণী! আমি একা যাব না, অনুচরেরাও সঙ্গে যাবে। তুমি এসো, আমাকে এই মুহূর্তে শ্রীনগর যাত্রা করতেই হবে। [প্রস্থানোদ্যত]

তরলার পুনঃ প্রবেশ ।

তরলা । পত্র আছে গো !

পৃথ্বীরাজ । পত্র ! কার পত্র ?

তরলা । পড়ে দেখুন না ।

[পত্র দিয়া প্রস্থান ।

পৃথ্বীরাজ । [পত্রপাঠপূর্বক] ইস ! শিরোহীরাজের এতবড় দুঃসাহস ।

তারা । কে লিখেছে ?

পৃথ্বীরাজ । আমার ভগিনী কমলাবাঈ । লিখেছে ধূর্ত শিরোহীরাজ ভূপাত রায়—মদ্য পান করে অষ্টপ্রহর তার ওপর চাবুক চালাচ্ছে । অশ্লীল ভাষায় রাণাবংশের দুর্নাম করছে । শেষকালে শাসিয়েছে তাকে নাকি হত্যাই করবে ।

তারা । কি বলতে চেয়েছে কমলাবাঈ ?

পৃথ্বীরাজ । বলেছে সুরাপানোন্মত্ত শিরোহীরাজকে যদি আমি গিয়ে না শায়েস্তা করে আসি, তাহলে আমার একমাত্র ভগিনী আত্মহত্যাই করবে ।

সঙ্গ । [স্বগত] ওঃ, শিরোহীরাজ ! জানিনে কার অপরাধ । [প্রকাশ্যে] আসি হুজুর !

[প্রস্থান ।

তারা । কি করবে এখন ?

পৃথ্বীরাজ । তাইতো । ভীষণ সমস্যা ! একদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরাধিকারী শত্রু সঙ্গ । অন্যদিকে শিরোহীরাজের অমানুষিক ব্যবহারে ভগিনী আমার আত্মহত্যা করতে চায় । নাঃ, আগে

শিরোহীরাজকে শায়েস্তা করে ভগিনীকে রক্ষা করে আসি, তারপর দেখব সকলকে।

তারা। সব কাজই আজ থাক।

পৃথ্বীরাজ। না রাণী! আমাকে যেতেই হবে। আমি যাব আর আসব।

তারা। আজ দিনক্ষণ ভাল নয়। আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আজ আর কোথাও যেতে হবে না।

পৃথ্বীরাজ। অবুঝ হয়ো না রাণী! এই তো সামান্য পথ। অশ্বারোহণে যাব। ধূর্ত ভূপতি রায়কে শায়েস্তা করে এখনই ফিরে আসব।

তারা। না-না, আমার ডান চক্ষুটা হঠাৎ নেচে উঠল! মন কিছুতে সায় দিচ্ছে না। তুমি আজ যেও না স্বামী!

পৃথ্বীরাজ। পৃথ্বীরাজ রাজপুত বীর। কেউ তার এতটুকুও অমঙ্গল করবার সাহস পাবে না। তুমি চিন্তা করো না লক্ষ্মী, আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।

তারা। স্বামী!

পৃথ্বীরাজ। [চিবুক ধরিয়া] কোন চিন্তা নেই। আমি কথা দিচ্ছি রাণী, এখনই ফিরে আসবই।

তারা। নিতান্ত যখন শুনবে না—তবে দাঁড়াও, যে ফুলের মালা দেবতার পায়ে দেবার জন্য গেঁথে রেখেছি, সেই মালা তোমার হাতেই দিচ্ছি। তুমি সেই মালা মাথায় স্পর্শ করে গলায় পরে যেও. দেবতার নির্মাল্য তোমাকে জয়যুক্ত করবে।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। অবলা নারী—সামান্য কারণে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বিশেষ করে স্বামীর অদর্শন ওদের বুকে বজ্রের মত আঘাত করে।

মালা হাতে তারাবাঈয়ের পুনঃ প্রবেশ।

তারা। এই নাও দেবতার নির্মাল্য। মাথায় ছুঁয়ে গলার পর। [মালা দিতে যাইতেই দুইখণ্ড হইল] একি হলো ?

সহসা মায়া যোগিনীর প্রবেশ।

মায়া।—

গীত।

ও অভাগি, মালাটি তোর ফেললি কেন ছিঁড়ে ?
যাত্রাকালে অমঙ্গল যে তোদের পাশে ফিরে।
তোদের গুণে তোদের ভুলে,
শুভাশুভ যাত্রাকালে,
তোদের কাছে দিকহারা সে ঘরে আসে ফিরে॥

তারা। [ছলছল চোখে] কি হলো! একি করলাম আমি!

পৃথ্বীরাজ। কিছু না—কিছু না। অসাবধানতায় মালাখানা ছিঁড়ে গেছে। ওটা দাও। দেবতার নির্মাল্য আমি মাথায় স্পর্শ করে নিচ্ছি। আমি কথা দিচ্ছি, এখনই ফিরে আসব।

তারা। কিন্তু—

পৃথ্বীরাজ। কোন কিন্তু নেই। যোগিনী যখন এসেছেন, সন্দেহ করে থাক তো তাকে নিয়ে দেবতার কাছে পূজার্চনা কর, আমি এখনই আসছি।

তারা। দেরী করো না যেন! [চোখে জল আসিল]

পৃথ্বীরাজ। না—না, দেরী করব না। কথা দিচ্ছি আমি, ওখানে থাকব না, শীগগির আসব—আসব—আসব।

[প্রস্থান।

তারা। [ছলছল চোখে] যোগিনী মা!

মায়া। অদৃষ্টের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না মা। মঙ্গলা মঙ্গল তোদের কাছেই। শান্তিমনে দেবতাকে ডাক, যদি কিছু অঘটন ঘটে—যেন কল্যাণই হয়।

তারা। তুমি এস মা! পূজোয় আয়োজন করে দিচ্ছি। আমার স্বামীর মঙ্গলের জন্য দেবতার পায়ে ফুল দিও মা, ফুল দিও।

মায়া।—

গীত।

প্রেমের যমুনা তীরে স্নান করে দিও তোমার অশ্রুজলে,
স্বপনের ছবি এঁকে নিও হৃদে ভুলো না মনের ভুলে।
করো না সুখের আশ,
পরো না দুঃখের ফাঁস,
জনম জনম সাধনায় পুনঃ এসো গো ধরণীতলে।

তারা। ওগো মা যোগিনী! আমি যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছি না। বল মা, বল—কি করব আমি?

মায়া। কি আর করবে মা! বিপদবারণ শ্রীমধুসূদনকে ডাক, তিনিই অনুগ্রহ করে তোমার সব অমঙ্গল দূর করতে পারেন।

তারা। চল মা চল, দেবতার মন্দিরে পূজার্চনা শেষ করে নির্মাল্য এনে দিও। আমি ছুটতে ছুটতে শিরোহীর পথে যাব। আমার মন বড় কু গাইছে। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে আমি যাব, কারও বাধা মানব না। [প্রস্থান।

মায়া। নিয়তির নির্বন্ধ অখণ্ডনীয়। যদি কিছু ঘটে—পূজার্চনা যাই কর, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে এ হবে বালির বাঁধ।

রায়মলের প্রবেশ।

রায়মল। পৃথ্বীরাজ—পৃথ্বীরাজ!

মায়া। উনি তো ঘোড়ায় চেপে শিরোহী গেলেন। কেন মহারাজ?

রায়মল। আগামী পরশু শুভদিন। তাকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করব, তাই তাকে নিয়ে যেতে নিজেই এসেছি। কিন্তু সে শিরোহী গেল কেন?

মায়া। শিরোহীরাজ ভূপতি রায় আপনার কন্যাকে অষ্টপ্রহর চাবুক প্রহার করছে। তাই কমলাবাঈ আত্মহত্যা করতে চায়, তিনি গেছেন তাকে শায়েস্তা করতে।

[প্রস্থান।

রায়মল। ভূপতি রায়ের এত স্পর্ধা? না-না, আমাকেই যেতে হবে। না জানি কি হতে কি হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিরোহীর প্রাসাদ।

অগ্রে কমলা, পশ্চাতে উন্মত্ত ভূপতি রায়।

ভূপতি। [চাবুক প্রহার করিয়া] এত তেজ তোমার আমি সহ্য করব না।

কমলা। তা করবে কেন? অষ্টপ্রহর চাবুক প্রহার করেও তোমার শান্তি নেই। মহামান্য চিতোরের রাণা যে আমার পিতা, তোমার কাছে তাঁর পরিচয় দিতেও লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়।

ভূপতি। [ব্যঙ্গ স্বরে] তা তো হবে। চিতোরের রাণা, কেমন পরিচয়টা তো দেখতে হবে! তুমি দুই কুলহিতকারীর দুহিতা তো।

কমলা। চুপ! বারবার আমার কাছে পিতৃনিন্দা করো না। কোন দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলুম জানিনে। চিতোর দুহিতা যে তোমার মত একটা লম্পট মাতালের সহধর্মিনী—এ তোমার সাত পুরুষের সৌভাগ্য।

ভূপতি। [ক্রোধে] কমলা!

কমলা। রাখো তোমার রাঙা চোখ। আমার উপর চোখ রাঙাতে খবরদার তুমি এসো না। রাঙা চোখের কদর দেখাতে চাও তো চলে যাও তোমার মা-বোনের কাছে।

ভূপতি। [পুনঃপুনঃ চাবুক প্রহার করিয়া] কি! আমার মা-বোনের নাম ধর এতবড় স্পর্ধা তোমার? শয়তানী নারি!

কমলা। আঃ, মার—যত পার মার, আমিও যদি দিন পাই, এই চাবুক তোমার পিঠেই চালাব।

ভূপতি। তবে রে স্পর্ধিতা নারি! [পদাঘাত]

কমলা। উঃ, বাবা গো, মরে গেলুম গো! [পতন ও মূর্ছা]

ভূপতি। যা, মরে যা, এখনই তুই মর। আমি তবু শান্তি পাব।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। তা শান্তি পাবি বৈকি পশু! [পদাঘাত করিল]

ভূপতি। [ভীত স্বরে] এঁ্যা! তু—মি?

পৃথ্বীরাজ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি। চিনতে পেরেছিস আমাকে?

ভূপতি। চিনেছি দাদা! নমস্কার।

পৃথ্বীরাজ। চুপ! অত বিটকেল ভক্তি আর দেখাতে হবে না ওঠ—উঠে দাঁড়া, দাঁড়া জানোয়ার!

ভূপতি। [ভয়ে ভয়ে কষ্টে উঠিল] আচ্ছা দাঁড়াচ্ছি দাদা!

পৃথ্বীরাজ। উত্তর দে, তোর হাতে চাবুক কেন? ক' ঘা চাবুক মেরেছিস আমার ভগ্নীর পিঠে?

ভূপতি। এঁ্যা—না-না, চাবুক? মানে-আমি-চাবুক—

পৃথ্বীরাজ। বল পশু! [চাবুক কাড়িয়া লইয়া] বল, কত ঘা মেরেছিস? এখনও কমলার গা বেয়ে রক্ত ঝরছে। চাবুকের কত জ্বালা জানিস? নে, পিঠ পাত, চাবুকের জ্বালাটা নিজেই অনুভব করে নে শয়তান। [পুনঃপুনঃ চাবুক প্রহার]

ভূপতি। আঃ—উঃ—[চিৎকার করিতে লাগিল]

কমলা। [মূর্ছা ভঙ্গে] কে—কে গো? দাদা এসেছ?

পৃথ্বীরাজ। হ্যাঁ, এসেছি এই জানোয়ারটাকে শায়েস্তা করতে? [পুনরায় চাবুক মারিতে লাগিল]

ভূপতি। আঃ—দাদা! আর মেরো না মেজদা! আর যে সইতে পারছি না!

কমলা। তা পারবে কেন? এবার মর্মে মর্মে অনুভব কর, আমাকে চাবুক মারার কত জ্বালা!

ভূপতি। রাণি—

কমলা। আমি তো ছোটলোকের মেয়ে, তুমি তো খুব ভদ্র-লোকের ছেলে? এখন মুখে রা ফুটছে না কেন?

পৃথ্বীরাজ। এই পশু! বল।

ভূপতি। আমি ঘাট মানছি দাদা! তুমি যা বলবে, আমি সব মেনে নেব।

পৃথ্বীরাজ। কৈফিয়ৎ দে ভূপতি রায়, তুই ঘুমোচ্ছিস সোনার খাটে, আর আমার ভগ্নী মাটির ওপরে কেন?

ভূপতি। আর কোনদিন এমন দেখেছ তো সেদিন আমাকেই হত্যা করো।

পৃথ্বীরাজ। প্রত্যেক দিন আমার ভগ্নীর ওপর ক' ঘা করে চাবুক চালানো হয়?

ভূপতি। [কমলাকে] তুমিই বল না—

কমলা। মারার বেলা গুনে গুনে মার, এখন স্মরণ নেই কেন?

ভূপতি। চাবুকের জ্বালায় সব ভুলে গেছি কমলা!

পৃথ্বীরাজ। লজ্জা হয় না তোর কথা বলতে?

ভূপতি। মাইরি বলছি দাদা, তুমি সম্বন্ধী—আপনার লোক, আর উনি স্ত্রী। এখানে লজ্জার কি আছে?

পৃথ্বীরাজ। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, এতবড় পাষণ্ড তুই?

ভূপতি। যা বলবে বল দাদা, সব মেনে নিচ্ছি।

পৃথ্বীরাজ। আর কোনদিন নেশা করবি?

ভূপতি। কক্ষনো না।

পৃথ্বীরাজ। আর কোনদিন আমার ভগ্নীকে কটুকথা বলবি? চাবুক চালাবি?

ভূপতি। না দাদা! আর কোনদিন যদি এমনি করেছি তো আমাকে সেদিন কুকুর বলে ডেকো।

পৃথ্বীরাজ। নে, আমার ভগ্নীর কাছে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নে।

ভূপতি। [করজোড়ে] আমাকে এবার ক্ষমা করো রাণী!

কমলা। এখন ক্ষমা চাচ্ছ কেন? রাজা তুমি, লজ্জা-সরমের মাথাও খেয়েছ?

ভূপতি। কি করব? দোষ যখন করেছি—

পৃথ্বীরাজ। যা করেছিস, তোর অপরাধ অমার্জনীয়। শোন্ পশু। যদি মঙ্গল চাস, তবে আমার ভগ্নীর জুতো ছু'হাতে মাথায় তুলে নে।

ভূপতি। তাও নিচ্ছি দাদা, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। [জুতা তুলিতে অগ্রসর]

কমলা। [হাত ধরিয়া] থাক, ঢের হয়েছে, একে আজকের মত ক্ষমা কর দাদা।

পৃথ্বীরাজ। আচ্ছা, আমার ভগ্নীর অনুরোধে আজকের মত তোকে ক্ষমাই করলুম, এর পরে যদি কোনদিন পুনরাবৃত্তি শুনতে পাই, তবে সেদিন আমি তোর জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবো।

ভূপতি। আমি সবই স্বীকার করছি মেজদা! [কমলাকে]

ওগো রাণী! তোমার দাদাকে একটু বসতে দাও। পা ধোয়ার জল এনে দাও। কিছু মিষ্টিমুখ করাও। আমার ওপর রাগ করে দাদার প্রতি অভ্যর্থনাটাও ভুলে গেলে! আসুন মেজদা, বসুন। [পৃথ্বীরাজকে ধরিয়া বসাইল।]

পৃথ্বীরাজ। [উপবেশন করিয়া] আমি আর বেশীক্ষণ থাকবো না কমলা! এখনই আমাকে যেতে হবে।

কমলা। এখনই এসেই চলে যাবে?

পৃথ্বীরাজ। উপায় নেই, আমাকে এখনই ফিরতেই হবে।

কমলা। [ভূপতিকে] দুটো মিষ্টি অন্তত এনে দাও।

ভূপতি। আচ্ছা, তাই এনে দিচ্ছি। তুমি মুখ ধোয়ার জল এনে দাও। [প্রস্থানোদ্যত হইয়া স্বগত] মিষ্টি তোমাকে খাওয়াব পৃথ্বীরাজ! শিরোহীরাজকে পদাঘাত করা আর জুতো তুলিয়ে নেওয়ার শোধ কড়ায় গণ্ডায় সে তুলে নেবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

কমলা। বাড়ির সব ভাল দাদা!

পৃথ্বীরাজ। হ্যাঁ, বর্তমান সব ভালই। শ্রীনগর অভিযানে যাবার প্রাক্কালে তোরই পত্র পেলুম, তাই আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে। আমাকে আবার এখান থেকে গিয়েই শ্রীনগর অভিযানে যাত্রা করতেই হবে।

কমলা। আচ্ছা, আমি জল নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। যাক, তারারাণী আমার পথের দিকে কতই না তাকিয়ে আছে। আর একটু অপেক্ষা কর রাণি! শিরোহী অভিযানের সাফল্য নিয়েই আমি যাচ্ছি। তারপর তোমাকে

চিতোরের অধিশ্বরী করবার স্বপ্ন সার্থক করতে শ্রীনগরের পথে অভিযান করব। যে দিন তোমাকে চিতোরের অধিশ্বরী করতে পারব, সেদিন আমার স্বপ্ন সার্থক হবে—অভিযান সার্থক হবে।

জলপাত্র সহ কমলার পুনঃ প্রবেশ।

কমলা। মুখ হাতটা ধুয়ে ফেল দাদা।

মিষ্টান্ন হস্তে ভূপতির পুনঃ প্রবেশ।

ভূপতি। এই নিন দাদা, নিন। এখন আপনার যথাযোগ্য অভ্যর্থনার কোন ব্যবস্থা করতে পারলুম না। শিরোহীর বিখ্যাত নারিকেল সন্দেশ খেয়ে একটু জল খেয়ে নিন। [সম্মুখে পাত্র ধরিলেন]

পৃথ্বীরাজ। এতগুলো খাব?

ভূপতি। খেয়ে নিন না। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছেন, আবার পথশ্রম করতে হবে। পেটে থাকলে কাজ দেবে।

পৃথ্বীরাজ। আচ্ছা তাই ভাল। [সন্দেশ খাইয়া জলপান করিলেন] এখন তা হলে আসি, কেমন?

ভূপতি। আবার আসবেন তো?

কমলা। আবার এসো দাদা। [প্রণাম করিল]

পৃথ্বীরাজ। আসব কমলা, আসব। তোরা সুখী হ।

ভূপতি। নমস্কার দাদা, নমস্কার। ভুলে যাবেন না, আবার আসবেন।

পৃথ্বীরাজ। আচ্ছা, আসব।

[প্রস্থান।

ভূপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

কমলা। কি হলো ! এত হাসি কেন ?

ভূপতি। হাসি পেয়েছে তাই হাসছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কমলা। কিসে এত হাসি পেল ?

ভূপতি ? হাসি পাবে না ! শিরোহীরাজ তার স্ত্রীর জুতো আজ মাথায় তুলে নিয়েছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

কমলা। ছিঃ ! আবার ওকথা বলছ ? আমি কি তোমায় জুতো তুলতে দিয়েছি নাকি ?

ভূপতি। নাঃ, জুতো তুলতে দাওনি, কেবল বাড়িয়ে দিয়েছ।

কমলা। মিথ্যে বলছ কেন ?

ভূপতি। আর তুমি বড় সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠিরের কন্যা !

কমলা। [আতঙ্কে] একি ! এই মুহূর্তে তোমার আবার এ মূর্তি কেন ?

ভূপতি। কেন তা এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি যদি এই মুহূর্তে তোমার পিঠে পঞ্চাশ ঘা চাবুক লাগাই, কি করবে তুমি ? যদি তোমাকে হত্যাই করি, কে রক্ষা করবে তোমায় ?

কমলা। স্বামী !

ভূপতি ! স্বামী ? হাঃ-হাঃ হাঃ ! শয়তানি—[চাবুক প্রহারোদ্যত]

ভিক্ষুকের বেশে সঙ্গর প্রবেশ।

সঙ্গ। সাবধান ! [পশ্চাৎ হইতে চাবুক ধরিয়া ফেলিলেন]

ভূপতি। [আতঙ্কে] কে ?

সঙ্গ। চিনতে পারবে না।

ভূপতি। [দেখিয়া] কে তুই অসভ্য ?

সঙ্গ। অসভ্য বলেই তো তোমার কাছে এসেছি।

ভূপতি। ছেড়ে দে চাবুক। বল কে তুই?

সঙ্গ। তুমি তো বলেছ অসভ্য। আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি একটা দেশের রাজা! আপামর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। তুমি চাবুক মারবে তোমার রাণীর পৃষ্ঠে? নিকৃষ্ট মানুষের পর্যায়ে যদি তুমি নেমে এস রাজা, জগৎ কি তোমাকে ঘৃণার নিষ্ঠীবন মারতে বাদ দেবে?

ভূপতি। কে তুমি?

সঙ্গ। তোমার মত আমিও একজন মানুষ। মানুষ হয়ে মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিলে কোন পর্যায়ে নেমে যেতে হবে জান? যে মানুষ তার নিজগুণে পৃথিবীকে স্বর্গে তুলতে পারে, সে মানুষ যদি অধম হয়ে জীবন-যাপন করে, তার কি মূল্য আছে রাজা!

ভূপতি। একটা ভিক্ষুকের এত স্পর্ধা?

সঙ্গ। স্পর্ধা তো সবারই আছে। তুমিও মানুষ, আর আমিও মানুষ। তুমি রাজা হয়েছ বলে তোমার স্পর্ধা থাকবে, আর আমি ভিক্ষুক বলে কি আমার স্পর্ধা থাকতে নেই?

ভূপতি। তা বলে তোমার কথা আমাকে শুনতে হবে?

সঙ্গ। কেন শুনবে না? তোমার কথা আমিও শুনি। বল রাজা, তুমি কি শান্তি চাও না। শান্তিকামী মানুষ শান্তি পেতে চায় স্ত্রীর কাছে, সেই স্বামী-স্ত্রীতে যদি প্রতিনিয়ত কলহ সৃষ্টি হয়, তবে শান্তি পাবে কার কাছে? কে দেবে তোমায় রোগশয্যায় সেবা, কে দেবে তোমায় প্রাণখোলা ভালবাসা? সবাই যে পথে যায়, রাজা তুমি—বিচারক তুমি, তোমার তো সে পথ নয়?

ভূপতি। স্ত্রী যদি অপ্রিয়বাদিনী হয়?

সঙ্গ। স্বামীর কর্তব্য তাকে প্রিয়ভাষিনী করে তোলা। আর সে শিক্ষা চাবুক দিয়ে হয় না, হয় মন্ত্র দিয়ে।

কমলা। বোঝাও ভিক্ষুক, বোঝাও। রাজা হয়ে কোন পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে ও।

সঙ্গ। তুমি তো রাজার রাণী, তোমার কি কর্তব্য নেই? কর্তব্য শুধু কি রাজার? স্বামী যদি পথভ্রষ্ট হয়, সহধর্মিনীর কর্তব্য নয় কি তাকে হাত ধরে তুলে নেওয়া? স্বামীকে বিপথ থেকে যদি ফিরিয়ে আনতে না পার, কিসের সহধর্মিনী তুমি?

কমলা। তুমি কি বুঝবে ভিক্ষুক, সে চেষ্টার ত্রুটি আমি করিনি।

সঙ্গ। কিন্তু রাঙা চোখে নয় বোন, সেবা দিয়ে—ভালবাসা দিয়ে—মনে প্রাণে সাধনা করে স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করতে হয়।

কমলা। কে তুমি আমাকে বোন বলছ?

সঙ্গ। চিনতে পারবে কি আমায়? [ভিক্ষুক বেশ উন্মোচন]

কমলা। একি, বড়দা!

সঙ্গ। হ্যাঁ কমলা! বড় মর্মাহত হয়েছি তোমাদের মনোমালিন্যের কথা শুনে।

কমলা ও ভূপতি। বড়দাদা! [প্রণাম করিল]

সঙ্গ। আয়ুষ্মতী হও বোন! তোমরাই অন্নপূর্ণা, তোমরাই গৃহলক্ষ্মী। তুমি তো সবই জান, "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।" যে গুণে গুণবতী হয়ে তোমরা সংসারে স্বর্গ রচনা করতে পার, কোথা গেল তোমার সে গুণ? স্বামীর দোষ যদি মিষ্টিমুখে সংশোধন করতে না পার, জীবনটা যে তোমার বৃথাই বোন। স্বামীর পর যে অমর গোলক ধাম, স্বামী যে নারীর কাছে সাক্ষাৎ নারায়ণ।

কমলা। [নতমুখে] দাদা!

সঙ্গ। পতিই নারীর পরম দেবতা, পতির সহস্র দোষ পত্নীর চোখের জলে ধুয়ে মুছে নির্মল হয়ে যায়, তা বুঝি জান না?

কমলা। জানি দাদা! [ভূপতিকে] ওগো, তোমার প্রতি আমি না বুঝে কত অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা কর স্বামী! আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, তুমি আমার ইহ-পরকালের দেবতা! [পদধারণ] আমাকে ক্ষমা কর।

ভূপতি। সত্যিই কমলা, আমিও ভুল করেছি। এস, দুজনের ভুল দুজনেই ধুয়ে পরিষ্কার করে নিই। [হাত ধরিয়া তুলিল]

সঙ্গ। এই তো স্বর্গ। কে বলে স্বর্গ আছে দূরে? মানুষেরই মাঝে কর্মগুণে স্বর্গীয় সুষমা অনুরঞ্জিত হয়ে ওঠে।

ভূপতি। যাও কমলা, দাদার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কর।

কমলা। দাদার সঙ্গে গল্প কর, আমি আসছি। [প্রস্থান।

ভূপতি। আমি তোমার বড় শত্রু ধ্বংস করেছি বড়দা!

সঙ্গ। আমার বড় শত্রু! কে সে?

ভূপতি। আমাদের কলহ মীমাংসা করতে মেজদাই এসেছিলেন।

সঙ্গ। ফিরে তো গেল অশ্বে চড়ে। তারই কাছে ভিক্ষুকের বেশে তোমাদের কলহের কথা শুনতে পেয়েই তো এসেছি।

ভূপতি। কিন্তু সে এসে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে দিয়ে কমলার জুতো তুলিয়ে নেয়।

সঙ্গ। ইস! [জিভ কাটিলেন]

ভূপতি। আমি তাকে মিষ্টির সঙ্গে হীরেচুর মিশ্রিত বিষ দিয়েছি।

সঙ্গ। ওঃ! কি করেছ ভূপতি রায়?

ভূপতি। তোমার শত্রু ধ্বংস করেছি।

সঙ্গ। না—না ভূপতি! শত্রু হলেও, সে যে আমার ভাই।

শক্রতা তার চিতোরের সিংহাসনে। আমি যদি সিংহাসনটা দিয়ে দিই, আর তো তার শক্রতা থাকার কথা নয়। ওঃ, কি করেছ তুমি? সদ্য বিবাহিতা তারারাণীর কি সর্বনাশ করলে তুমি ভূপতি রায়? আমি যে তাদের দুজনকে চিতোরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প করেছিলুম।

ভূপতি। আমি কি করব, তার নিয়তি!

সঙ্গ। ওঃ, বড় ভুল করলে ভূপতি। ভাইয়ের চেয়ে যে বান্ধব কেউ নেই। আমি ইচ্ছে করেই তাকে আঘাত করিনি। আমার হাত থেকে কতবার সে রক্ষা পেয়েছে। আমি তাকে সব দোষ থেকে মুক্তি দিয়েছিলুম। ওঃ। আজ তুমি আমাকে ভ্রাতৃহারা করলে! কি করব—কি করে যাব, কি করে বাঁচাব তাকে?

ভূপতি। [আপনমনে] এও এক মানুষ, আর সেও এক মানুষ।

সঙ্গ। তোমার অশ্বশালায় অশ্ব আছে শিরোহীরাজ?

ভূপতি। আছে বড়দা!

সঙ্গ। তাই নিয়ে আমি তার পশ্চাতে চললুম। ভূপতি রায়, যে ভুল তুমি করেছ, যদি আমি পারি তার প্রায়শ্চিত্ত করব। ওঃ— পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ!

[প্রস্থান।

ভূপতি। বাঁচাবার কোন উপায় নেই। শিরোহীর বিখ্যাত হীরেচুর আর সেঁকো বিষ মিশ্রিত করে দিয়েছি। তার প্রতিষেধক কোন ওষুধই নেই। এতক্ষণে সব হয়তো শেষ হয়েই গেল।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

টলিতে টলিতে পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। আঃ—পা দুটো এমন টলছে কেন; মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। পৃথিবীটা যেন পায়ের তলা থেকে সরে সরে যাচ্ছে। চারিদিকে অন্ধকার দেখছি। হঠাৎ কেন এমন হলো? সারা শরীর কম্পিত হচ্ছে। ওগো প্রকৃতি, আর একটু আমায় বল দাও। ওই দূরে দেখা যায় কমলমীরের রাজপ্রাসাদ। আমি যাবো। [নেপথ্য হইতে করুণ সুর ধ্বনিত হইল] আঃ! আর বুঝি পারিনে। কোথা থেকে এমন বিষাদপূর্ণ করুণ রাগিণী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! আর যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে। তারারাণী, আর বুঝি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার হলো না।

নেপথ্যে সঙ্গ। পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। কে ডাকে? পৃথ্বীরাজ বলে কে ডাকে?

নেপথ্যে সঙ্গ। পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। আঃ! এ যে পরিচিত কণ্ঠস্বর! কে ডাকছে আমায়? কার এমন স্নেহপূর্ণ গলার স্বর? কেন এমন কম্পিত হয়ে ভেসে আসছে?

নেপথ্যে সঙ্গ। পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। একি! এ যে রাজকুমার সঙ্গ। দাদা আসছে আমাকে

পশ্চাতে। সুযোগ পেয়ে আমাকেই হত্যা করবে। আঃ, আর যে আমি পারিনে। আঃ—. পতনোন্মুখ হইয়া সামলাইয়া লইল

নেপথ্যে সঙ্গ। পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। আঃ! সুযোগ বুঝে এসেছ? এসো মৃত্যু, এসো। ওরে রাহু! একটিবার তলোয়ার ধরতে সক্ষম হয়ে ওঠ। কোনদিন কারো কাছে তুই পরাজয় স্বীকার করিসনি, আজ পৃথ্বীরাজকে বিনা যুদ্ধে মরতে দিসনে।

নেপথ্যে সঙ্গ। পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। আর কেন? এসেছ যখন, এসো দাদা—এসো, আমি আজ গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করে যাও। কিন্তু আমার শেষ অনুরোধ, আমার তারারাণীকে একটিবার চোখ ভরে দেখতে দাও। ওগো তারা—[অবসন্ন হইয়া পড়িয়া গেল]

দ্রুত সঙ্গর প্রবেশ।

সঙ্গ। পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। দাদা! এসেছ? সময় বুঝে ঠিকই এসেছ দাদা!

সঙ্গ। এসেছি ভাই! একি! ধূলার ওপর এমনি করে শুয়ে আছ কেন পৃথ্বীরাজ?

পৃথ্বীরাজ। আমার—আমার—অস্ত্র—

সঙ্গ। [পৃথ্বীরাজের মাথা কোলে করিয়া] অস্ত্র থাক পৃথ্বীরাজ! আমি তো তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিনি। আগে বেঁচে ওঠ ভাই, পরে আমিই বুক পেতে দেবো, তখন আমার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করো।

পৃথ্বীরাজ। দাদা!

সঙ্গ। পৃথ্বীরাজ! ভাই—

পৃথ্বীরাজ। আঃ, বড় পেটের ব্যথা। আর যে সহ্য করতে পারছিনে, কি হলো আমার দাদা!

সঙ্গ। ভাই! পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু জল—একটু জল।

সঙ্গ। ওরে! কাউকে যে দেখতে পাচ্ছিনে। অপেক্ষা কর ভাই, ওই পুকুর থেকে জল নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি।

[দ্রুত প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। আঃ! সব আশা শেষ হয়ে গেল। ওহে মৃত্যু! এভাবে যে অতর্কিতে তুমি আসবে—আমি তা কল্পনাই করতে পারিনে। আঃ—

জল হস্তে সঙ্গর পুনঃ প্রবেশ।

সঙ্গ। জল নাও পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। [জলপান করিয়া] আঃ, দাদা! দাদা! [গলা জড়াইয়া ধরিল।]

সঙ্গ। বল—বল, কি বলতে চাইছ?

পৃথ্বীরাজ। আর বুঝি বাঁচবো না। আমার তারারাণী—আমার তারারাণীকে একবার চোখভরে দেখব দাদা!

সঙ্গ। ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানাই, তুমি ভাল হয়ে ওঠ পৃথ্বীরাজ। দুষ্ট শিরোহীরাজ তোমাকে সন্দেশের সঙ্গে বিষ খাইয়ে দিয়েছে।

পৃথ্বীরাজ। আঃ—আর আমি বাঁচবো না দাদা!

সঙ্গ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি বেঁচে উঠবে। মীনা সর্দার সেঁকো

বিষের প্রতিষেধক ওষুধ বলে দিয়েছিল। কিন্তু সে গাছ এখন কোথায় পাই! দেখি এ বনে আছে কিনা। একটু অপেক্ষা কর পৃথ্বীরাজ। আমি যদি গাছ পাই, নিয়ে এখনই ফিরে আসছি।

পৃথ্বীরাজ। দাদা!

সঙ্গ। ঈশ্বরের পায়ে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন তোমাকে বাঁচিয়ে তোলেন। আমি শীগগির আসছি! [প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। আঃ। আমি বাঁচবো। আমার সব যাক, আমি শুধু বাঁচবো! আমার তারারাণীকে দেখব, আমি প্রাসাদে যাব। কমলমীরে যাব।

নেপথ্যে তারা। স্বামী!

পৃথ্বীরাজ। আঃ, আমি, আমি যাব! আমি—আ-·মি এখানে আছি রাণী। আঃ, আমি—যাব—তা—রা—রা—ণী—[উঠিতে চেষ্টা করিল]

নেপথ্যে তারা। স্বামী—

পৃথ্বীরাজ। আর পাচ্ছিনে, আ—মা—র তা—রা—রা—ণী, আ—মি আছি—

দ্রুত তারারাণীর প্রবেশ।

তারা। স্বামী—স্বামী!

পৃথ্বীরাজ। আঃ, তারারাণী—

তারা। [কোলে করিয়া] ওগো, একি হলো তোমার! এভাবে পড়ে আছ কেন? কি হয়েছে বল। স্বামী! [জড়াইয়া ধরিল]

পৃথ্বীরাজ। সব আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝি শেষ। শিরোহী থেকে আসছিলাম—মিষ্টি খেয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল। চোখ অন্ধকার শরীর অবসন্ন, পেটের দারুণ ব্যথা রাণী!

তারা। কেন—কেন, কি হলো তোমার? ওগো, কি হলো তোমার? হঠাৎ পেটের ব্যথা কেন?

পৃথ্বীরাজ। মিষ্টি খেয়েছিলাম। শ—য়—তা—ন শিরোহীরাজ বিষ দিয়েছে।

তারা। বিষ! ওগো, কি করব আমি—কোথায় যাবো, কাকে ডাকব? স্বামী—স্বামী!

পৃথ্বীরাজ। আঃ—জ্বলে যাচ্ছে, বুকটা জ্বলে যাচ্ছে রাণী! আঃ—আর পারিনে।

তারা। ওগো, এমনি বিধিলিপি কি আমার ছিল? এমন অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিলুম আমি? জানিনে, কোন জন্মে কার ভরাডুবি করেছিলুম, আজ আমার বুকে সেই পাপ এসে বজ্রাঘাত করলে! স্বামী—স্বামী!

পৃথ্বীরাজ। কেঁদো না রাণী! আঃ, আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও রাণী, বড় জ্বালা!

তারা। ওগো, এত করে বাধা দিলুম, আমার কথা শুনলে না স্বামী?

পৃথ্বীরাজ। বিধিলিপি কেউ খণ্ডন করতে পারে না রাণী।

তারা। আমার কপালে কেন এমন করে আঘাত হানলে স্বামী?

পৃথ্বীরাজ। দুঃখ করো না হৃদয়েশ্বরী! যোগিনার ভাগ্য গণনা ঠিকই ফলে গেল। আঃ, পেটের বড় যন্ত্রণা রাণী, তুমি আর চোখের জল ফেলো না। তোমার করুণ আর্তনাদ যেন আমার যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি না করে।

তারা। কি বলছ তুমি স্বামী?

পৃথ্বীরাজ। আর বুঝি দেখা হবে না। দাদা আমার জন্য ওষুধ আনতে গেছে। এলে তাকে বলো, আমার সব অপরাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন। সারাটা জীবন শত্রুতা করেই এসেছি। আঃ—

তারা। ওষুধ আনতে কে গেছে বললে?

পৃথ্বীরাজ। যুবরাজ সঙ্গ, আর বুঝি তাঁর সঙ্গে দেখা আমার এ জীবনে হলো না। আঃ—দাদা! [ছটফট করিতে লাগিল]

তারা। স্বামী—স্বামী—

পৃথ্বীরাজ। আঃ—একটু জল, একটু জল—তারারাণী—তারা-রাণী—[মৃত্যু]

তারা। স্বামী—স্বামী! [বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িল] কথা কও, একটিবার মুখ তুলে কথা কও! ওগো, আমায় ছেড়ে তুমি যেও না। কথা কও, আমি যে এক মুহূর্ত তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

সঙ্গর পুনঃ প্রবেশ।

সঙ্গ। পৃথ্বীরাজ, পৃথ্বীরাজ! কি হলো?

তারা। সব শেষ হয়ে গেছে, আমার কপাল পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সঙ্গ। ওঃ, পৃথ্বীরাজ! গাছটা খোঁজ করে পেতে দেরী হয়ে গেল। আর একটু যদি আগে আসতে পারতুম—ওঃ, পৃথ্বীরাজ! [কপালে করাঘাত]

রায়মলের প্রবেশ।

রায়মল। কই পৃথ্বীরাজ, পৃথ্বীরাজ কই?

সজ্জ। পৃথ্বীরাজ আর ইহজগতে নেই পিতা।

রায়মল। কে তুমি? সজ্জ? পৃথ্বীরাজকে কে হত্যা করলে?

সজ্জ। কেউ তাকে হত্যা করেনি পিতা! ভূপতি রায় তাকে বিষ পান করিয়েছে।

রায়মল। বিষ দিয়েছে ভূপতি রায়? ওঃ!

তারা। আমার অদৃষ্টে এই ছিল পিতা!

রায়মল। ওঃ! কি আর করব মা! আমি যে আশা নিয়ে এসেছিলাম, নিয়তি বিরূপ।

সজ্জ। পিতা, চিতোরের সিংহাসন নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ ছিল। ভেবেছিলুম, স্বহস্তে আমি পৃথ্বীরাজকে চিতোরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে যাবো, অদৃষ্টে তা সইল না।

তারা। আমার স্বামীর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন যুবরাজ! পরলোকে যেন তিনি শান্তি পান।

সজ্জ। ঈশ্বরের কাছে কায়মনে কামনা করছি মা, স্নেহের অনুজ পৃথ্বীরাজ নিষ্পাপ। তার আত্মার কল্যাণ হোক।

তারা। বিদায় দিন পিতা!

সজ্জ। চল মা, তোমার স্বামীর দেহ সৎকার করে, তোমাকেই চিতোরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে আমিই প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসন করব।

তারা। ক্ষমা করুন যুবরাজ! দুর্ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মেছিলুম, তাই বিবাহের মাত্র ক'দিন পরে আমাকে স্বামীহারা হতে হলো। আশীর্বাদ করুন, স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সহমরণে চিতোর নারীর গৌরব যেন রক্ষা করতে পারি।

সজ্জ। কিন্তু আমার যে সঙ্কল্প ছিল মা!

তারা। দ্বিতীয় অনুরোধ করবেন না, আমার সহধর্মিনী জীবন সার্থক করতে দিন।

রায়মল। তাই যাও মা! তোমার স্বামীর অভিযান ব্যর্থ হলেও, তোমার স্বর্গ অভিযান সার্থক হোক।

সঙ্গ। আমি কায়মনে প্রার্থনা করি, আবার তোমরা ভারতের মাটিতে ফিরে এসো।

তারা। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন বাবা! [প্রণাম করিল]

রায়মল। সহমরণে তুমি কীর্ত্তিমতী হও মা!

তারা। আপনিও আমার প্রণাম গ্রহণ করুন যুবরাজ!

সঙ্গ। যাও মা, তোমার স্বামীর সৃজিত "রক্তের হোলি"তে তোমার পবিত্র প্রেমের অশ্রুজলে তার আত্মার সদ্‌গতি হোক। তোমারই পুণ্য দিয়ে তোমাদের উভয়ের জীবন অক্ষয় করে তোল মা—অক্ষয় করে তোল।

